বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৫-২০১৬

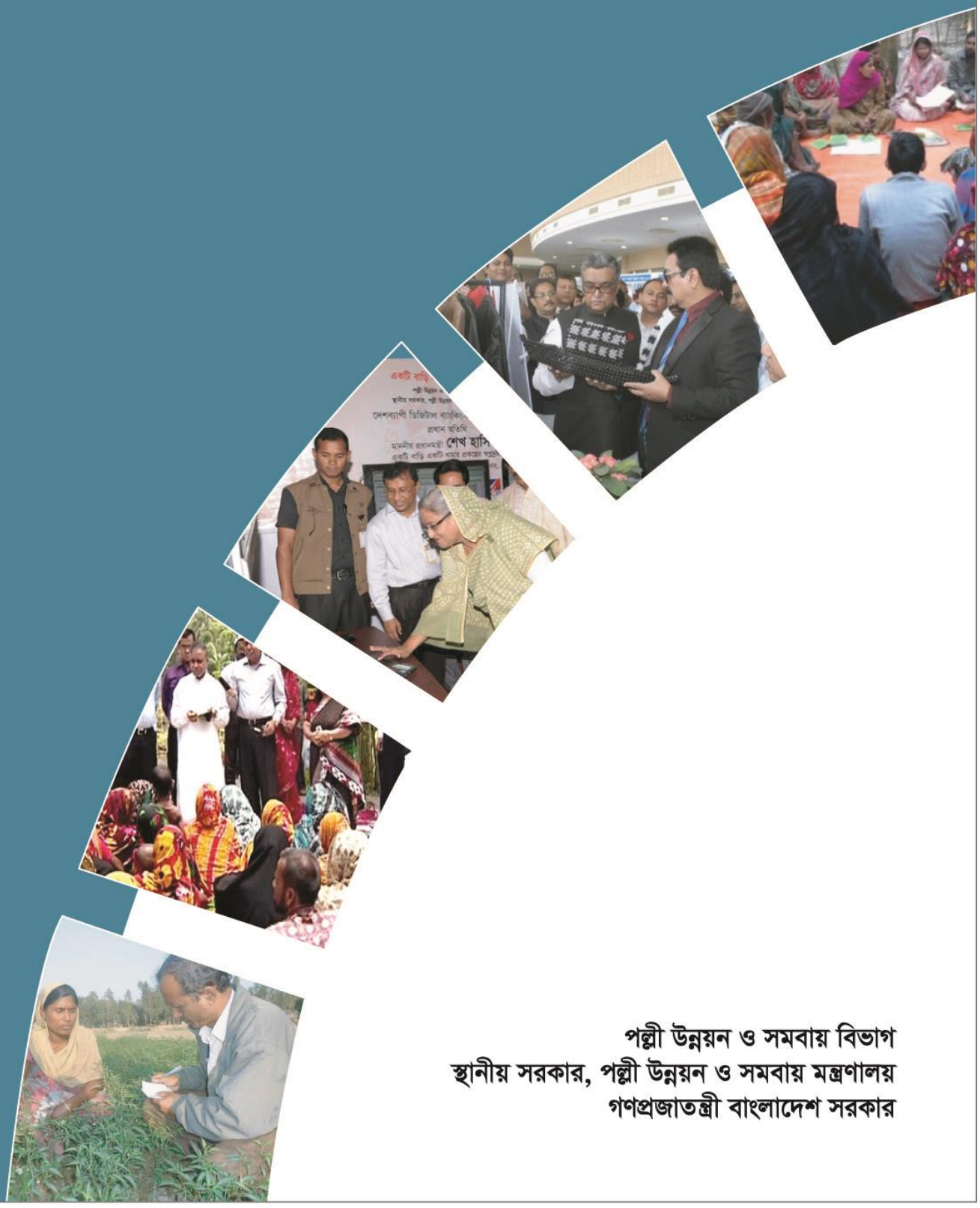

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৫-২০১৬

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপদেষ্টা পরিষদঃ

ড. প্রশান্ত কুমার রায়

ভারপ্রাপ্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

জনাব সরদার আবুল কালাম

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

জনাব আনন্দ চন্দ্র বিশ্বাস

অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

সম্পাদনা পর্ষদঃ

জনাব আশরাফুল মোসাদ্দেক	আহবায়ক
যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	
জনাব আল-নুরী ফয়জুর রেজা	সদস্য
উপসচিব (প্রশাসন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	
বেগম মীনাক্ষী বর্মন	সদস্য
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	
জনাব মোঃ মোনায়েম উদ্দিন চৌধুরী	সদস্য
প্রোগ্রামার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	
জনাব বিপিন চন্দ্র বিশ্বাস	সদস্য-সচিব
সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা-০১), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০১৬

প্রকাশনায় ও মুদ্রণ
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.rdcd.gov.bd

প্রচ্ছদ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ইউনিট
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ



খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দেশের পল্লী এলাকার দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে আসছে। দেশের সমগ্র পল্লী এলাকার, বিশেষ করে পশ্চাদপদ ও প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত এ বিভাগের কার্যক্রম বিস্তৃত। সরকারের নীতিমালা, অঙ্গীকার ও অগ্রাধিকারসমূহের আলোকে এ বিভাগ ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সামগ্রিক কর্মকান্ড তুলে ধরে ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে বিআরডিবি এবং সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ, প্রশিক্ষণ ও উপকরণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে আসছে। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ বিভাগ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলছে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন ‘একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প’ এ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মসংস্থান ও জনগণের পুষ্টির চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা) এর অবদান প্রশংসিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বার্ড, বাপার্ড এবং আরডিএ একদিকে যেমন মানব সম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখছে, অন্যদিকে পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার হালনাগাদ চিত্র তুলে ধরাসহ পল্লী উন্নয়নের নতুন নতুন মডেল উদ্ভাবনে নিয়োজিত রয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সামগ্রিক কর্মকান্ড তুলে ধরে ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার মাধ্যমে এ বিভাগের কর্মকান্ড ও হালনাগাদ তথ্য সকলকে অবহিত করতে সহায়তা করবে এবং আমাদের কর্মকান্ড মূল্যায়নে সহায়ক হবে। ২০১৫-২০১৬ সালের প্রতিবেদন প্রস্তুতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি)



মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ অনেক চড়াই-উতরাই তথা অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ, ঘন ঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং বেশ কয়েকবৎসর যাবৎ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা সত্বেও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

বর্তমান সরকার- ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বৈষম্য ও দূর্নীতিমুক্ত সুখীসমৃদ্ধ ''ডিজিটাল বাংলাদেশ'' গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার** নেতৃত্বে ক্ষমতায় এসেছে। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসনের অন্যতম বৃহৎ কর্মসূচি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নপ্রসূত ''একটি বাড়ি একটি খামার'' প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগকে দেয়া হয়েছে এবং এর মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িকে কেন্দ্র করে কৃষি জমি ও অন্যান্য সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান, খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে বিআরডিবি এবং সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ, প্রশিক্ষণ ও উপকরণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে আসছে- যা দেশের উন্নয়নে অনন্য ভূমিকা রাখছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সামগ্রিক কর্মকান্ডের প্রতিফলন ঘটিয়ে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক এ প্রতিবেদন প্রকাশনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে সার্বিক বিষয় অবহিত করতে সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ, এমপি)



ড. প্রশান্ত কুমার রায়
ভারপ্রাপ্ত সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বর্তমান সরকার দারিদ্র্য বিমোচনকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। সরকারের ''ভিশন ২০২১'' এ বর্ণিত পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সংশ্লিষ্ট অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ একটি স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং ২০০৯-২০১০ সাল থেকে এর বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং অব্যাহতভাবে পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণে দেশকে দরিদ্রমুক্ত এবং স্ব-নির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নীতিমালা প্রণয়ন, ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী সরকারের প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রতি বছর তার কর্মকান্ডের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হয়। এ প্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী সময়ের ধারাবাহিকতায় এ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-২০১৬ প্রণীত হল। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকান্ড এ প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে।

প্রকাশনাটি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কর্মকান্ড প্রচারে অবদান রাখবে এবং এ বিভাগের কর্মকান্ড সম্পর্কে জানতে আগ্রহী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট সমাদৃত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দকে ধন্যবাদ।

(ড. প্রশান্ত কুমার রায়)

সম্পাদকীয়

সকলের সম্মিলিত মেধা, শ্রম ও মননের ফসল পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের এই বার্ষিক প্রতিবেদন। এ ব্যাপারে যারা তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক অভিবাদন।

প্রতিবেদনটি প্রকাশের লক্ষ্যে সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সন্মানিত সচিব মহোদয়গণের প্রতি সম্পাদনা পর্ষদ অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

এ প্রতিবেদনে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন, বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনসহ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় আন্দোলনের সামগ্রিক চিত্র যেমন চিত্রিত হয়েছে তেমনি সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এর বিভিন্ন কার্যক্রম ও সাফল্যসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত হয়েছে যা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী সুধীজনের নিকট সমাদৃত হবে বলে সম্পাদনা পর্ষদ মনে করে।



(আশরাফুল মোসাদ্দেক)

সূচিপত্র

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	**পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় আন্দোলন**	১
১.১	পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন	২
১.২	বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন	২
২.	**পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ**	৩
২.১	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মিশন স্টেটমেন্ট	৪
২.২	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রধান কার্যাবলী	৪
২.৩	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য	৪
২.৪	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বাজেট	৫
২.৫	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো	৬
৩.	**২০০১৫-২০১৬ সালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম**	৭
৩.১	প্রশাসনিক সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম	৮
৩.২	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প সমুহ	১১
	৩.২.১ একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প	১১
	৩.২.২ ইকনোমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) প্রকল্প	১৬
	৩.২.৩ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-২য় পর্যায়) প্রকল্প	১৭
	৩.২.৪ চর জীবিকায়ন কর্মসূচি-২য় পর্যায়	১৯
৩.৩	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২১
৪.	**পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ অধিদপ্তর/সংস্থা**	২৫
৪.১	সমবায় অধিদপ্তর	২৬
	৪.১.১ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড	৩৩
	৪.১.২ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিমিটেড (মিল্কভিটা)	৩৬
৪.২	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা	৩৭
৪.৩	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	৫৫
৪.৪	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া	৭৩
৪.৫	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)	১০৩
৪.৬	পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)	১০৬
৪.৭	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)	১১১

১

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় আন্দোলন

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় আন্দোলন

১.১. পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন

বাংলাদেশের শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ পল্লী অঞ্চলে বাস করে এবং এ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের অবস্থানও পল্লী অঞ্চলে। ফলে এ দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবিকায়ন পল্লীর ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং পল্লীর সার্বিক উন্নয়ন ব্যতীত বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পল্লী উন্নয়নের যাত্রা শুরু হয় ভি-এইড (গ্রামীণ কৃষি এবং শিল্প উন্নয়ন) কর্মসূচির মাধ্যমে ১৯৫৩ সালে। ভি-এইড কর্মসূচিসহ পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১৯৫৯ সালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে একাডেমীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে জোরদার করার জন্য গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণাকে সংযুক্ত করা হয়। একাডেমী পল্লী উন্নয়নের মডেল হিসেবে কুমিল্লা মডেল উদ্ভাবন করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি তথা দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, যা দেশে এবং বিদেশে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে। কুমিল্লা মডেলের প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছেঃ দ্বি-স্তর সমবায়, পল্লী পূর্ত কর্মসূচি, থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র এবং থানা সেচ কর্মসূচি। কুমিল্লা মডেলের এ সকল উপাদান থেকে জাতীয় পর্যায়ে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছেঃ দ্বি-স্তর সমবায় থেকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি); পল্লী পূর্ত কর্মসূচি থেকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি); থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র (টিটিডিসি) থেকে উপজেলা কমপ্লেক্স এবং থানা সেচ কর্মসূচি (টিআইপি)-র অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)। সম্প্রতি বার্ড কর্তৃক পরীক্ষিত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন প্রকল্প (এসএফডিপি)-কে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এবং সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচিকে জাতীয় কর্মসূচিতে রূপান্তর করা হয়েছে।

১.২ বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সমবায় একটি প্রাচীনতম ব্যবস্থা। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যামিন কমিশন প্রতিবেদনে বিধ্বস্থ কৃষি ও ব্যাপক কৃষক অসন্তোষের কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়, কৃষকরা মহাজনী শোষণমূলক ঋণের ভারে জর্জরিত এবং সহজ শর্তে ঋণ লাভের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রতিবেদনে ঋণ সমবায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষকদের জন্য সহজ শর্তে কৃষি ঋণ চালুর সুপারিশ করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার ১৯০৪ সালে বহুমুখী সমবায় আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষি ঋণ সমবায় সমিতি চালু করে। এর মাধ্যমে এদেশে সমবায়ের গোড়াপত্তন হয়।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সমবায় আইন পাশ হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাগের সময় বাংলাদেশে ৩২,০০০ প্রাথমিক সমিতি ছিল যাদের অধিকাংশই ছিল কৃষি সমবায় সমিতি। ষাটের দশকের কুমিল্লায় বার্ড কর্তৃক দ্বি-স্তর সমবায় প্রবর্তনের মাধ্যমে এক নতুন আঙ্গিকের সমবায়ের গোড়াপত্তন হয়। কুমিল্লার দ্বি-স্তর সমবায়ের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকায়ন ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির নজির স্থাপিত হওয়ায় সরকার এ মডেল সম্প্রসারণে উৎসাহিত হয়। সত্তরের দশকে আইআরডিপি এবং ৮০ এর দশকে বিআরডিবি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ মডেল দ্রুততার সাথে সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

২

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দু'টি বিভাগ রয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, অপরটি স্থানীয় সরকার বিভাগ। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, সমবায় সমিতি গঠন ও পরিচলনা, সমবায় বিপণন, বীমা ও ব্যাংকিং-কে উৎসাহ দান, পল্লী অঞ্চলে উৎপাদন বৃদ্ধি, জনগণের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সর্বোপরি মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত এবং স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নীতিমালা প্রণয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। সরকারের অনুসৃত নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে এ বিভাগ পল্লীর জনসাধারণের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

২.১. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মিশন স্টেটমেন্ট

পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, সমবায় ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং অব্যাহতভাবে পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা।

২.২. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রধান কার্যাবলী

১. পল্লী উন্নয়ন নীতি, সমবায় আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন;
২. পল্লী এলাকার দারিদ্র্য নিরসনকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৩. ক্ষুদ্র ঋণ, কৃষি ঋণ, সমবায় ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, সমবায় ব্যাংক, সমবায় বীমা, সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদ ও বিপণন, দুগ্ধ ও অন্যান্য সমবায় ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ-এর মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান;
৪. সমবায়ীদের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা পরিচালনা;
৫. প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক নিত্য-নতুন মডেল ও কৌশল উদ্ভাবন;
৬. সমবায়ের আওতায় গ্রামীণ মহিলাদের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সহায়তা প্রদান।

২.৩. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য

এমটিবিএফ এর কাঠামো অনুযায়ী এ বিভাগের মোট পাঁচটি কৌশলগত উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলো হচ্ছেঃ

১. পল্লী এলাকার দরিদ্র ও অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি,
২. পশ্চাৎপদ এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন,
৩. পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থান সৃজনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি,
৪. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি,

৫. গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান এবং ফলাফল সম্প্রসারণ। এ ছাড়া বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার অর্জনে অবদান রাখার জন্য এ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনায় নিম্নরূপ আরও পাঁচটি কৌশলগত উদ্দেশ্য যোগ করা হয়। এগুলো হচ্ছে-

৬. জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন,

৭. অফিসের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ,

৮. ক্ষুদ্র ঋণ ও উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের জন্য বাজার-সংযোগ (Marketing Linkage) সৃষ্টি,

৯. খাদ্য পুষ্টির চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে দুগ্ধ উৎপাদন,

১০. সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ।

২.৪ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বাজেট

গত ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে সর্বমোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৪৬৯ কোটি ৪১ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা যা ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের তুলনায় কম। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এ বিভাগের আয় ছিল ১৯ কোটি ৯ লক্ষ ৬৮ হাজার এবং অনুন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৪২৭ কোটি ০১ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা এবং উন্নয়ন বরাদ্দ ছিল ১০৪২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর আয় এবং ব্যয় এর বাজেট (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

(ক) আয়

অংকসমূহ হাজার টাকায়

ক্রমিক নং	বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নাম	২০১৫-২০১৬
০১.	সচিবালয়	১৪,৬৩,৬৬
০২.	সমবায় অধিদপ্তর	৪৪৬০২
সর্বমোট পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ		**১৯,০৯,৬৮**

(খ) ব্যয় (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)

অংকসমূহ হাজার টাকায়

ক্রমিক নং	বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নাম	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন
০১.	সচিবালয়	৩৩,৬৯,১৪	৬৬,৮৩৭,০০
০২	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদা	৫১,৫০	০০
০৩.	সমবায় অধিদপ্তর	১,৭৪,০২৮৮	২৮,৩০,০০
০৪.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	১৭৭,৭৩,২৭	১০৬,৯৮,০০
০৫.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ),বগুড়া	১৬,৯৬,৬৬	৮৮,৯৫,০০
০৬.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড),কুমিল্লা	১৫,২৮,৮১	০০
০৭.	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ	১,৮৯,৫৮	৫০,০০,০০
০৮.	অন্যান্য	৬,৮৯,৯৩	৯৯,৮০,০০
সর্বমোট পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ		৪২৭,০১,৭৭	১০৪২৪০,০০

২.৫ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

জনবল

	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	মোট
১ম শ্রেণীঃ	২৩ জন	০৫ জন	২৮ জন
২য় শ্রেণীঃ	১৮ জন	০৫ জন	২৩ জন
৩য় শ্রেণীঃ	২৬ জন	০২ জন	২৮ জন
৪র্থ শ্রেণীঃ	২২ জন	০৫ জন	২৭ জন
		সর্বমোট	১০৬ জন

গাড়ী ও সরঞ্জামাদির তালিকা

গাড়ীঃ	**বর্তমান**	**প্রস্তাবিত**	**মোট**
(ক) কারঃ	০৩ টি	০১ টি	০৪ টি
(খ) জীপঃ	-	০১ টি	০১ টি
(গ) মাইক্রোবাসঃ	০২ টি	০১ টি	০৩ টি
(ঘ) মটর সাইকেলঃ	০১ টি	-	০১ টি

সরঞ্জামাদিঃ	**বর্তমান**	**প্রস্তাবিত**	**মোট**
(ক) ফটোকপিঃ	০৪ টি	০২ টি	০৬ টি
(খ) মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরঃ	০১ টি	-	০১ টি
(গ) কম্পিউটারঃ	২১ টি	১৩ টি	৩৪ টি
(ঘ) শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রঃ	০৮ টি	০৬ টি	১৪ টি

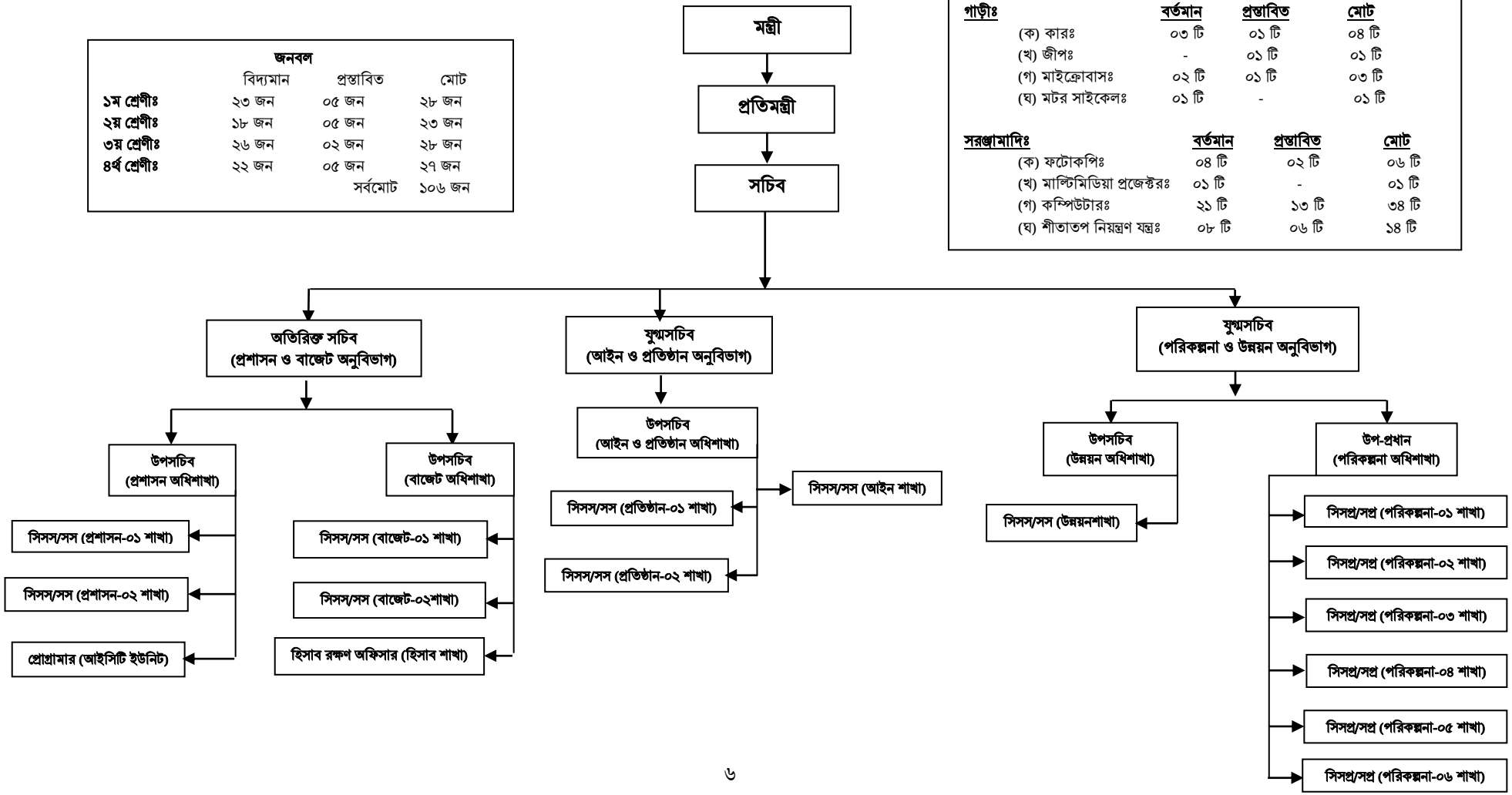

৩

২০১৫-২০১৬ সালে
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

২০১৫-১৬ সালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার ও অঙ্গিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দারিদ্য বিমোচনকে প্রধান্য দেয়া হয়েছে। এর প্রধান কৌশল হিসেবে কৃষি ও পল্লী জীবনের গতিশীলতা আনায়নের জন্য হতদরিদ্রদের মাঝে নিরাপত্তা বেষ্টনী বিস্তৃতির লক্ষ্যে এ বিভাগ কর্তৃক স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী ভবিষ্যত পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। বর্তমানের ৬.৫ কোটি দরিদ্রের সংখ্যা ২০২১ সালে হবে ২.২ কোটি। এ লক্ষ্য পূরণের জন্য অন্যান্য পদক্ষেপের সঙ্গে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত প্রকল্প ''একটি বাড়ি একটি খামার'' প্রকল্প সমূহের সফল বাস্তবায়নে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৩.১ প্রশাসনিক সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কার এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। কার্যক্রমসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক. প্রশাসনিক কর্মকান্ডের গতিশীলতা আনয়ন

প্রশাসনিক গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে অত্র বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তরের ICT সংক্রান্ত সেল গঠণ করা হয়েছে। ICT সেল গঠিত হওয়ায় কর্মদক্ষতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ন্যাশনাল পোর্টালের আদলে এ বিভাগের ওয়েব সাইটের সকল তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে। তাছাড়া মামলার ডাটাবেইজের মাধ্যমে অধিক তথ্য সহজ লভ্য করা ও তথ্য প্রযুক্তি বিকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং ই-গভারনেন্স কর্মসূচির মাধ্যমে এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে তথ্য প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ই-ফাইলিং চালুর জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটার, স্ক্যানার, লেজার প্রিন্টারসহ যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগরে ই-গর্ভনেন্স উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় এ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বাংলা ইউনিকোড, ইন্টারনেট, ই-মেইল এবং MS অফিস ২০০৭ এর বিষয়ে গত ১০ মে ২০১৫ তারিখ হতে সিরডাপের আইসিটি ল্যাবে একদিনের প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সে মোট ৮০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে চারটি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব এম এ কাদের সরকার বাংলা ইউনিকোড, ইন্টারনেট, ই-মেইল এবং MS অফিস ২০০৭ এর কোর্সের উদ্বোধন করছেন



বাংলা ইউনিকোড, ইন্টারনেট, ই-মেইল এবং MS অফিস ২০০৭ এর বিষয়ে প্রশিক্ষণরত কর্মকর্তাগণ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগরে ই-গর্ভনেন্স উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা এবং এ বিভাগের আওতাধীর দপ্তর/সংস্থার প্রধানদের নিয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সভা কক্ষে ইন্টারনেট, ই-মেইল এবং ভিডিও কনফারেন্সিং এর উপর একদিনের প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব এম এ কাদের সরকার ইন্টারনেট, ই-মেইল এবং ভিডিও কনফারেন্সিং এর উপর একদিনের প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করছেন



ভিডিও কনফারেন্সিং এর উপর প্রশিক্ষণ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা এবং এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার হতে কর্মকর্তাদের নিয়ে সিরডাপ অডিটোরিয়ামে ৫ দিনব্যাপি গত ১৭-২১ জানুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও গভর্নমেন্ট পারফরমেন্স (জিপিএম) প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালাতে ২৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এবং একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের সহয়োগীতায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কোর্সটির অয়োজন করে।



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব এম এ কাদের সরকার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও গভর্নমেন্ট পারফরমেন্স (জিপিএম) প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদ্বোধন করছেন



জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও গভর্নমেন্ট পারফরমেন্স (জিপিএম) প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ই-গভর্নেন্স উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বাজেট ব্যবস্থাপনা ও iBAS++ এন্ট্রি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি গত ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে আইসিটি ল্যাব সিরর্ডাপে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালাতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা এবং এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা সহ দুই ব্যাচে মোট ৪০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব এম এ কাদের সরকার ই-গভর্নেন্স উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বাজেট ব্যবস্থাপনা ও iBAS++ এন্ট্রি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদ্বোধন করছেন



ই-গভর্নেন্স উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বাজেট ব্যবস্থাপনা ও iBAS++ এন্ট্রি বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থী

পল্লী উন্নয়ন সমবায় বিভাগের ইনোভেশন টিমের সদস্য এবং এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন টিমের সদস্যদের নিয়ে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি গত ১৩-১৪ মে ২০১৬ তারিখে ভিআইপি ক্যাফেটারিয়া, সিরডাপে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালাটিতে ২৫ জন কর্মকর্তাকে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের সহযোগীতায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ আয়োজন করে।



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরক্তি সচিব ও চিফ ইনোভেশন অফিসার জনাব সরদার আবুল কালাম নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি উদ্বোধন করছেন



নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষণার্থী

খ. বিকাশমান তথ্য প্রযুক্তির প্রসার

অবাধ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের লক্ষে বিকাশমান তথ্য প্রযুক্তির সাথে সংগতি রেখে এ বিভাগসহ অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইট ন্যাশনাল পোর্টালে আদলে প্রস্তুতসহ উন্মুক্ত করা হয়েছে। ওয়েব সাইটসমূহ নিয়মিত আপডেট এর মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য তথ্য প্রাপ্তি সহজতর করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

গ. শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ ও পদোন্নতি

২০১৫-২০১৬ সালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে ০১ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। এ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তরের শূন্যপদ পূরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

৩.২. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রকল্পসমূহ

৩.২.১. একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

প্রকল্পের ভিশনঃ

সরকারী অনুদান সহায়তায় দরিদ্র মানুষদের পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবিকায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন।

প্রকল্পের মিশনঃ

- স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- দরিদ্র পরিবারকে পুঁজি গঠনে সহায়তা করা;
- প্রয়োজনের নিরিখে জীবিকায়ন নিশ্চিত করা;
- আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা।
- সকল বাড়িকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা;
- দক্ষ মানবসম্পদ তৈরীর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- উন্নয়নে নারীর অংশীদারিত্ব ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্থায়ী তহবিল গঠন করে দিয়ে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মাইক্রোক্রেডিটের ফাঁদ থেকে চিরতরে মুক্তি দেয়া।

প্রকল্পের দর্শন-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র স্থায়ী দারিদ্র্যবিমোচন মডেল:

এ প্রকল্পের মূল দর্শন হচ্ছে দরিদ্র মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় এবং সরকারের ক্ষুদ্র অর্থায়নে স্থায়ী পুঁজি গঠনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর তহবিল সমস্যার স্থায়ী সমাধান ও তার স্থায়ী বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ। দীর্ঘদিনের প্রচলিত ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থার মূল সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো দূরীকরণের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন দর্শন ক্ষুদ্রঋণ নয় ক্ষুদ্র সঞ্চয়, সর্বোপরি সম্পদ ও তহবিলে দরিদ্র মানুষের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করেছেন (মডেল-১)।

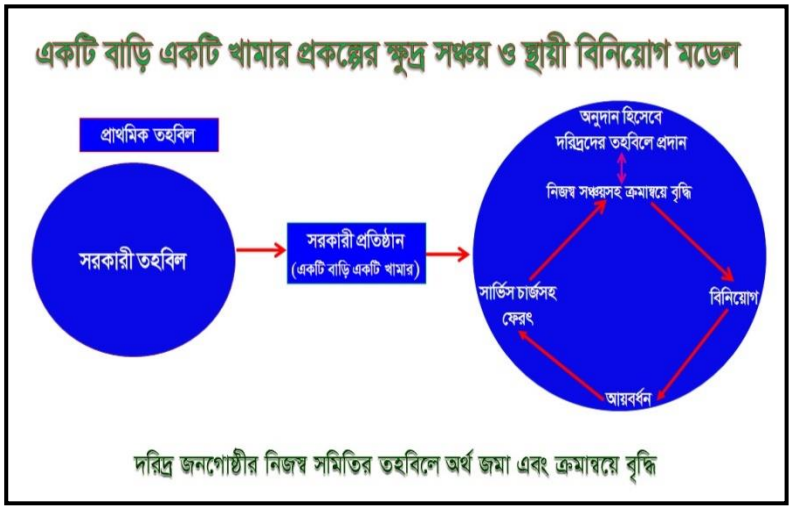

এ মডেলের প্রায়োগিক কৌশলই হচ্ছে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প। এ প্রকল্পে গ্রামপ্রতি বাছাইকৃত ৬০টি দরিদ্র পরিবার নিয়ে (৪০ জন মহিলা এবং ২০ জন পুরুষ) গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করা হয়। গঠিত সমিতির প্রতিটি সদস্যের নিজস্ব সঞ্চয় মাসিক ২০০/- টাকা, সরকার সমপরিমাণ বোনাস মাসিক ২০০/- টাকা ও সমিতি তহবিলে বাৎসরিক ১,৫০,০০০/- টাকা ঘূর্ণায়মান তহবিল প্রদানের মাধ্যমে সমিতির মূলধন গঠন করা হয়। এভাবে সমিতির বাৎসরিক তহবিল হয় ৪৩৮,০০০/- টাকা, এভাবে দু'বছরের তহবিল ব্যাংক সুদসহ ৯,০০,০০০/- টাকায় উন্নীত হয়। গড়ে উঠা উক্ত তহবিল উঠান বৈঠকে বসে সকল সদস্য নিজ নিজ জীবিকা/পেশার সাথে সঙ্গতি রেখে স্বাধীনভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

পারিবারিক খামার গড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তদানুযায়ী তারা সমিতি হতে ঋণ গ্রহণ করে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পারিবারিক খামার সৃজন করছে। খামারে আয় শুরুর পর ৮% সার্ভিস চার্জ সহ কিস্তিতে কিস্তিতে ঋণের অর্থ নিয়মিতভাবে সমিতির নিজস্ব হিসাবে পরিশোধ করছে। পরিশোধিত অর্থ সমিতির আবর্তক তহবিল হিসেবে দরিদ্র উপকারভোগীগণ দারিদ্র্যমুক্তির জন্য স্থায়ীভাবে ব্যবহার করতে পারছে। পুরুষানুক্রমে এ অর্থের মালিক দরিদ্র জনগোষ্ঠী। দারিদ্র্যমুক্তির এ দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো- "দরিদ্র জনগোষ্ঠী দ্বারা তহবিল গঠন, তহবিল ব্যবহার এবং তহবিল ব্যবস্থাপনা।" যার মাধ্যমে স্থায়ী পুঁজি গঠন ও তার স্থায়ী ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব। এটাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্থায়ী দারিদ্র্যবিমোচন মডেল।

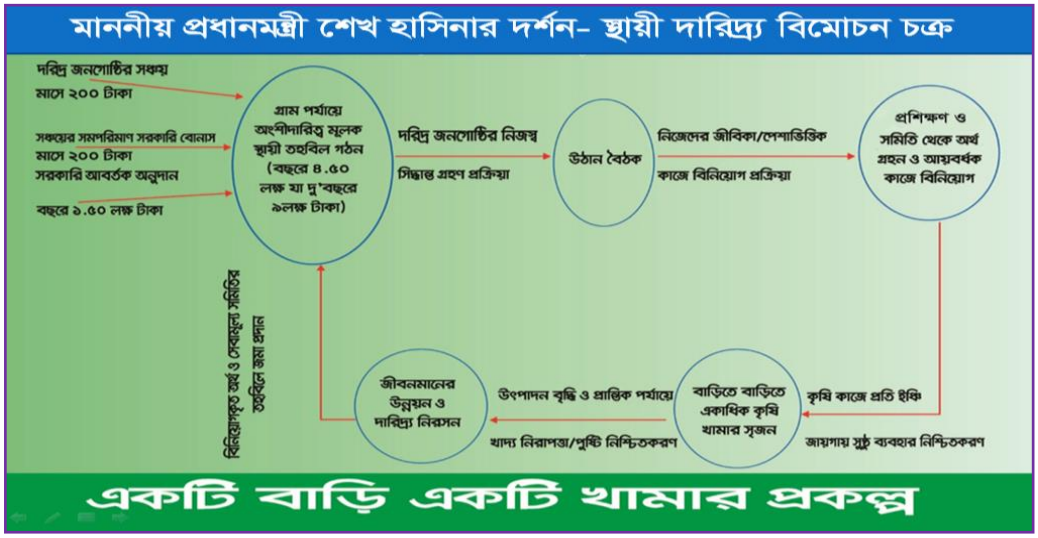

এখানে সরকার গরীবকে ঋণের পরিবর্তে সরাসরি অনুদানের মাধ্যমে তহবিল গড়ে দিচ্ছে। এ মডেলের আওতায় গড়ে ওঠা তহবিল দরিদ্র সদস্যগণ নিজেরাই স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যবহার করছে এবং আয় বৃদ্ধির পর নিজেদের তহবিলে ফেরৎ প্রদান করছে। অর্থাৎ সরকারি সহায়তায় গড়ে ওঠা তহবিল পুরুষাণুক্রমে গরিব জনসাধারণ ব্যবহার করবে- এটি তাদের স্থায়ী ঘূর্ণায়মান তহবিল। পক্ষান্তরে ক্ষুদ্রঋণ মডেলে অর্থ এনজিও'র মাধ্যমে গরিবদের কাছে পৌঁছায় ঋণ হিসেবে যা সুদসহ ফেরৎ আসে এনজিও'র কাছে অর্থাৎ গরিব আবার তহবিল শূন্য হয়ে পড়ে। উক্ত অর্থে তাদের কোন মালিকানা থাকে না (ক্ষুদ্রঋণ মডেল)।

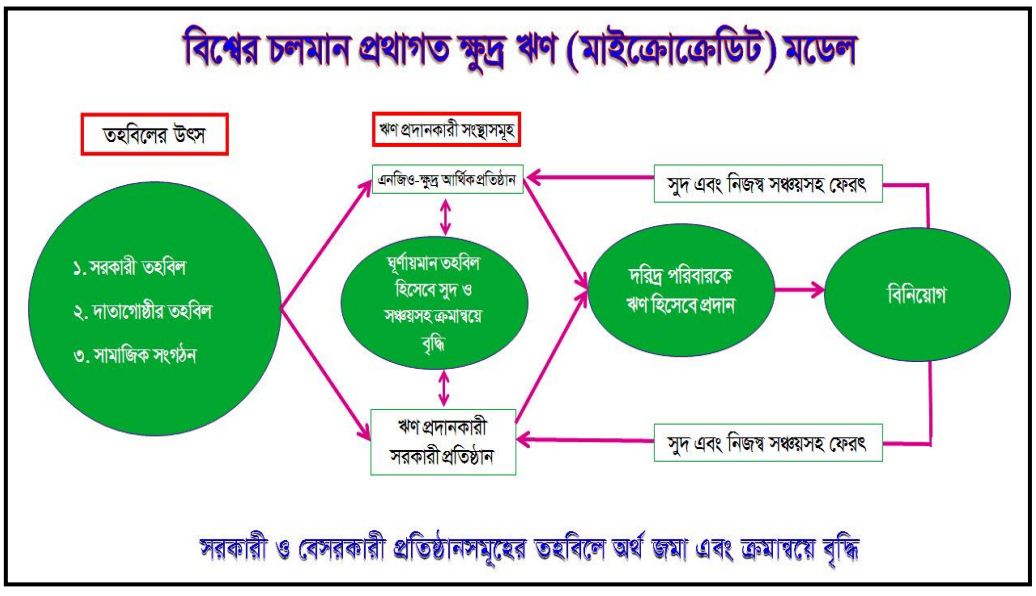

এক কথায় বলা যায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্থায়ী দারিদ্র্য বিমোচন মডেল ও প্রচলিত ক্ষুদ্রঋণ মডেলের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। মূল পার্থক্যগুলো নিম্নরূপঃ

টেবিল-১ঃ প্রচলিত ক্ষুদ্র ঋণ ও একটি বাড়ি একটি খামার মডেলের মূল পার্থক্যসমূহ

ক্র. নং	একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প: ক্ষুদ্র সঞ্চয় কার্যক্রম	প্রচলিত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম
০১	অনুদানের মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিজস্ব তহবিল গঠন করা হয়	তহবিল সরকার/প্রতিষ্ঠান থেকে সরবরাহ করা হয় যেখানে গরীবের মালিকানা নেই
০২	তহবিল স্থায়ীঃ সেবামূল্যসহ সমিতির নিজস্ব হিসাবে পুনঃ জমা হয় যা আবর্তক তহবিল হিসেবে পুরুষানুক্রমে ব্যবহৃত হয়।	তহবিল অস্থায়ীঃ ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সুদসহ টাকা ফেরত নিয়ে যাচ্ছে
০৩	উঠান বৈঠকে বসে নিজেদের প্রয়োজনমত ঋণ গ্রহণ ও আয়ের ওপর কিস্তি নির্ধারণ এবং আয় থেকে দায় শোধ পদ্ধতিতে ঋণ পরিশোধ।	ঋণ গ্রহণ ও কিস্তি নির্ধারণে সদস্যের স্বাধীনতা থাকে না, প্রতিষ্ঠান থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়
০৪	ডিজিটাল অনলাইন ও সবুজ ব্যবস্থাপনাঃ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে ও দ্রুত সেবা দেয়	ম্যানুয়াল ব্যবস্থাপনাঃ দুর্নীতি ও হয়রানির সুযোগ বেশী

প্রকল্পের অর্জনঃ

প্রকল্পটি সর্বপ্রথম একনেক কর্তৃক ০৫.১১.২০০৯ তারিখে অনুমোদিত হয়। মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৯৭ কোটি টাকা। দেশের ৬৪টি উপজেলার ৪৮১টি উপজেলার প্রতিটিতে ৪টি করে ইউনিয়নে ৫টি করে গ্রাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে কিছু মারাত্মক ত্রুটি চিহ্নিত হয়। প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচনের কোন সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি যথাযথ অনুসরণ করা হয়নি। ফলে অনেক স্বচ্ছল ব্যক্তিও গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্যভুক্ত হন। সম্পদ বিতরণে মারাত্মক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। প্রতি গ্রাম উন্নয়ন সমিতিতে মাত্র ৫ জন উপকারভোগী ২০,০০০/- টাকা মূল্যের গবাদিপ্রাণী পেলেও বাকি সদস্যরা সামান্য মূল্যের হাঁস-মুরগির বাচ্চা, গাছের চারা, সব্জি বীজ ইত্যাদি পাওয়ায় উপকারভোগীদের মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশলে পরিবর্তন এনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নতুন দর্শন ক্ষুদ্রঋণ নয় ক্ষুদ্র সঞ্চয়, সর্বোপরি সম্পদ ও তহবিলের মালিকানা দরিদ্র মানুষের-এ মডেল প্রকল্প বাস্তবায়নে মূল কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে প্রকল্প দলিল সংশোধন করা হয়। প্রকল্প কার্যক্রম ৪৮৩টি উপজেলার **৪**টি ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড অর্থাৎ ১৭,৩৮৮টি গ্রামে সম্প্রসারণপূর্বক প্রকল্প ব্যয় ১৪৯২.৯২ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়। যা ১৩/৯/২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত নির্ধারণ করা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নতুন দর্শন ক্ষুদ্রঋণ নয় ক্ষুদ্র সঞ্চয়, সর্বোপরি সম্পদ ও তহবিলের মালিকানা দরিদ্র মানুষের-এ মডেল প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। দরিদ্র উপকারভোগীদের মধ্যে স্থায়ী তহবিল গঠন এবং উক্ত তহবিল হতে আয়বর্ধক কাজে বিনিয়োগের সুযোগ প্রকল্প বহির্ভুত এলাকার দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকার প্রকল্পটি দেশের ৪৮৫টি উপজেলার ৪৫০৩টি ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডের ১টি করে গ্রাম অর্থাৎ ৪০,৫২৭টি গ্রামে সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রকল্প দলিল ২য় বার সংশোধনপূর্বক ৩১৬২.৯৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়। ৩০.০৭.২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদন লাভ করে। জুন, ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	কর্মকাণ্ড	আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা	জুন ২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	মন্তব্য
১	উপকারভোগী পরিবার বাছাই	২৪,৩১,৬২০ টি	২১,৯৩,২৬০ টি	
২	গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন	৪০,৫২৭ টি	৪০,২১৬ টি	
৩	সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১০৭৭৩১.০০	৯৭৪৬২.৪৭ লক্ষ টাকা	
৪	কল্যান অনুদান প্রদান (লক্ষ টাকা)	১০৭৭৩১.০০	৮৫৩১৪.২৩ লক্ষ টাকা	

ক্রমিক নং	কর্মকাণ্ড	আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা	জুন ২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	মন্তব্য
৫	সমিতিতে আবর্তক তহবিল প্রদান(লক্ষ	১২৪১২৯.০০	১১০৬৭৪.২৭ লক্ষ	
৬	মোট তহবিল (লক্ষ টাকা)	৩০০০০০.০০	৩০৭৯৯৩.৮৫ লক্ষ	
৭	ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	২৫০০০০.০০	২৯৯৮০৭.২৮ লক্ষ	
৮	গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়বর্ধক খামারের সংখ্যা	২৫০০০০০টি	২৪,২৩,৩৭০ টি	
৯	প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সদস্যদের বিষয় ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ।	৪,৮৫,৯৭১ জন	৪,১২,৬৯৫ জন	

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নপ্রসূত একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প বর্তমানে দেশের সকল উপজেলায় সকল ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে মোট ৪০,৫২৭ টি গ্রামে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রতিটি গ্রামে ৬০ টি পরিবার হিসেবে সারা বাংলাদেশে ৪০,২১৬ টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে মোট ২২ লাখেরও বেশী দরিদ্র পরিবার অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি ১৬ লক্ষ দরিদ্র জনগোষ্ঠী এ প্রকল্পের মাধ্যমে তহবিল গঠনসহ জীবিকায়নের সেবা পাচ্ছে। একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথাগত ক্ষুদ্র ঋণের পরিবর্তে ক্ষুদ্র সঞ্চয় ধারণার প্রবর্তন করা হয়েছে। জুন, ২০১৬ পর্যন্ত উপকারভোগীদের ব্যক্তি সঞ্চয় জমা মোট ৯৭৪.৬২ কোটি টাকা, সরকার কর্তৃক সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রদত্ত বোনাস ৮৫৩.১৪ কোটি টাকা, সরকার কর্তৃক গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে প্রদত্ত ঘূর্ণায়মান তহবিল ১১০৬.৭৪ কোটি টাকাসহ গ্রামের দরিদ্র জনগনের মোট তহবিল ৩০৭৯.৯৩ কোটি টাকা। গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠির উন্নয়নে জুন ২০১৬ পর্যন্ত মোট ২৯৯৮.০৭ কোটি টাকা বিনিয়োগে ২৪.২৩ লক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়বর্ধক পারিবারিক খামার গড়ে উঠেছে। যার মধ্যে ৩৬৪০২৯ টি মৎস্য খামার, ৬০৬৭১৫ টি হাঁস-মুরগী খামার, ৭৫২৩২৬ টি গবাদিপশু পালন, ১২১৩৪৩ টি নার্সারী, ১৪৫৬১১ টি সব্জি চাষ এবং ৪৩৬৮৩৫টি অন্যান্য আয়বর্ধক খামার। এসব অর্থের যথাযথ ব্যবহার ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে অনলাইন ব্যাংকিং প্রবর্তন করা হয়েছে। গত এক বছরে এ প্রকল্পের আওতায় যে সকল ব্যক্তি খামার গড়ে তুলেছেন তাদের বাৎসরিক আয় বেড়েছে ১০,৯২১ টাকা। পরিকল্পনা ও আইএমইডি'র সম্পৃক্ততায় করা একটি মূল্যায়নে এ তথ্য উঠে এসেছে। উক্ত প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, নিম্ন পরিসরের আয়ের পরিবারের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে অধিক আয়ের পরিবারের সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে। অর্থাৎ গ্রামীণ জনপদে দারিদ্র্যসীমার নিচের লোকজন দ্রুত দারিদ্র্যসীমা অতিক্রম করতে শুরু করেছে। ফলে বিগত বছরগুলিতে জাতীয় দারিদ্রের হার ৮-৯ ভাগ কমিয়ে আনতে এ প্রকল্প উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে।

লেখচিত্রে জুন ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি

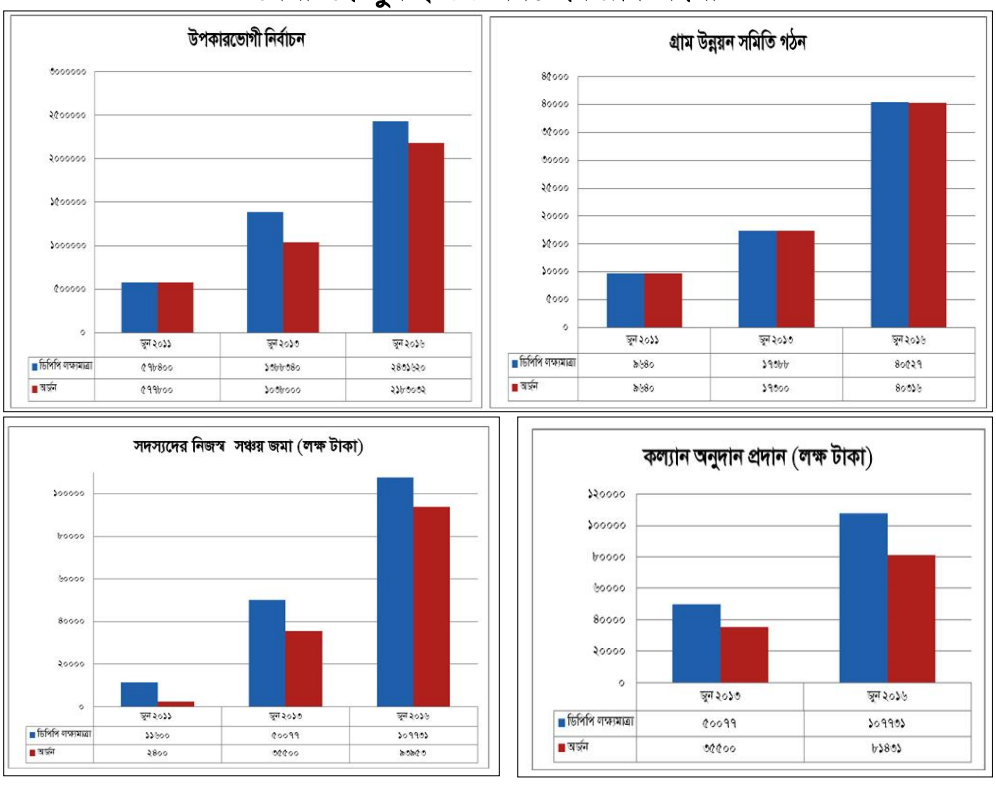

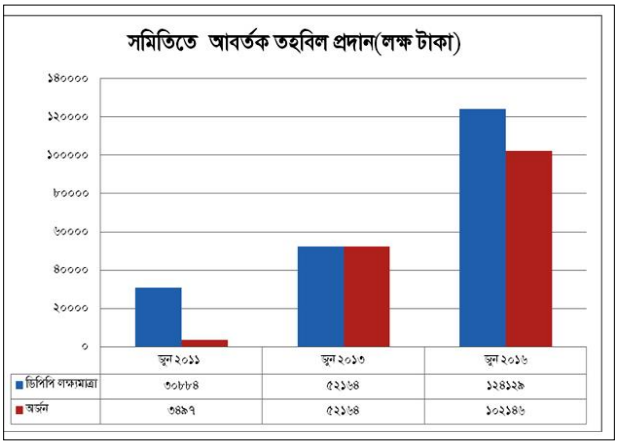
সমিতিতে আবর্তক তহবিল প্রদান(লক্ষ টাকা)
১৪০০০০
১২০০০০
১০০০০০
৮০০০০
৬০০০০
৪০০০০
২০০০০
০
জুন ২০১১
জুন ২০১৩
জুন ২০১৬
ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা
৩০৮৮৪
৫২১৬৪
১২৪১২৯
অর্জন
৩৪৯৭
৫২১৬৪
১০২১৪৬

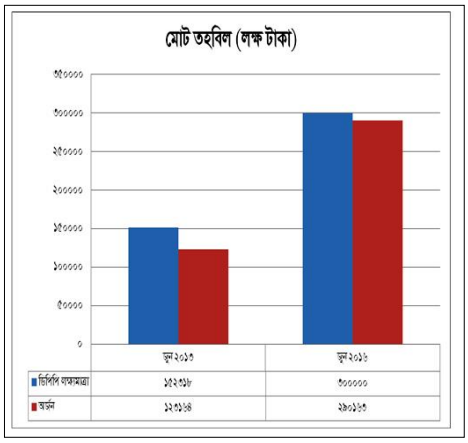
মোট তহবিল (লক্ষ টাকা)
৩৫০০০০
৩০০০০০
২৫০০০০
২০০০০০
১৫০০০০
১০০০০০
৫০০০০
০
জুন ২০১৩
জুন ২০১৬
ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা
১২২৩৮
৩০০০০০
অর্জন
১২৩১৪
২৯০১৬৩

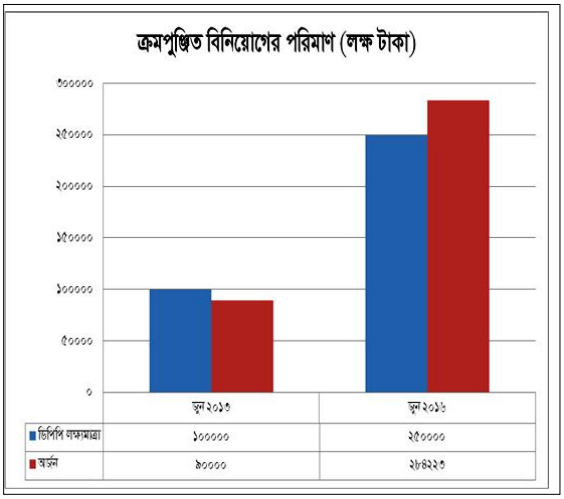
ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
৩০০০০০
২৫০০০০
২০০০০০
১৫০০০০
১০০০০০
৫০০০০
০
জুন ২০১৩
জুন ২০১৬
ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা
১০০০০০
২৫০০০০
অর্জন
৯০০০০
২৮৪২২৩

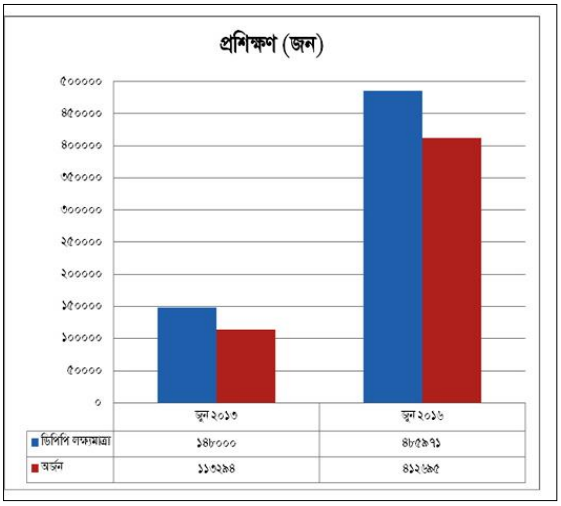
প্রশিক্ষণ (জন)
৫০০০০০
৪৫০০০০
৪০০০০০
৩৫০০০০
৩০০০০০
২৫০০০০
২০০০০০
১৫০০০০
১০০০০০
৫০০০০
০
জুন ২০১৩
জুন ২০১৬
ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা
১৪৮০০০
৪৮৫৯৭১
অর্জন
১১৩২৯৪
৪১২৬৯৫

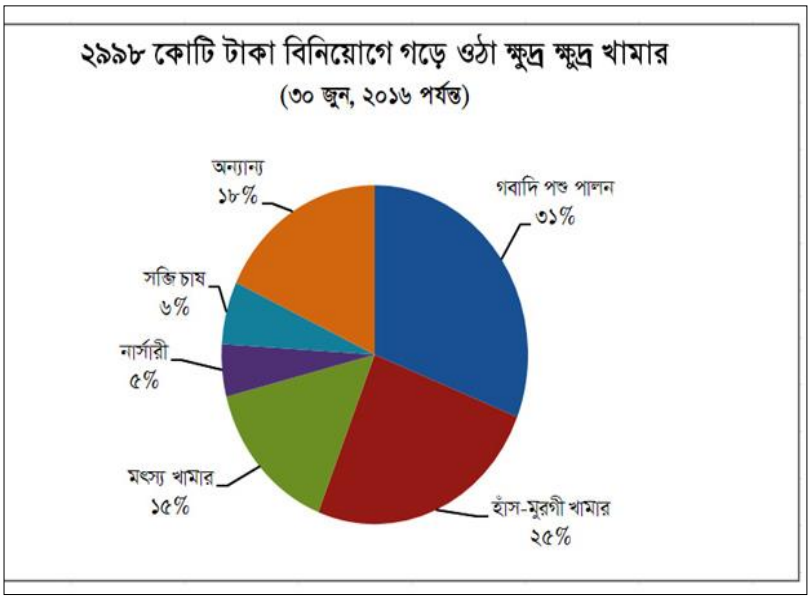
২৯৯৮ কোটি টাকা বিনিয়োগে গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার
(৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত)
অন্যান্য
১৮%
গবাদি পশু পালন
৩১%
সব্জি চাষ
৬%
নার্সারী
৫%
মৎস্য খামার
১৫%
হাঁস-মুরগী খামার
২৫%

প্রকল্পের বিশেষত্বঃ

এ প্রকল্পের চারটি বড় বিশেষত্ব রয়েছে যা অন্যান্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নেই। এটি ক্ষুদ্র ঋণ নয় ক্ষুদ্র সঞ্চয় কার্যক্রম। এখানে গড়ে ওঠা পুঁজিতে দরিদ্র জনগণের মালিকানা আছে যা অন্যকোন ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানে নেই। এ তহবিল স্থায়ী যার মালিক দরিদ্র জনগণ এবং ব্যবস্থাপনা অনলাইনভিত্তিক। অত্যন্ত স্বচ্ছ ও ঝামেলামুক্ত দোরগোঁড়ায় ব্যাংকিং সেবা। এক কথায়, দরিদ্র জনগণ তহবিল গড়ে তোলে, তাঁরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে তহবিল ব্যবহার এবং তারাই এর ব্যবস্থাপনা করে থাকে।

প্রকল্পের আওতায় ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচিঃ

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় দেশের ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন শুরু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলায় ৯৫১ জন ভিক্ষুক পুণর্বাসিত করা হয়েছে। তাদের নিজস্ব সঞ্চয়, সমাজসেবার ভাতা/স্থানীয় তহবিল মিলে মোট সঞ্চয় ২৬,৮২,৪০০ টাকা। একটি বাড়ি একটি খামার হতে বোনাস প্রদান করা হয়েছে ২৬,৮২,৪০০ টাকা এবং ঘূর্ণায়মান তহবিল প্রদান করা হয়েছে ২৮,৯১,২০০ টাকা। নিজেদের সঞ্চয় ও সরকারী তহবিল মিলে তাদের মোট মূলধন দাড়িয়েছে ৮২,৫৬,০০০ টাকা। এ তহবিলের মধ্যে বিনিয়োগ হয়েছে ৩৫,০০,০০০ টাকা যেখানে মোট ৯১১টি আয়বর্ধক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ৭১১টি ছাগল পালন, ১৩৫টি ক্ষুদ্র ব্যবসা ও ৬৫টি গবাদিপশু পালন রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের সহায়তায় ৫০০ ভিক্ষুককে ঘর নির্মান করে দেয়া হচেছ। ভিক্ষুক পুনর্বাসন কাযর্ক্রম সফলতা লাভ করায় অন্যান্য জেলা/উপজেলা প্রশাসন ভিক্ষুক পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহন করেছে। নড়াইল জেলা প্রশাসন প্রকল্পর সহায়তায় এ অর্থ বছরে ৬২৪ জন ভিক্ষুক পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহন করেছে।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের যাত্রা শুরুঃ

প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র জনগণের সঞ্চিত অর্থ সংরক্ষণ ও লেনদেনের জন্য সরকার 'পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক' নামে একটি বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে। মূলতঃ একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের দারিদ্র্য বিমোচন মডেলকে স্থায়ীত্ব প্রদান করার জন্যেই পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ২২ জুন ২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ১০০ শাখার উদ্বোধন করেছেন। বাকি ৩৮৫ শাখার কার্যক্রম শুরু করার অনুমোদন বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পাওয়া গেছে। ১লা জুলাই ২০১৬ থেকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেছে। এটিই পৃথিবীর প্রথম শতভাগ অনলাইন ব্যাংক- যা শুধুমাত্র দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিষ্ঠিত।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

বাংলাদেশে এখনো প্রায় ৫০-৬০ লক্ষ পরিবার দারিদ্র্যসীমার নীচে রয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে জুন-২০১৬ পর্যন্ত ২২ লক্ষ পরিবারের দারিদ্র্যমুক্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় আরও ৩৬ লক্ষ দরিদ্র পরিবার অন্তভূক্ত করে ২০২০ সালের জুন মাসের মধ্যে একই মড়েলে দারিদ্র বিমোচনের পরিকল্পনা গ্রহন পূর্বক প্রকল্পের ৩য় সংশোধনী প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট অবকাঠামো ব্যবহার করে পর্যায়ক্রমে দেশের এক কোটি পরিবারের দারিদ্র্যমুক্তির লক্ষ্যে একটি রোডম্যাপ তৈরী করা হয়েছে। প্রস্তাবিত রোডম্যাপের সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ২০২০ সালের মধ্যে দেশের অধিকাংশ দরিদ্র পরিবারকে প্রকল্পের আওতায় এনে দারিদ্রতা বিমোচনের কার্যক্রম গ্রহন করাগড়া সম্ভব হবে আশা করা যায়।

৩.২.২. ইকনোমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) প্রকল্প

ইকনমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) শীর্ষক প্রকল্পটি ১০১২৬৫.২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন আছে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ সালের মধ্যে প্রকল্প এলাকার ১১ লক্ষ অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচনে অফেরতযোগ্য সম্পদ হস্তান্তর এবং কৃষি ও অ-কৃষি খাতে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ এবং জাতিসংঘের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (MDG) লক্ষ্যসমূহ অর্জনের মাধ্যমে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দেশের চর, হাওর, বাওর, জলাবদ্ধ এলাকা, সমুদ্র উপকূলবর্তী ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকা এবং শুষ্ক মৌসুমে কাজের সংস্থান হয় না এমন অতি দারিদ্রপীড়িত অঞ্চল, পিছিয়ে থাকা পার্বত্য এলাকার দরিদ্র জনগণের জন্য ব্রিটিশ সরকারের

সহায়তায় মোট ১,০১২ কোটি ৬৫ লাখ টাকা ব্যয়ে "ইকনোমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি)" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে। ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ মেয়াদের এ প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালকের তত্ত্বাবধানে ৪১ টি পার্টনার এনজিও ৩০টি জেলায় ১১৫ টি উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

বর্তমানে এ প্রকল্পের আওতায় ৩,০৯,৫০৯ জন সুফলভোগী পরিবার নির্বাচন করা হয়েছে, নির্বাচিত সুফলভোগী পরিবারের মধ্যে ৬,৩৬,৭৮৯ জন নারী ও ৫,৫৪,১৩৮ জন পুরুষ। নির্বাচিত সুফলভোগী পরিবারের মঝে ৮০০০-১৫০০০ টাকা করে সম্পদ হস্তান্তর করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৮৯১১ টি দল গঠন করা হয়েছে এবং ৭৬৩ টি সমাজভিত্তিক সংগঠন (CBO) গঠন করা হয়েছে যার মধ্যে ২৪৯ টির নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৪,৯৪,৪৪৭ জন সুফলভোগী পরিবারকে পুষ্টি সহায়ক সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং ২৪,৭১২ জন সুফলভোগী পরিবারকে ৩,৮২১ একর খাস জমি হস্তান্তর করা হয়েছে।

এছাড়া এডভোকেসী ও রিসার্চ কম্পোনেন্ট এর মাধ্যমে নীতি নির্ধারক, আইন প্রণেতা, সরকারী-বেসরকারী সংস্থা ও সুশীল সমাজকে অতিদরিদ্র-বান্ধব কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ প্রকল্পে গৃহীত কার্যক্রম সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সুফলভোগী পরিবারের কাছে সম্পদ হস্তান্তর ও জীবনমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা। প্রকল্পের আওতায় নারী প্রধান পরিবারের আর্থিক উন্নয়ন, সামাজিক ক্ষমতায়ন, স্বাস্থের উন্নতি, আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এছাড়া, দলগঠনের মাধ্যমে সমন্বিত পুঁজি ব্যবস্থাপনা, বাজার সংযোগ স্থাপন ও সমবায় গঠনের সহায়তা করা। শহর ও গ্রাম অঞ্চলের অতিদরিদ্র মানুষের অবস্থার উন্নয়নে এ প্রকল্প ফলপ্রসূ অবদান রাখছে।"

৩.২.৩. সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-২য় পর্যায়) প্রকল্প

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-২য় পর্যায়) স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একটি অগ্রাধিকার প্রকল্প। প্রকল্পটি ৬৪ টি জেলার ৬৬ টি উপজেলায় সমবায় অধিদপ্তর, বিআরডিবি, বার্ড , আরডিএ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রাম ভিত্তিক একক সমবায় সংগঠনের আওতায় গ্রামের ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী নির্বিশেষে সকল পেশা ও শ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা।

''ঋণ নয় প্রশিক্ষণ" সিভিডিপি'র মূলনীতি। উক্ত প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত (ডিসেম্বর/২০১৫ পর্যন্ত) ৪২৭৫ টি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন ও নিবন্ধন হয়েছে। প্রকল্পটির মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৬৮৩০৪৭ জনে উন্নীত হয়েছে। পুঁজি গঠিত হয়েছে ১৫১ কোটি ০৫ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা, প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ৪৩০০৬৯ জন, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ১৬৪৫১৩ জনের এবং সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে সমবায়ীদেরকে প্রায় ২১০ কোটি ৪৬ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা ঋণ সহায়তা দেয়া হয়েছে। সিভিডিপি ভুক্ত সমিতি গুলো স্থানীয় জাতিগঠন মূলক বিভাগ সমূহ এবং এনজিও সমূহের সাথে সমন্বয় করে দারিদ্র বিমোচনের জন্য কাজ করছে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ

- আরডিএ - ১৬টি উপজেলার ১০২০টি গ্রাম
- বার্ড - ১৬টি উপজেলার ১০২০টি গ্রাম
- বিআরডিবি - ১৭টি উপজেলার ১১১০টি গ্রাম
- সমবায় অধিদপ্তর - ১৭টি উপজেলার ১১২৫টি গ্রাম

বাস্তবায়নকাল

- জুলাই ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩
- জানুয়ারী ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ (১ম সংশোধিত)
- জানুয়ারী ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেখে মেয়াদ বৃদ্ধি)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- গ্রামের সকল শ্রেণী ও পেশার জনগোষ্ঠীকে একক সমবায় সংগঠনের আওতায় এনে তাদের আর্থ-সামাজিক তথা সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন করা।



বার্ড কুমিল্লার সিভিডিপি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মতবিনিময় সভা



সিভিডিপি প্রকল্প পরিচালক জনাব আল নুরী ফয়জুর রেজা মাসিক যৌথ সভায় বক্তব্য রাখছেন

প্রকল্পের উপাদানসমূহ

- প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ
- উন্মুক্ত সদস্য পদ
- প্রশিক্ষিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মী
- পুঁজি সংগ্রহ ও বিনিয়োগ কার্যক্রম
- অর্থনৈতিক ও আত্ন-কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম
- সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম
- স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন
- মাসিক যৌথ সভা

বাস্তবায়ন কৌশল

- গ্রাম ভিত্তিক একক সমবায় সংগঠন তৈরি।
- গ্রামের নারী-পুরুষ ও ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল জনগোষ্ঠীকে সংগঠনভুক্ত করা।
- স্থানীয় সম্পদ চিহ্নিত করে তার পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- গ্রাম সম্পদ বই প্রণয়ন ও তার ব্যবহার করা।
- নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সদস্যদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা তথা প্রযুক্তি হস্তান্তর করা।
- মাসিক যৌথ সভার মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন।



সুফলভোগীদের সেলাইমেশিন প্রদান করছেন অর্থ মন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত



সিভিডিপি কতৃক উপজেলার সমবায়ীদের প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রকল্প পরিচালক জনাব আল নুরী ফয়জুর রেজা

৩.২.৪ চর জীবিকায়ন কর্মসূচি-২য় পর্যায়

চর এলাকা ও বিভিন্ন পশ্চাদপদ এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র বিমোচনে "চর জীবিকায়ন কর্মসুচি (সিএলপি)" শীর্ষক প্রকল্পটি দেশের কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা. বগুড়া এবং সিরাজগঞ্জ জেলার ২৮টি উপজেলার মোট ১৫০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের আওতায় চরাঞ্চলের ৫৫ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের আড়াই লক্ষ হতদরিদ্র মানুষ প্রত্যক্ষ সুবিধা পেয়েছে এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ এর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নের ফলে দ্বিতীয় পর্যায়ে ৯৩১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "চর জীবিকায়ন কর্মসূচি"- ২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২য় পর্যায়ে এ প্রকল্পের আওতায় চর এলাকায় আটটি জেলা টাঙ্গাইল, পাবনা, নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জামালপুর জেলার ৩৩টি উপজেলার ১২৮টি ইউনিয়নের চরাঞ্চলের ৭৮ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার হতদরিদ্র মানুষ প্রত্যক্ষভাবে এবং ১০ লক্ষ মানুষ পরোক্ষভাবে সুবিধা পাবেন ।



বসতভিটা উঁচুকরণ



গ্রামীন সঞ্চয় ঋণদল (ভিএসএলএ)



চরের দুধের বাজার উন্নয়নের মডেল



জীবিকায়ন কর্মসূচি

জুলাই' ২০১০ থেকে ডিসেম্বর' ২০১৬ মেয়াদে "চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি) ২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ত হচ্ছে। প্রকল্পটি আওতায় চর এলাকায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৬১ টি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনায় ৩,৭৮১ টি শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করছে; ২,১৪৩ টি সেটেলাইট ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে ১,৬৮,০৯৯ জন চরবাসীকে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং ৫,০৯৮ টি বসতভিটা উঁচুকরণের লক্ষ্যমাত্রায় ৫০৯৫ বসতভিটা উঁচুকরণের মাধ্যমে উক্ত পরিবারগুলোকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদান; নিরাপদ পানির জন্য ৩,০৩২ টি টিউবয়েল এবং পয়ঃনিস্কাশন এর জন্য ২২,৯০৬ স্যানিটারি ল্যাট্রিন প্রদান করা হয়েছে; ৭৬৭ টি গবাদী গাভীকে কৃত্রিম প্রজনন প্রদান করা হয়েছে। মংগা মৌসুমে খন্ডকালীন কর্মসংস্থানের জন্য ৩,৩৬,৬৫৬ জন/দিবস কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে; ২,৪৮৪ জনকে হাঁসমুরগী পালন প্রশিক্ষণ এবং ২২,০২৪ জন / দিবসকে কম্পোস্ট সার উৎপাদনের প্রশিক্ষণ;

১৩,২৮৪ জন/দিবসকে আঙ্গিনা বাগান তৈরীর প্রশিক্ষণ প্রদান; ১৪,৪৫৭ জনকে গবাদী পশুপালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ পদান করা হয়েছে। কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরনের জন্য প্রকল্প এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ,সচিব এবং সদস্যদেরকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১৭৯ জনকে জরুরী ত্রান অনুদান দেওয়া হয়েছে; ১৩,৩৮৮ টি গ্রামীন সঞ্চয় ঋণদল গঠনের মাধ্যমে ৯৬,৬২৩ জন সুবিধাভোগী উপকৃত হয়েছে। ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯২,৭০৪.৫৪ লক্ষ টাকা ।

৩.৩ ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ ও ব্যয়ের হিসাব

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মোট প্রকল্প ব্যয়	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ			২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট ব্যয়			ব্যয়ের হার
				মোট	জিওবি	প্রঃসাহায্য	মোট	জিওবি	প্রঃসাহায্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.	একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প-২য় সংশোধিত) (জুলাই/২০০৯-জুন/২০১৬)	পউসবি	৩১৬২৯৬.৬৮	৪৮০০১.০০	৪৮০০১.০০	০.০০	৪৭৮৪৩.১৮	৪৭৮৪৩.১৮	০.০০	৯৯.৬৭%
২.	ইকনমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ(ইইপি)(ফেব্রুয়ারি/২০০৮-সেপ্টেম্বর/২০১৬)	পউসবি	১০১২৬৫.২২	৮২৭৬.০০	১০০.০০	৮১৭৬.০০	৭৯৭০.০০	৬৯.০০	৭৯০১.০০	৯৬.৩০%
৩.	চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (২য় পর্যায়)-১ম সংশোধিত (জুলাই/২০১১-ডিসেম্বর/২০১৬)	পউসবি	৯৩১২৮.৩৫	৯৪১০.০০	৪১০.০০	৯০০০.০০	৯৮৩২.৮২	৩৬২.৮২	৯৪৭০.০০	১০৪.৪৯%
৪.	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) ২য় পর্যায় (জুলাই/২০০৯-ডিসেম্বর/২০১৫)	পউসবি	৯৫৯৬.৩৩	১১৫০.০০	১১৫০.০০	০.০০	১১৪৮.১৭	১১৪৮.১৭	০.০০	৯৯.৯৪
৫.	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (বর্তমানে বাপার্ড), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন (সংশোধিত) প্রকল্প (মার্চ/২০১০ হতে জুন/১৮)	বাপার্ড	৩২৬৮৪.৭১	৫০০০.০০	৫০০০.০০	০.০০	৪৯৯৬.৩১	৪৯৯৬.৩১	০.০০	৯৯.৯৩%
৬.	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	বিআরডিবি	১৩১৩৯.৮২	৩১০০.০০	৩১০০.০০	০.০০	৩০৯৮.৭৫	৩০৯৮.৭৫	০.০০	৯৯.৯৬%
৭.	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি(২য় পর্যায়)(১ম সংশোধিত) (জুলাই,২০১১ হতে জুন,২০১৬)	বিআরডিবি	৬০৯৩.৬১	১৪৪৪.০০	১৪৪৪.০০	০.০০	১৪৩২.১৭	১৪৩২.১৭	০.০০	৯৯.১৮
৮.	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (জুলাই, ২০১২-জুন, ২০১৭)	বিআরডিবি	৩৩১৪২.০৭	৩৭০০.০০	৩৭০০.০০	০.০০	৩৬৯৬.০০	৩৬৯৬.০০	০.০০	৯৯.৮৯%

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মোট প্রকল্প ব্যয়	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ			২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট ব্যয়			ব্যয়ের হার
				মোট	জিওবি	প্রঃসাহায্য	মোট	জিওবি	প্রঃসাহায্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৯.	সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (জানু/২০১৩ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	বিআরডিবি	১৯০৫.৭৪	৫৫৪.০০	৫৫৪.০০	০.০০	৫১৫.০০	৫১৫.০০	০.০০	৯২.৯৬%
১০.	ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এওয়ারনেস এন্ড লাইভলীহুড প্রজেক্ট (জুলাই, ২০১২-জুন, ২০১৬)	বিআরডিবি	২০৪৩.৭৫	৪০০.০০	৪০০.০০	০.০০	৩৯৯.৯২	৩৯৯.৯২	০.০০	৯৯.৯৮%
১১.	উত্তরাঞ্চলের অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (২য় পর্যায়) (এপ্রিল/২০১৪ হতে মার্চ/২০১৯)	বিআরডিবি	৯৪৮৭.৫৯	১৩০০.০০	১৩০০.০০	০.০০	১২৯৯.৭৬	১২৯৯.৭৬	০.০০	৯৯.৯৮%
১২.	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় (পিআরডিপি-৩) (জুলাই, ২০১৫-জুন,২০২০)	বিআরডিবি	২৩১৬৭.১৫	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	১৯৯.০০	১৯৯.০০	০.০০	৯৯.৫০%
১৩.	দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরনের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/২০১২- জুন/২০১৭)	সমবায়	৪২৪৭.২২	১০৩০.০০	১০৩০.০০	০.০০	৯৭৮.৩১	৯৭৮.৩১	০.০০	৯৪.৯৮%
১৪.	সোলার প্যানেল স্থাপনসহ সমবায় ভবনের অসমাপ্ত অংশের ভৌত নির্মাণ প্রকল্প (ডিসেম্বর/২০১৩-ডিসেম্বর/২০১৬)	সমবায়	৩৩২৫.৬১	১৮০০.০০	১৮০০.০০	০.০০	১৭৯৯.৫৫	১৭৯৯.৫৫	০.০০	৯৯.৯৮%
১৫.	গবাদী পশুপালন এবং বায়োগ্যাস বোতলজাতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (সংশোধিত)(জুলাই/২০০৯-ডিসেম্বর/২০১৫)	আরডিএ	৫১৫৫.৭৪	২৮১.০০	২৮১.০০	০.০০	২৮১.৭৪	২৮১.৭৪	০.০০	১০০.২৬%
১৬.	আরডিএ খামার ও ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ আধুনিকায়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৪-ডিসেম্বর/২০১৬)	আরডিএ	৩৪২০.৯০	৮০৩.০০	৮০৩.০০	০.০০	৮০২.৮৬	৮০২.৮৬	০.০০	৯৯.৯৮%

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মোট প্রকল্প ব্যয়	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ			২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট ব্যয়			ব্যয়ের হার
				মোট	জিওবি	প্রঃসাহায্য	মোট	জিওবি	প্রঃসাহায্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১৭.	যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরাঞ্চলের মার্কেট চ্যানেল উন্নয়ন (M4C) প্রকল্প (মে/২০১৩-নভেম্বর/১৬)	আরডিএ	৬১৫৯.৮৫	১৭০০.০০	১৫২.০০	১৫৪৮.০০	১৬৪৯.০০	১৫২.০০	১৪৯৭.০০	৯৭.০০%
১৮.	গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট পল্লী জনপদ নির্মাণ(জুলাই/২০১৪ জুন/২০১৭)	আরডিএ	৪২৪৩৩.৭৮	৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০	০.০০	৩৭৩৭.৯২	৩৭৩৭.৯২	০.০০	৯৯.৬৮%
১৯.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী(আরডিএ) রংপুর স্থাপন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৪ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৮)	আরডিএ	১১১৩২.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	০.০০	১০৮৩.৩০	১০৮৩.৩০	০.০০	৭৭.৩৮%
২০.	পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধানের ফলন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৯)	আরডিএ	৩৯০২.০০	৯৬১.০০	৯৬১.০০	০.০০	৯০২.০০	৯০২.০০	০.০০	৯৩.৮৬%
২১.	দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মহিষের কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (জুলাই/২০১৩-ডিসেম্বর/২০১৬)	মিল্কভিটা	১৭৮৯.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	০.০০	৫৯৭.৯০	৫৯৭.৯০	০.০০	৯৯.৬৫%
২২.	সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ীঘাটে গুঁড়ো দুগ্ধ কারখানা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	মিল্কভিটা	৭৪৮০.০০	১৮০.০০	১৮০.০০	০.০০	৭২.৫৯	৭২.৫৯	০.০০	৪০.৩৩%
২৩.	দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (জুলাই/১২-জুন/২০১৬)	পিডিবিএফ	২৮৮৩০.৫৯	৫৮০০.০০	৫৮০০.০০	০.০০	৫৮০০.০০	৫৮০০.০০	০.০০	১০০%
২৪.	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর আইসিটি কার্যক্রম ও ই-সেবা শক্তিশালীকরণ (মার্চ/২০১৪-	পিডিবিএফ	১৮৮০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	৯৮০.০০	৯৮০.০০	০.০০	৯৮%

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মোট প্রকল্প ব্যয়	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ			২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট ব্যয়			ব্যয়ের হার
				মোট	জিওবি	প্রঃসাহায্য	মোট	জিওবি	প্রঃসাহায্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	মার্চ/২০১৭)									
২৫.	দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই/২০১৩-ডিসেম্বর/২০১৬)	এসএফডিএফ	৫৯১৩.০০	১৮০০.০০	১৮০০.০০	০.০০	১৭৯৭.৪৩	১৭৯৭.৪৩	০.০০	৯৯.৮৬%
২৬.	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জানু,১৬- ডিসেম্বর,১৮)	এসএফডিএফ	৬৪০৯.৫৪	৬০০.০০	৬০০.০০	০.০০	৪৬৭.৩৭	৪৬৭.৩৭	০.০০	৭৭.৯০%
	মোট			১০৪২.৪০.০০	৮৫৫১৬.০০	১৮৭২৪.০০	১০৩৩,৮১.০৫	৮৪৫১৩.০৫	১৮৮৬৮.০০	৯৯.১৮%

৪

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রধান পাঁচটি সংস্থা রয়েছে, এগুলো হলো- সমবায় অধিদপ্তর; বাংলাদেশ উন্নয়ন পল্লী একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি); পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া এবং বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ। আরও রয়েছে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন ও ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন। এছাড়াও কিছু আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে, এগুলো হলো-বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইন্স্টিটিউট, খাদিমনগর, সিলেট; নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নোয়াখালী; টাংগাইল পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টাংগাইল; বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী, কুমিল্লা; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, মুক্তাগাছা; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, মৌলভীবাজার; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, ফেনী; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, রংপুর; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, খুলনা; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, ফরিদপুর; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, বরিশাল; আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, নওঁগা এবং আঞ্চলিক সমবায় ইন্স্টিটিউট, কুষ্টিয়া রয়েছে যারা পল্লী উন্নয়ন কর্মকান্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত।

৪.১. সমবায় অধিদপ্তর

সমবায় অধিদপ্তর এর আওতায় নিবন্ধিত সমবায় সমিতিসমূহ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি অর্জনে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রশংসনীয় ভুমিকা রেখে চলেছে। নিবন্ধিত মোট সমবায় সমিতি ১,৭৮,৯৫৬ টি। এ সকল সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,০১,০৫,৯৮৫ জন এবং মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৮৯৫০ কোটি টাকা। এ বিপুল সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলো দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। উন্নয়ন কৌশলের অংশ হিসেবে অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও ১০ টি আঞ্চলিক সমবায় ইনষ্টিটিউট এর মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সমবায়ীদের বিভিন্ন বিষয়ের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আইন ও বিধির আওতায় নতুন সমবায় সমিতি সংগঠন, নিবন্ধিত সমবায় সমিতিসমুহের পরিচর্যা, সমবায় সমিতির হিসাব নিরীক্ষণ, সমবায় সমিতির নির্বাচন, বিবাদ নিষ্পত্তি ইত্যাদি।

উল্লিখিত কার্যক্রম ছাড়াও সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করে থাকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ন প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অংগ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সমবায় অধিদপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এ ছাড়া স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নেও সমবায় অধিদপ্তর সহযোগী সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম (জুলাই'১৫ হতে জুন'১৬ পর্যন্ত):

১। নতুন সমিতি সংগঠনঃ সমবায় অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব বিভিন্ন পেশার জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে নতুন নতুন সমবায় সমিতি সংগঠন । ২০১৫-১৬ সালে সমবায় অধিদপ্তরে ৩৬১৮ টি নুতন প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং ৫০ টি নুতন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি নিবন্ধন দেয়া হয়েছে।

২। সমিতির নিবন্ধন বাতিলঃ কিছু কিছু সমবায় সমিতি নিবন্ধনের পর এক পর্যায়ে নিষ্ক্রিয় বা অকার্যকর হয়ে যায়। তখন অবসায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অথবা সরাসরি এ সকল সমিতির নিবন্ধন বাতিল করা হয়। ২০১৫-১৬ সালে মোট ৭০৪৩ টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং ১৩ টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে। নতুন সমিতি নিবন্ধন ও অকার্যকর সমিতির নিবন্ধন বাতিলের পর ২০১৫-১৬ বছর শেষে সর্বমোট সমবায় সমিতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৭৮,৯৫৬ টি যার মধ্যে ১১,৭৭,৭৩৮ টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি, ১১৯৬ টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও ২২ টি জাতীয় সমবায় সমিতি।

৩। সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যাঃ ২০১৫-১৬ সালে নতুন সমিতি নিবন্ধন ও পুরনো সমিতিতে নতুন সদস্য ভর্তির মাধ্যমে সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৩,৯৫,৩৪৪ জন। অপরদিকে নিবন্ধন বাতিলের ফলে সদস্য

সংখ্যা হ্রাস পায় ৫,৭৭,৩৫৮ জন। ২০১৪-১৫ সালে সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল ১৮৬৩,২৫,০৩, জন এবং ২০১৫-১৬ সালে বছরের শেষে সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা হয়েছে ১,০১,০৫,৯৮৫ জন।

৪। সমবায় সমিতির অডিটঃ সমবায় অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজ হল নিবন্ধিত সমবায় সমিতির হিসাব অডিট করা। এ অডিট কার্যক্রমের মাধ্যমে সমবায় সমিতির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। ২০১৫-১৬ সালে মোট ১,১৫,২৫৮ টি সমবায় সমিতির কার্যক্রম অডিট করা হয়েছে। যার মধ্যে ১,১৪,০৯৬ টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং১১৪৭ টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ।

৫। প্রশিক্ষণঃ সমবায় সমিতির সদস্য ও সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সমবায় অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে একটি জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও ১০ টি আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট কাজ করে যাচ্ছে।

ক) বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সময় উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট ৪০ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন দেশে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

খ) বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউটঃ বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও ১০ টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউটে রিফ্রেসার্স কোর্স, নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কোর্স, সমবায় ব্যবস্থাপনা কোর্স, পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যদের এবং নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটসমূহের প্রশিক্ষণ অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটসমূহের কার্যক্রমের অগ্রগতি

বছর	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি		অগ্রগতির হার (প্রশিক্ষণার্থী)
	কোর্স	প্রশিক্ষণার্থী	কোর্স	প্রশিক্ষণার্থী	
২০১৫-১৬	৩১০	৭৭২০	৫৫৩	১৪৩৫৯	১৮৫%

গ) ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণঃ সমবায় ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিট জেলা পর্যায়ে নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কারিকুলাম অনুসারে সমিতি পর্যায়ে সমবায়ীগণকে সমিতি পরিচালনা, হাঁস মুরগী ও গবাদী পশু পালন এবং জাতীয় কর্মসূচি যেমন বৃক্ষরোপন, স্যানিটেশন, যৌতুক বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপঃ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের অগ্রগতি-

বছর	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		অগ্রগতির হার
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
২০১৫-১৬	৫৩,৩০০	৫৫,১৮৭	১০৩%

৬। অডিট ফি ও নিবন্ধন ফি আদায়ঃ সমবায় অধিদপ্তর সরকারি রাজস্ব আয়ে ভূমিকা পালন করে আসছে। সমবায় সমিতি নিবন্ধনের সময় নিবন্ধন ফি আদায় করা হয়। অপরদিকে সমিতির অডিট করার পর সমিতি হতে নির্দিষ্ট হারে অডিট ফি আদায় করা হয়ে থাকে। ২০১৫-১৬ সালে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধন ফি হিসাবে ১৬.৩৯ লক্ষ টাকা ও অডিট ফি হিসাবে ৩৪৬ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ৩৬২.৩৯ লক্ষ টাকা রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।

৭। ঋণ কার্যক্রম পরিচালনাঃ আশ্রয়ণ প্রকল্পের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম সমবায় অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুনর্বাসিত পরিবার সমূহের সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে পুনর্বাসিত জনগোষ্ঠিকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য এদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ

বিতরণ করা হয়। ২০১৫-১৬ বছর পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত) আশ্রয়ণ প্রকল্পে সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রায় ৮৭.২৩ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রায় ৫৭.৩১ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

৮। সমবায় সমিতি বিধিমালাঃ আইন, ২০১৩ এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিদ্যামান সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর সংশোধন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। বিগত ০৭/০৫/২০১৩ তারিখে প্রণীত সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০১৩ এর চূড়ান্ত খসড়া সমবায় অধিদপ্তর হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পরীক্ষান্তে এবং সমবায়ীদের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বিদ্যমান সমবায় বিধিমালা, ২০০৪ সংশোধনের নতুন প্রস্তাব এবং সুপারিশ গত ০৭/১০/২০১৩ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ে পুনরায় প্রেরণ করা হয়েছে। খসড়া বিধিমালা বর্তমানে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্যায়ে রয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের কার্যক্রমের চিত্র

ই-কমার্স

টেকসই সমিতি গঠনে সমবায় পণ্য বাজারজাতকরণ একটি বড় সমস্যা। সমবায় পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে সমবায় সমিতিগুলোকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য সমবায় অধিদপ্তর বাস্তবমুখী কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করার জন্য পণ্য বিক্রয়ের লক্ষ্যে বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন, ই-কমার্সের মাধ্যমে দেশে বিদেশে পণ্য বাজারজাতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।



স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন 'কৃষ্টি কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ'-এর ওয়েবসাইট উদ্বোধন করছেন। এ সময় সাথে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. মফিউর রহমান রাঙ্গা এমপি।

সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপ

'সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন' শীর্ষক সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপের মাধ্যমে উৎপাদনমুখি সমবায় সমিতির সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ এবং নির্দেশনা প্রদান করেন।



সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন শীর্ষক সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সম্মানিত মুখ্য সচিব জনাব মো. আবুল কালাম আজাদ।



ই-কমার্সের আওতায় পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যে নীলকামারি সদর উপজেলার 'সৃষ্টি মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ'-এর একটি ওয়েবসাইট এবং একটি সমবায় বাজার সম্মানিত মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম উদ্বোধন করেন।



সমবায় অধিদপ্তরের খুলনা জেলার একমাত্র রপ্তানীমুখী পোষাক কারখানা উদ্বোধন করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. প্রশান্ত কুমার রায়।



ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১৬-তে সমবায় পণ্য বিপণন।



সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম।



ই-কমার্সের মাধ্যমে বিদেশে সমবায় পণ্য বিপণন।

প্রকল্পসমূহের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের গৃহীত কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন

১. দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল এবং খুলনা জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ ও আর্থ সামাজিকউন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭):

''দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি ৪২৪৭.২২ লক্ষ টাকা (বিয়াল্লিশ কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ বাইশ হাজার) টাকা

ব্যয়ে জুলাই, ২০১২ খ্রিঃ হতে জুন, ২০১৭ ইং মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। গ্রামীণ মহিলা ও বেকার যুবকদের জন্য লাভজনক আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি ও গাভি/মহিষের জাত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ৬২৭ জন সুবিধাভোগীকে সম্পদ সহায়তা ও ৫০০ জনকে কার্যকরী মূলধন বাবদ মোট ৬৭৭.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। গোপালগঞ্জের টগীপাড়া ও সদর উপজেলা, পিরোজপুরের সদর ও নাজিরপুর উপজেলা, খুলনার ডুমুরিয়া ও পাইকগাছা উপজেলা, সাতক্ষীরার তালা উপজেলা, মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলা, রাজবাড়ীর পাংশা উপজেলা, বরিশালের বাবুগঞ্জ ও আগৈলঝাড়া উপজেলা, ফরিদপুরের আলফাডাংগা ও বোয়ালমারী উপজেলায় প্রথম পর্যায়ে ঋণ প্রাপ্ত সুবিধাভোগীগণ কর্তৃক ক্রয়কৃত গাভি হতে দুগ্ধ উৎপাদন শুরু হয়েছে। এ সকল সমিতিতে দৈনিক উৎপাদিত দুগ্ধের পরিমাণ প্রায় ১১,০০০ লিটার। উৎপাদিত দুগ্ধ মিল্ক ভিটার টুগীপাড়া, টেকেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরার চিলিং প্লান্টে এবং উৎপাদিত দুগ্ধের কিয়দংশ স্থানীয় পর্যায়ে বিক্রয় করা হচ্ছে।

দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে গতানুগতিক ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থার বাহিরে এ প্রকল্প একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। এর মাধ্যমে একজন গরীব মানুষকে স্থায়ীভাবে দারিদ্র মুক্ত করার লক্ষ্যে তার দক্ষতা বৃদ্ধি, সহজশর্তে প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ, উৎপাদিত পন্যের বাজার সুবিধা সৃষ্টি ইত্যাদি সকল বিষয় প্রকল্পের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। যার ধারাবাহিতায় প্রত্যেক সুবিধাভোগীকে মাত্র ২% সার্ভিস চার্জে ২টি উন্নত জাতের বকনা ক্রয়ের জন্য ৫০,০০০.০০ X ২ = ১০০,০০০/- টাকার সম্পদ সহায়তা প্রদান করা হয়। বকনাগুলো দুধ আসার পূর্ব পর্যন্ত খাদ্য ব্যয় বাবদ আরো ১০,০০০/- টাকার কার্যকরী মূলধন হিসেবে প্রদান করা হয়। ঋণ পরিশোধের জন্য সুবিধাভাগীগণ ১২ মাস অব্যাহতি কাল পেয়ে থাকেন। এ প্রকল্পের প্রভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ইতোমধ্যে উন্নত জাতের গাভী পালনের একটি প্রশংসনীয় সংস্কৃতি চালু হয়েছে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দ্রারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।



দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর , সামাজিক-খুলনা জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ ও আর্থ বরিশাল এবংউন্নয়ন প্রকল্পের একজন সুবিধাভোগী



দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর-বরিশাল এবং খুলনা জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ ও আর্থ , সামাজিকউন্নয়ন প্রকল্পের একজন সুবিধাভোগীর গড়ে তোলা খামার

২. ‘‘সোলার প্যানেল স্থাপনসহ সমবায় ভবনের অসমাপ্ত অংশের ভৌত নির্মাণ’’ প্রকল্প (জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬)

ক) ভৌত অগ্রগতিঃ

ভৌত ও পূর্ত	ডিপিপি অনুযায়ী	জুন/২০১৬ খ্রি. পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি
ভৌত ও পূর্ত	৭৫১৯ বর্গ মিটার ও আভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক কাজ	সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “সোলার প্যানেল স্থাপনসহ সমবায় ভবনের অসমাপ্ত অংশের ভৌত নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি ৩৩২৫.৬১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত বরাদ্দে জুন,২০১৪ খ্রি. হতে ডিসেম্বর,২০১৬ খ্রি, মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। অনুমোদিত ডিপিপি’তে ১৬ তলা ভিত বিশিষ্ট নির্মিতব্য সমবায় ভবনের ৭ম, ৮ম , ৯ম ও ১০ম তলার পূর্তকাজ সমাপ্ত হওয়ার

		পথে। ৭ম ও ৮ম তলায় দ্বিতল উচ্চতা সম্পন্ন ১৫০ আসন বিশিষ্ট কনফারেন্স হল এবং ৯ম ও ১০ম তলায় দ্বিতল উচ্চতা সম্পন্ন ৭৫০ আসন বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস হলসহ নিমিতব্য ফ্লোর সমূহের অভ্যন্তরীণ ইট গাথুনি, বৈদ্যুতিক কাজ, টাইলস্ ফিটিং ও দরজা জানালা ফিটিংসহ ফিনিশিং কাজ শেষের দিকে। তবে ৭৫০ আসন বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস হলের একুইস্টিক কাজের নকশা স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়েছে কিন্তু এখনো একুইস্টিক কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত (সিভিল) প্রদত্ত জুন /১৬ খ্রি মাসের ভৌত অগ্রগতির প্রতিদেন এর তথ্য অনুযায়ী ভৌত নির্মাণের ৮৭% ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

খ) আর্থিক অগ্রগতিঃ **(লক্ষ টাকায়)**

কোড নং	আইটেম	ডিপিপিতে বরাদ্দ	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় জুন /১৬	শতকরা হার মোট বরাদ্দের	মন্তব্য
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	১৬.৭৫	৯.৫৮		
মোট রাজস্ব ব্যয়		**১৬.৭৫**	**৯.৫৮**		
৬৮০০	ক্রয় ও সংগ্রহ	৯৬১.০০	৪৭৫.০০		
৭০০০	নির্মাণ ও পূর্ত	২৩৪৭.৮৬	১৭৩৩.০০		
মোট মূলধন		**৩৩২৫.৬১**	**২২০৮.০০**		
সর্ব মোট মূলধন + রাজস্ব		**৩৩২৫.৬১**	**২২১৭.৫৮**	**৬৬.৬৮%**	

প্রশাসনিক উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য:

সমবায় অধিদপ্তরে বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগ : ২০১৪-২০১৫ সময়ে সমবায় অধিদপ্তরে ১ম শ্রেণীতে ২ জন'কে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। নিয়োগের ফলে মাঠ পর্যায়ে সমবায় বিভাগীয় কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পদোন্নতি: ২০১৫-২০১৬ সময়ে সমবায় অধিদপ্তরে১ম শ্রেণীতে-১৭ জন, দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৪২ জনকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। পদোন্নতির ফলে মাঠ পর্যায়ে সমবায় বিভাগীয় কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমবায় অধিদপ্তরের অন্যান্য সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের তথ্যঃ

১। কো-অপারেটিভ মার্কেটিং প্রমোশন সেল

(ক) কো-অপারেটিভ মার্কেটিং প্রমোশন সেল ২০১১ সাল হতে কার্যক্রম শুরু করে ৩০ জুন ২০১৬ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ০৭ (সাত) টি বিভাগে যথাক্রমে সর্বমোট ৩৬৭টি সমবায় বাজার চালু হয়েছে তন্মধ্যে ঢাকা বিভাগে ২০৬ (দুইশত ছয়) টি, রাজশাহী বিভাগে ২৩ (তেইশ) টি, খুলনা বিভাগে ২৯ (উনত্রিশ) টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ৫৯ (উনষাট) টি, সিলেট বিভাগে ২৪ (চবিবশ) টি, বরিশাল বিভাগে ১৩ (তের) টি, রংপুর বিভাগে ১৩ (তের) টি সমবায় বাজার চালু রয়েছে।

(খ) সমবায় বাজার পরিচালনা নীতিমালা ২০১৩ গত ০১-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নীতিমালার কপিটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

(গ) সমবায় বাজার কনসোর্টিয়াম লিঃ এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩৫৩টি প্রাথমিক সমিতি। তার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৪৪ (একশত চুয়াল্লিশ)টি, রাজশাহী বিভাগে ৩৫ (পয়ত্রিশ) টি, খুলনা বিভাগে ৩৩ (তেত্রিশ) টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ৫৬ (ছাপ্পান্ন) টি, সিলেট বিভাগে ৪৩ (তেতাল্লিশ) টি, বরিশাল বিভাগে ৩০ (ত্রিশ) টি, রংপুর বিভাগে ১২ (বার) টি সমবায় সমিতি।

(ঘ) জনগণের চাহিদা মোতাবেক সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ১টি বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ দপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও দর্শণার্থীদের ব্যাপক উপস্থিতির ফলে বিক্রয় কেন্দ্রের ব্যবসায়িক কার্যক্রম আশানুরূপভাবে চলমান রয়েছে। এর পাশাপাশি প্রতিবছর ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় সমবায় অধিদপ্তরের ব্যানারে সমবায় পণ্যের ১টি মিনি প্যাভেলিয়ন বরাদ্দ নেয়া হয়।

২। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)

দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ভূ-সম্পদ ও জলাশয়ের ব্যবহার এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য চাহিদা পূরণ, গ্রামীন মানুষের কর্মসংস্থান ও উপার্জন বৃদ্ধি তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এডিবি, ইফাদ ও নেদারল্যান্ড সরকারের সহায়তায় এলজিইডি কর্তৃক ''ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প'' বাস্তবায়ন চলছে। উক্ত প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং টেকসই ভিত্তির (Sustainability) জন্য প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীদের সমন্বয়ে গঠিত হচ্ছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)। এ লক্ষ্যে উভয় দপ্তরের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে সমবায় অধিদপ্তর এবং LGED অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সারাদেশে নিবন্ধিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি সংখ্যা ১টি ।

এ প্রকল্পের আওতায় নিবন্ধিত সমবায় সমিতির অবকাঠামো নির্মাণসহ কারিগরী সহায়তা ও রক্ষনাবেক্ষন এলজিইডি কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং পাবসসের বিধিবদ্ধ ও উন্নয়নমূলক কাজসমূহ যেমন-নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, বাৎসরিক অডিট সম্পাদন, নির্বাচন, পরিবীক্ষণ ও তদারকী, অভিযোগ নিস্পত্তি প্রভৃতি কার্যক্রম সমবায় অধিদপ্তরের পরিচালনা করে থাকে।

পাবসস- এ সমবায় অধিদপ্তরের ভূমিকা

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের একটি উপ-প্রকল্প তথা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) একদিকে প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষকদের শস্যের নিবিড়তা বাড়িয়ে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করে অপরদিকে তাদের আর্থ-সামাজিক স্বচ্ছলতার জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন ও সেবামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কার্যক্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ

১। উৎপাদন সহায়ক ক্ষুদ্র অবকাঠামো যেমন- মাছ চাষের জন্য পুকুর/ছোট খাল পুন: খনন।
২। হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু লালন পালন ইত্যাদি।
৩। পাওয়ার টিলার, কৃষি উৎপাদনে সহায়ক এবং কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ওউপকরণ ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান।
৪। নির্দিষ্ট এলাকায় বিশেষ করে খালের পাড়ে এবং বাঁধের পাশে বৃক্ষরোপন।
৫। স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সেলাই কাজে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দরিদ্র, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদেরমাঝে বিনামূল্যেসেলাই মেশিন বিতরণ।
৬। সাধারণ সদস্যদের মধ্যে ঋন কার্যক্রম পরিচালনা।

পাবসস এ সমবায় অধিদপ্তরের অন্যান্য কার্যক্রমঃ

১। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কিত মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার প্রেরিত কার্যবিবরণীর ভিত্তিতে জেলা সমবায় অফিসারদের নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।

২। অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি ও সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত দ্বি-পাক্ষিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তসমূহ ও এডিবি ইফাদ জয়েন্ট লোন রিভিউ মিশনের সাথে মতবিনিময়কালে প্রাপ্ত বিভিন্ন পরামর্শ বাস্তবানের জন্য মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে ।

৩। মাঠ পর্যায় থেকে নির্ধারিত ছকে সমিতিওয়ারী সংগৃহিত তথ্য সফটওয়ারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও মনিটরিং এর মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে সমস্যা সমাধানের নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।

৪। এলজিইডির সাথে যৌথ সভা করতঃ অচল অবকাঠামোসমূহ কার্যকর করা না গেলে অকার্যকর সমিতিসমূহের বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫। উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকিত জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে ৯৬ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।

৪.১.১ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড

ভূমিকাঃ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) ও সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ অনুযায়ী পরিচালিত। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন সমবায় অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রনাধীন বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ সমবায়ীদের জন্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। অধিকন্তু ক্লিয়ারিং হাউজের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে এ ব্যাংক সীমিত আকারে ব্যাংকিং কার্যক্রম করে থাকে। বর্তমানে ব্যাংকের সদস্য সমিতির সংখ্যা ৪৭৬ টি। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর কোন শাখা নেই। ব্যাংকের সদস্য ভুক্ত ৭২টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ, ৫০টি সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লিঃ, ১৬টি উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ, ১২টি কেন্দ্রীয় আখ চাষী সমবায় সমিতি লিঃ এবং ১টি কেন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর মাধ্যমে সারাদেশে সমবায়ী কৃষকদের কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়।

কৃষি ঋণের সুদ মওকুফজনিত কারণে সরকার হতে প্রাপ্ত ভর্তুকির টাকা বিতরণ

সরকার কর্তৃক ঘোষিত সমবায়ী কৃষকদের গৃহীত ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যমত্ম কৃষি ঋণের ওপর ধার্যকৃত সুদ ও দন্ডসুদ (মুনাফা ও দন্ডমুনাফা) মওকুফের টাকা পুর্ণভরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর অনুকূলে অর্থ-মন্ত্রাণলয়ের অর্থ বিভাগ থেকে ৯৮,৭১,২৬,০০০ (আটানববই কোটি একাত্তর লক্ষ ছাবিবশ হাজার) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। উক্ত ভর্তুকির টাকা ২০১১-২০১২ সাল হতে ২০১৫-২০১৬ সাল পর্যন্ত ৫(পাঁচ) কিস্তিতে প্রাপ্ত হয়ে ক্ষতিগ্রস্থ সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১৫-২০১৬ সালে ভর্তুকির সর্বশেষ কিস্তি বাবদ ৬৪.৭৮ লক্ষ টাকা পেয়েছে।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমবায়ীদের হাতে ভর্তুকির চেক বিতরণ করছেন

বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ

নারায়গঞ্জ জেলার বঙ্গবন্ধু সড়কে (শহরের প্রাণকেন্দ্রে) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর ১৬ কাঠা জমির ওপর ৯(নয়) তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে। গত ০৪-০৪-২০১৫ তারিখে ভবনটির নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করা হয়। আশা করা যাচ্ছে ভবনের নির্মান কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যাবে। ভবনটি নির্মিত হলে ব্যাংক আর্থিকভাবে অনেক লাভবান হবে এবং ব্যাংকের আর্থিক ভিত অনেক সুদৃঢ় হবে এবং ১০৭টি দোকান ঘর নির্মিত হলে ৩২১ জন লোকের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ ছাড়া ভিক্টোরিয়া পার্ক সংলগ্ন বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর ০৫(পাঁচ) কাঠা জমি অবৈধ দখলদারের হাত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। উক্ত জমিতে ডেভলপারের মাধ্যমে বহুতল ভবণ নির্মাণের জন্য বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটি সমবায় মন্ত্রণালয় ও নিবন্ধক সমবায় অধিদপ্তরের অনুমোদন গ্রহণ করেছে।



নারায়নগঞ্জস্থ ব্যাংকের জায়গায় বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ,এমপি

ব্যাংকের ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ঢাকা মহানগরের গুলিস্তান এলাকায় অবস্থিত কাজী বশির মিলনায়তনে ব্যাংকের ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক সাধারণ সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ, এমপি প্রধান অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যাংকের উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংকের কার্যক্রমের পরিধি সম্প্রসারণ করার জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত সভায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত রাজস্ব আয়- ৪৩৪৪.১০ লক্ষ, ব্যয়- ২২৭২.১৭ লক্ষ ও ২০৩০২.৯৩ লক্ষ টাকার মূলধনী ও বিনিয়োগ বাজেট অনুমোদন করা হয়।



৩৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় এর
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ,এমপি

প্রকল্প ঋণ

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ বর্তমান সরকারের যুগপোযোগী চিন্তা চেতনায় উদ্ভুদ্ধ হয়ে টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডে সদস্যসমিতি ও সদস্যসমিতি বহির্ভূত বিভিন্ন সমবায় সমিতির সদস্যদের প্রকল্প ঋণ দাদন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করে। সমবায় অধিদপ্তরের সাথে সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে জেলা প্রকল্প ঋণ যাচাই/বাছাই কমিটির অগ্রায়নের ভিত্তিতে প্রকল্প ঋণ দাদন কার্যক্রমে সমবায় অধিদপ্তরের সহযোগিতায় সরাসরি সমিতির ব্যক্তি সদস্য পর্যায়ে বিভিন্ন উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডে (যেমনঃ ক্ষুদ্র ব্যবসা, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, গাভি পালন, শাক সবজী চাষ, তরমুজ চাষ, আনারস চাষ, চা উৎপাদন, কৃষিজাতদ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সোলার ও আইটি প্রকল্প ইত্যাদি) অত্যন্ত সহজ শর্তে প্রকল্প ঋণ দাদন করা হচ্ছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৪৮টি সমবায় সমিতিতে ৮ কোটি ২৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ১৯৭০ জন সদস্যের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।



আশার আলো বহুমুখী মহিলা সমবায় সমিতির সভানেত্রীর হাতে প্রকল্প ঋণের চেক বিতরণ করছেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ

কনজুমার্স ঋণ

ব্যাংকের আয় বৃদ্ধি ও স্বল্প আয়ের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারী চাকুরিজীবি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গৃহ সামগ্রী ক্রয়ের জন্য কনজুমার্স ঋণ চালু করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১৬৩৭ জন চাকুরিজীবি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গৃহ সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ২৯ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা কনজুমার্স ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আদায়ের হার ৯৫.৯২%।

কৃষি ঋণ

ব্যাংক নিজস্ব মূলধন হতে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও কেন্দ্রীয় আখ চাষী সমবায় সমিতির মাধ্যমে সারাদেশে সমবায়ী কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী (ক)স্বল্প মেয়াদী (১ বছর মেয়াদী) আউষ, আমন, বোরো, শস্য, শীত/গ্রীষ্মকালীন শাক-সবজী উৎপাদন (খ) মধ্যম মেয়াদী (২ বছর মেয়াদী) সেচ/কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, গরচ মোটাতাজাকরণ, গাভীপালন/দুগ্ধখামার, হাঁস/মুরগিপালন, ছাগল/ভেড়াপালন, মৎস্য চাষ (খামার পদ্ধতিতে), ইত্যাদি ও (গ) দীর্ঘ মেয়াদী (৫ পাঁচ বছর মেয়াদী) কৃষিভূমি উন্নয়ন, ট্রাক্টরসহ বিভিন্ন ধরনের কৃষি উপকরণ ক্রয়ের জন্য বার্ষিক ১০% সরল মুনাফায় কৃষি ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে স্বল্প মেয়াদী ৩ কোটি ৬০ লক্ষ ও মধ্যম মেয়াদী ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, মোট ৬ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ৭ কোটি ৪ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা আদায় করা হয়। উল্লেখ্য যে, গত ০৪-০৬-২০১৬ তারিখে ব্যাংক ভবনে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের কৃষি ঋণ আদায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা আদায় হয়।

স্বর্ণ আমানত ঋণ

ব্যাংকের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকের বিদ্যমান কৃষি ঋণ বিতরণের পাশাপাশি সরাসরি ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যাংকের নিজস্ব কাউণ্টারের মাধ্যমে স্বর্ণ-স্বার্ণালংকার আমানত রেখে স্বর্ণ বন্ধকী ঋণ চালু করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এখাতে বিনিয়োগের পরিমাণ ২৫কোটি ৫৬ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ৩১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য খাত সমূহের সংক্ষিপ্ত চিত্র

(লক্ষ টাকার অংকে)

ক্র:নং	বিবরণ	২০১৩-১৪ অর্থ বছর
১	অনুমোদিত মূলধন	১০০০০.০০
২	মোট আয়	২৫৪২.৭৭
৩	নীট লাভ	৮৬১.৫২
৪	লভ্যাংশ প্রদান (শেয়ার হোল্ডার) (২০%)	৮২.১৮

ক্র:নং	বিবরণ	২০১৩-১৪ অর্থ বছর
৫	ঋণ দাদন	৯৪৭৬.০৯
৬	ঋণ আদায়	৬২৫৯.২৬
৭	কর্মকতা- কর্মচারী	২১৯
৮	শেয়ার	৬০৫.১৩
৯	সংরক্ষিত তহবিল	১৭৭২০.৬৫
১০	আমানত সংগ্রহের পরিমান	১০৭২.৮৮
১১	মোট পরিসম্পদ	৪৮০৫৭.৯৭
১২	বিনিয়োগ	৭০.২৯
১২	বাংলাদেশ ব্যাংকে ঋণ (দেনা) পরিশোধ	১৭১.০০
১৩	সমবায় উন্নয়ন তহবিলে চাঁদা	৪৪.০৭
১৪	অডিট ফি প্রদান	১.৫

উপরোক্ত কার্যক্রম ছাড়াও সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর ওয়েব সাইটি www.bsbl.org.bd এটুআই প্রোগ্রাম এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সহয়োগিতায় ন্যাশনাল ওয়েব র্পোটালের ফ্রেমওর্য়াক এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে। ব্যাংকের সকল তথ্য ওয়েবসাইটে আপডেট করা সহ নিয়মিত ভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য আপডেট করা হচ্ছে। ব্যাংকের সদস্যভুক্ত সমিতি ও সমবায়ীদের তথা জনগনের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের নিমিত্তে সিটিজেন চার্টার নির্ধারণ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০১৫ অনুযায়ী অত্র ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিক সেবা প্রদান এবং সেবাদান প্রক্রিয়া দ্রুত সহজীকরণ ও সুশাসন সংহতিকরণের নিমিত্তে একজন কর্মকর্তাকে Focal point/ হেল্পডেস্ক এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

৪.১.২. বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিমিটেড (মিল্কভিটা)

বাংলাদেশের বৃহত্তম দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মিল্কভিটা বর্তমান সরকারের বলিষ্ঠ নীতি ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ দেশের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম পরিচালনায় নানামুখী সাফল্য অর্জন করছে। দুগ্ধ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি সমবায় ব্যবস্থাপনায় এনে সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমিতি গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের সম্ভাব্য দুগ্ধ এলাকায় দারিদ্র ভূমিহীন, প্রান্তিক ও স্বল্পবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সুসংগঠিত করে তাদের স্বল্প সুদে গাভী ঋণ, উন্নত জাতের সিমেন, বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান এবং দুগ্ধের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন এবং তাদের জীবিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে মিল্ক ইউনিয়ন কাজ করে যাচ্ছে। মিল্ক ইউনিয়নে বর্তমানে সমিতির সংখ্যা ২৪৭৫ টি এবং প্রাথমিক সমিতির সদস্য সংখ্যা ১.২১ লক্ষ জন।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিনামূল্যে গবাদী পশুর ঔষধ প্রদান করা হয়েছে ১৯২.০০ লক্ষ টাকা এবং উন্নত জাতের সিমেন বিতরণ করা হয়েছে প্রায় ১.২১ লক্ষ ডোজ। এছাড়াও বিগত বছরে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ, গজ্ঞাচড়া, বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া, পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা; টাঙ্গাইলের পারবাহুলীর চর, ফরিদপুরের বোয়ালমারী প্রভৃতি দুগ্ধ সমৃদ্ধ অঞ্চলে দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়ার লাহিড়ীমোহনপুরে "গো-খাদ্য করাখানার উৎপাদন শুরু হয়েছে। এসব উদ্যেগের মাধ্যমে মিল্ক ইউনিয়নের কাঁচা তরল দুগ্ধ সংগ্রহ ২০১৫-২০১৬ বছরে দাড়িয়েছে প্রায় ৬৩২.০০ লক্ষ লিটার এবং বিপণন দাড়িয়েছে প্রায় ৪১০০০.০০ লক্ষ টাকা। বিগত বছরে নীট মুনাফা অর্জিত হয়েছে প্রায় ১০৬১.৮১ লক্ষ টাকা।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে নতুন পণ্য হিসেবে মিল্কভিটা লাবাং বাজারজাতকরণ শুরু হয়েছে। অন্যান্য পণ্য সামগ্রির মধ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে গুড়োদুধ ১.১৫ লক্ষ কেজি, মাখন ২.৬৫ লক্ষ কেজি, ঘি ২.৭৩ লক্ষ কেজি, আইসক্রীম ১.৫০ লক্ষ লিটার, দই ১.২১ লক্ষ লিটার, ফ্লেভার্ডমিল্ক ৪.১৪ লক্ষ প্যাকেট বিক্রয় হয়েছে। বিভিন্ন পণ্যের মোড়ক আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে মিল্কভিটার কার্যক্রম যথা : দুগ্ধ সংগ্রহ ও বিপণনের আওতায় আনা। লাহিড়ীমোহনপুর গো-খাদ্য কারখানার মাধ্যমে উৎপাদিত গো-খাদ্য ন্যায্য মূল্যে খামারীদের মাঝে সরবরাহ করে গবাদিপশুর

ভেঁজালমুক্ত সুষম খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা। জনসাধারণকে পাস্তুরিত তরল দুধ পানে উৎসাহিত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা। সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানে সরাসরি মিল্কভিটা দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা। রংপুর জেলার কাউনিয়া; লক্ষীপুর জেলার রামগতি; নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ; রাজশাহী জেলার চারঘাট; কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর, ভেড়ামারা ও কুমারখালি অঞ্চলে দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামে ক্রমবর্ধমান চাহিদার যোগান দিতে এবং ভোক্তা সাধারণের চাহিদার আলোকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে পাস্তুরিত তরল দুধ সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামের পটিয়াতে (বর্তমানে কর্ণফুলি) ৩৮৫২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ দুগ্ধ কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও বিশ্বমানের গুঁড়োদুধ উৎপাদন করে দেশকে গুঁড়োদুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করণের লক্ষ্যে ৭৪৮০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "সিরাজগঞ্জ জেলার বাঘাবাড়ীঘাটে গুড়ো দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প", লক্ষীপুর জেলার রায়পুরে ১৭৮৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "মহিষের কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন" প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। ৫৬৫২০.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চলে গবাদীপশুর জাত উন্নয়ন, চারণ ভূমি সৃজন ও দুগ্ধের বহুমূখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প", ৩২৩৬২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় মিল্কভিটা'র গবাদিপশুর ঔষধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প", ১২৮০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "টেকেরহাটে আইসক্রীম ও গো-খাদ্য কারখানা স্থাপন প্রকল্প" এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৪.২. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা ষাটের দশক থেকে শুরু করে অদ্যাবধি পল্লী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র বিমোচনের জন্য বার্ড নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ গবেষণার মাধ্যমে দেশের বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নত করে থাকে। তাছাড়া, বার্ডের গবেষণা ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বার্ড ইতোমধ্যে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একাধিক কার্যকরি মডেল উদ্ভাবন করেছে যা এদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১. প্রশাসনিক কার্যক্রম

বার্ডের ০৪টি সার্ভিস ডিভিশন এবং ০৫টি একাডেমিক ডিভিশনসহ মোট ০৯টি ডিভিশন রয়েছে। বিগত ০১ বছরে প্রশাসন বিভাগ কর্তৃক মোট ১১ জন কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করে। তাছাড়াও বিবেচ্য সময়ে দৈনিক ভিত্তিতে ১০ জনের বেশি শ্রমিকের জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। বিবেচ্য সময়ে দেশের অভ্যন্তরে ৩২ জন কর্মকর্তা এবং দেশের বাহিরে ১৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে।

২. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বার্ড পল্লীর দরিদ্র জনগণের উন্নয়নে এবং দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানসিকতার পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। বার্ডের প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে অংশগ্রহনকারীগণের দক্ষতা বৃদ্ধি, পল্লী উন্নয়নের ধারণা প্রদান, নারী উন্নয়ন, সুশাসন, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশল, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং ও ইভালুয়েশন, ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থাপনা, উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি ইত্যাদি। বার্ড দীর্ঘদিন থেকে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কর্মকর্তা এবং এলজিইডি'র উপজেলা প্রকৌশলীদের জন্য ২ মাস মেয়াদী বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে। এছাড়াও জাতীয় কৃষি গবেষণার সিষ্টেমের কৃষি বিজ্ঞানীদের জন্য ৪ মাস মেয়াদি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স নিয়মিতভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। বর্তমানে বার্ড বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারের নবীন কর্মকর্তাগণের জন্য ৬ মাস মেয়াদি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সংগঠন করছে। বার্ড ২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরে ৮৬টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সংগঠনপূর্বক মোট ৪৪২৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এ সকল প্রশিক্ষণে মোট ৫৪৩৮৮ মানব দিবস ব্যয়িত হয়েছে।

২.১. আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা/কনফারেন্স সংগঠন

(ক) প্রতিবেদনাধীন সময়কালে বার্ড ০১টি আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা সংগঠন করেছে। AARDO-GoB-এর অর্থায়নে আয়োজিত "Governance in Microcredit Delivery System for Rural

Development" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি গত ২৩ ফেব্রুয়ারি - ০৫ মার্চ ২০১৬ সময়ে বার্ডে সংগঠিত হয়। এতে Asia এবং Africa এর ১৪টি দেশ থেকে ৩১ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, এটি AARDO-GoB এর একটি নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা যা প্রতি বছরের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে সংগঠিত হয়ে থাকে।



"Governance in Microcredit Delivery System for Rural Development" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

(খ) বার্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগ এবং ষ্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকার যৌথ উদ্যোগে প্রতিবছর International Integrative Research Conference on Governance in Transition: Perspective and Practices শীর্ষক কনফারেন্স আয়োজন করে থাকে। দুই দিনব্যাপী এ আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে দেশ বিদেশের স্বনামধন্য গবেষক এবং একাডেমিশিয়ানগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। প্রতিবেদনকালীন সময়ে বর্ণিত কনফারেন্সটি গত ১৮-১৯ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ বার্ড ক্যাম্পাসে সংগঠিত হয় এবং এতে ৮২ জন দেশী বিদেশী গবেষক ও একাডেমীশিয়ান অংশগ্রহণ করেন।



"International Integrative Research Conference on Governance in Transition: Perspective and Practices" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠান

২.২ জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা সংগঠন

বার্ড প্রতিবেদনকালীন সময়ে AARDO-এর সাথে যৌথ উদ্যোগে "Sustainable Development Goals: Land Use, Food Security and Changing Pattern of Agriculture in Bangladesh" শীর্ষক একটি জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করেছে এবং এ জাতীয় কর্মশালায় ৭০ জন সরকারি বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রতিনিধি/জনপ্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।



"Sustainable Development Goals: Land Use, Food Security and Changing Pattern of Agriculture in Bangladesh" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠান

২.৩ পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভা

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর আওতাধীন বার্ড, বিআরডিবি, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আরডিএ, একটি বাড়ী একটি খামার, পল্লী দারিদ্র ফাউন্ডেশন, এসএফডিএফ এর কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দিক নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্তে মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, সচিব, স্থানীয় সরকার, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের উপস্থিতিতে দিনব্যাপী মতবিনিময় সভা গত ১২ আগস্ট ২০১৫ তারিখ বার্ডে সংগঠিত হয়।



পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন এলজিআরডি-এর মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি



পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক মত বিনিময় সভায় একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পের উপর উপস্থাপনা প্রদান করছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. প্রশান্ত কুমার রায়

২.৪ বুনিয়াদি ও বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

প্রতিবেদনকালীন সময়ে বার্ড বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের নবীন কর্মকর্তাদের জন্য ৬ মাস মেয়াদী ১টি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করে। এছাড়া বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য ৮টি ও এলজিইডি-এর প্রকৌশলীদের জন্য ১টি ২ মাস মেয়াদি বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সংগঠন করেছে।



৬১তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কেবিনেট সচিব (সংস্কার) জনাব এন এম জিয়াউল আলম



১২২তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি এবং সভাপতির সাথে ডিজি এওয়ার্ড ও ক্রেস্ট অব অনার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

২.৫ বেসিক প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ সরকারের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" বিনির্মাণের এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বার্ড কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে বার্ড বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের চলমান LICT প্রকল্পের উদ্যোগে প্রতিবেদনকালীন সময়ে ১৩২ জন নবীন গ্র্যাজুয়েটকে ৩ মাস মেয়াদি তিনটি ব্যাচের Fast Track Future Leader (FTFL) বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে। উক্ত প্রশিক্ষণে Soft Skill ও ICT-এর ৬টি Track-সম্পর্কিত বিষয়াদিতে বার্ডের প্রশিক্ষক, জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রশিক্ষক ও ৯ জন ভারতীয় IT বিশেষজ্ঞ সেশন পরিচালনা করেন।



FTFL প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অতিরিক্ত সচিব ও বিসিসি এর নির্বাহী পরিচালক জনাব এস এম আশরাফুল ইসলাম

২.৬ স্ব-উদ্যোগে আয়োজিত প্রশিক্ষণ

বার্ড গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে ১৬টি স্ব-উদ্যোগের প্রশিক্ষণ কোর্স ডিজাইন করেছে। প্রতিবেদনকালীন সময়ে বার্ড ৭টি স্ব-উদ্যোগের প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করে এবং এ সকল কোর্সে বিভিন্ন সংস্থা থেকে ১৬৬ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। স্ব-উদ্যোগে আয়োজিত কোর্স সমূহের প্রধান কয়েকটি হচ্ছে Research Methodology, Training of Trainers (ToT), Participatory Rural Development, Monitoring & Evaluation of Development Project, Development Management ইত্যাদি।

২.৭ স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স

বার্ডে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের মধ্যে প্রায় ৮০% হচ্ছে স্বল্প মেয়াদি কোর্স। প্রতিবেদনকালীন সময়ে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের জন্য উক্ত কোর্সসমূহ আয়োজন করা হয়। এ সকল প্রশিক্ষণ কোর্সের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহের মধ্যে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন করা, অংশগ্রহণমূলক পল্লী উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি অন্যতম। এছাড়া বার্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের গ্রাম পর্যায়ের কর্মীদের জন্য ০৮টি প্রশিক্ষণ কোর্স সংগঠন করা হয়।

২.৮ বার্ডের ৪৯তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলন

প্রতিষ্ঠালগ্ন ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বার্ড বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলন সংগঠন করে আসছে। এ পরিকল্পনা সম্মেলনে বিগত বছরে বার্ডের কার্যক্রম মূল্যায়ন ও আগত বছরের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। এ সম্মেলনে পল্লী উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত সরকারী, বেসরকারী, আন্তর্জাতিক সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং গ্রাম প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। রিপোর্টকালীন সময়ে গত ২০-২১ জুলাই ২০১৬ বার্ডে ৪৯তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলন সংগঠিত হয় এবং এতে ৮২জন দেশি বিদেশি অংশগ্রহনকারী অংশগ্রহন করেন।



বার্ডের ৪৯তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন সিরডাপ-এর মহাপরিচালক জনাব তেভিতা জি. বোসিওয়াকা তাজিনা ভুলাও

২.৯ সংযুক্তি ও অবহিতকরণ

রিপোর্টকালীন সময়ে বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ০৬টি পল্লী উন্নয়ন সংযুক্তি কর্মসূচির আয়োজন করেছে। এছাড়া প্রতিবেদনকালীন সময়ে ১দিন মেয়াদি ৩১টি অবহিতকরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় যেখানে ২১০২ জন অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অবহিতকরণ কর্মসূচিসমূহে সরকারের বিভিন্ন এজেন্ডাসমূহ এবং এ প্রেক্ষিতে বার্ডের বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বার্ডে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কোর্স সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	উদ্যোক্তা	অংশগ্রহণকারীর ধরন	কোর্সের ধরন	কোর্সের মেয়াদ (দিন)	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			প্রশিক্ষণ জন দিবস
							পুরুষ	মহিলা	মোট	
১.	International Training Workshop on Governance in Micro-credit Delivery System for Rural Development	BARD AARDO	Senior and Mid Level Officials from Govt. Autonomous Bodies. Research & Training Institution of Asia and Africa Region	International	১২	১	২৫	০৬	৩১	৩৭২
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বার্ডে অনুষ্ঠিত জাতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:										
২.	National Level Training Workshop on Sustainable Development Goals: Land Use, Food Security and Changing Pattern of Agriculture in Bangladesh	AARDO & BARD	Other Institute Senior Level Officials and Faculty Members of BARD	Workshop	৫	১	১৭	০২	১৯	৯৫
৩.	3rd FTFL Foundation Training Course	BCC	FTFL-এর প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ	Foundation	৯০^৩= ২৭০	০৩	৭৮	৫১	১২৯	১১৬১০
৪.	BA 61st Foundation Training Course of BCS Cadre officials	Ministry of Public Administration	BCS Cadre Officials of under the ministry of public Administration	Foundation	১৮০	০১	১০	৩০	৪০	৭২০০
৫.	Special Foundation Training Course for LGED Engineers Oficials	LGED	Assistant Engineers ofLGED	Special Foundation	৬০	০১	৪০	০	৪০	২৪০০
৬.	Special Foundation Training Course for BCS (Health) Cadre Officials	DGHS	BCS Health Cadre Officials	Special Foundation	৬০^৮= ৪৮০	০৮	২৪৪	১৫৪	৩৯৮	২৩৮৮০
৭.	বার্ডের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী পর্যায়ে নব নিযুক্ত কর্মচারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স	BARD	Employee of BARD	Professional	০৫	০১	০৭	০৩	১০	৫০
৮.	Self Initiated Course on “Development Management”	BARD	Officials of different Organization	Self Initiated	০৫	০১	১৬	০৪	২০	১০০
৯.	Self Initiated Course on “Development Project Planning and Management” (DPPM)	BARD	Officials of different Organization	Self Initiated	০৫	০১	৩২	০২	৩৪	১৭০
১০.	Self Initiated Course on “Research	BARD	Officials of different	Self	২১	০১	১৪	০৩	১৭	৩৫৭

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	উদ্যোক্তা	অংশগ্রহণকারীর ধরন	কোর্সের ধরন	কোর্সের মেয়াদ (দিন)	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			প্রশিক্ষণ জন দিবস
							পুরুষ	মহিলা	মোট	
	Methodology" for Social researchers		Organization	Initiated						
১১.	Self Initiated Course on "Climate Change Issues and Its Adaption for social researchers"	BARD	Officials of different Organization	Self Initiated	০৫	০১	১০	০২	১২	৬০
১২.	Self Initiated Course on "Monitoring Evaluation of Development Project"	BARD	Officials of different Organization	Self Initiated	০৫	০১	১৫	০২	১৭	৮৫
১৩.	Self Initiated Course on "Development Communication"	BARD	Officials of different Organization	Self Initiated	০৫	০১	০৯	০২	১১	৫৫
১৪.	Training on "Participatory Rural Development"	BARD	Officials of different Organization	Self Initiated	০৩	০১	৩৫	২০	৫৫	১৬৫
১৫.	পাবসসের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কোর্স	PSSWRSP LLGED	পাবসস সমিতিভূক্ত সদস্যগণ	Professional	০৪	১৩	৩৮২	১৫৫	৫৩৭	২১৪৮
১৬.	ToT On Governance of Social Protection and Grievance Mechanism (1st Batch)	Manusher Janno Foundation	Project Officials	Professional	০৩	০১	২১	০৩	২৪	৭২
১৭.	ToT On Governance of Social Protection and Grievance Mechanism (2nd Batch)	Manusher Janno Foundation	Project Officials	Professional	০৩	০১	২৪	০৫	২৯	৮৭
১৮.	Attachment Programme on Rural Development for the Students of Public Administration Department of Chittagong University	Chittagong University	Students of Chittagong University	Attachment	৪	১	৮৪	৪২	১২৬	৫০৪
১৯.	Orientation Programme on Rural Development and Participatory Rural Appraisal (PRA)	North South University	Students of North South University	Attachment	৫	১	১৪	০৬	২০	১০০
২০.	Attachment Programme on Rural Development for the Students of Sociology Department of Chittagong University	Chittagong University	Students of Chittagong University	Attachment	৪	১	৮১	৫৫	১৩৬	৫৪৪
২১.	Attachment Programme on Rural Development for the Students of Public Administration Department of Begum Rokeya University	Begum Rokeya University	Begum Rokeya University Rangpur	Attachment	৩	১	৩৮	১৩	৫১	১৫৩

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	উদ্যোক্তা	অংশগ্রহণকারীর ধরন	কোর্সের ধরন	কোর্সের মেয়াদ (দিন)	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			প্রশিক্ষণ জন দিবস
							পুরুষ	মহিলা	মোট	
	Rangpur	Rangpur								
২২.	Attachment Programme on Rural Development for the Students of Public Administration Department of Comilla University	Comilla University	Students of Comilla University	Attachment	৫	১	৩০	২০	৫০	২৫০
২৩.	Orientation on Rural Development Programme and Summer Live in Field Experience (LFE)	IUB	Students of Independent University	Attachment	১২	১	৩৬	২৩	৫৯	৭০৮
২৪.	বার্ডের কার্যক্রম অবহিতকরণ কর্মসূচী	BARD	ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ মিরপুর, ঢাকা	Orientation	৩১	১	১৪১০	৬৯২	২১০২	২২৫২
২৫.	কুমিল্লা অঞ্চলে কৃষি ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সম্ভাব্য সমাধান বিষয়ক কর্মশালা	BARD	বার্ডের কর্মকর্তাবৃন্দ ও স্থানীয় কৃষকগণ	Workshop	১	১	৭৩	০৬	৭৯	৭৯
২৬.	Workshop Level Training Course on Governance of Social Protection and Grievance Mechanism	BARD	Faculty Members of BARD	Workshop	১	১	২৫	১০	৩৫	৩৫
২৭.	48th Annual Planning conference 2015-16	BARD	Mid and Senior Level Officials of GO & NGO and Faculty Members of BARD	Conference	২	১	৮১	১৯	১০০	২০০
২৮.	সিভিডিপিভূক্ত দুগ্ধ খামারীদের গাভী পালন ও খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	BARD	সিভিডিপিভূক্ত দুগ্ধ খামারীগণ	Project Level	১	১	১৫	১০	২৫	৩৫
২৯.	নারীদের আয়বৃদ্ধিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং পার্লারিং দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	WEINIP BARD	মশিআপুউ প্রকল্পের সুফলভোগীগণ	Project Level	১	১	০	২৪	২৪	২৪
৩০.	পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ এবং অগ্রসর আইনি শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	WEINIP BARD	মশিআপুউ প্রকল্পের সুফলভোগীবৃন্দ	Project Level	১	১	০	২০	২০	২০
৩১.	মানসম্মত শিক্ষাদান ও সৃজনশীল পদ্ধতি প্রয়োগে অনুভূত সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান শীর্ষক কর্মশালা	WEINIP BARD	বার্ড মডেল স্কুল, মশিআপুউ ও সিভিডিপি প্রকল্প ভূক্ত এলাকার বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ	Project Level	১	১	২০	৩০	৫০	৫০
৩২.	প্রজনন স্বাস্থ্য, শিশুদের পরিবৃদ্ধি ও খাদ্য, পুষ্টি-এর পরিবেশ	WEINIP	মশিআপুউ প্রকল্পের সদস্যবৃন্দ	Project	৫	১	০	২৪	২৪	১২০

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	উদ্যোক্তা	অংশগ্রহণকারীর ধরন	কোর্সের ধরন	কোর্সের মেয়াদ (দিন)	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			প্রশিক্ষণ জন দিবস
							পুরুষ	মহিলা	মোট	
	উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	BARD		Level						
৩৩.	নারী দিবস উপলক্ষে জেন্ডার সমতা এবং মানবাধিকার উন্নয়নে করণীয় শীর্ষক কর্মশালা	WEINIP BARD	মশিআপুউ প্রকল্প ভূক্ত সদস্যবৃন্দ ও বার্ডের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ	Project Level	১	১	২০	৩০	৫০	৫০
৩৪.	গাভী পালন ও প্রাণী স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	BARD	সিভিডিপিভুক্ত ও মশিআপুউ প্রকল্পের সুফলভোগীগণ	Project Level	২	১	০	২০	২০	৪০
৩৫.	নারীদের কম্পিউটার চালনা, মোবাইল সার্ভিসিং ইলেকট্রনিক্স, গৃহপন্য রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	WEINIP BARD	মশিআপুউ প্রকল্প ভূক্ত সূফলভোগীগণ	Project Level	৪	১	০	৩০	৩০	১২০
	মোট				১১৫৫	৮৬	২৯৪৬	১৪৭৮	৪৪২৪	৫৪৩৮৮

বার্ডের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ২০১৬-১৭

Sl. No.	Title of the Course	Number of Courses	Duration of the Course (Days)	Number of Participants	Sponsor
A	**International**				
1.	Training Course	--	--	--	--
2.	International Training Workshop Governance in Micro-credit Delivery System for Rural Development	1	9	20	AARDO
3.	Insearch 23-24 Dec 2016	1	3	100	Insearch, DU, SU
4.	Orientation Programme	1	5	15	AARDO
B	**National**				
1.	Foundation Training Course for BCS Cadre officials of MoPA	2	180	100	Public Administration
2.	Foundation Training Course for BCS Health Cadre Officials	4	120	200	DGHS
3.	Live in Field Experience for CIU Students	2	12	150	IUB
4.	Attachment Programme	5	10	400	CU/CoU/RU
5.	Attachment Course on Rural Development and Poverty Reduction	6	12	600	BPATC

Sl. No.	Title of the Course	Number of Courses	Duration of the Course (Days)	Number of Participants	Sponsor
C	**Professional Training Course**				
6.a	Self-initiated Training Course	14	5	280	
6.b	Sponsored by Other Organizations	86	17	2410	BRAC/MJF/ PABASAS
7.	Workshop/Seminar/Conference	2	1	130	BARD
8.	Project Level Training Course	15	3	300	WEINIP/CVDP
9.	Orientation Programme	25	1	750	GO/NGO
Total		**164**	**378**	**5455**	--

৩. গবেষণা কার্যক্রম

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) এর অন্যতম প্রধান কাজ হলো গবেষণা পরিচালনা করা। বার্ডের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো পল্লী অঞ্চলের বিরাজমান আর্থ সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা, তার সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা এবং তা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে অবহিত করা। প্রধানত: তিনটি লক্ষ্য অর্জনে বার্ড গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। তন্মধ্যে গ্রামের সমস্যা, চাহিদা ও সম্ভাবনা তিনটি লক্ষ্য অর্জনে বার্ড গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। তন্মধ্যে গ্রামের সমস্যা, চাহিদা ও সম্ভাবনা নিরূপণ করে তার ভিত্তিতে প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা অন্যতম। এছাড়া অপর লক্ষ্য হলো পরিচালিত গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বার্ডের প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোর জন্য উপকরণ প্রণয়ন ও ব্যবহার এবং জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান। তাছাড়া, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি মূল্যায়ন করাও বার্ডের একটি অন্যতম কাজ। বার্ডের অধিকাংশ গবেষণা রাজস্ব অর্থে পরিচালিত হয়ে থাকে। নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা ছাড়াও দাতা/সহযোগী সংস্থার অর্থায়নেও বার্ড গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। বার্ড দীর্ঘকাল যাবৎ বিভিন্ন সংস্থার অনুরোধের আলোকে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি ও মূল্যায়ন করে আসছে। দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লী উন্নয়ন এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের অগ্রাধিকার (Priority) বিবেচনায় রেখে বার্ড গবেষণা পরিকল্পনা করে থাকে। নিম্নে বার্ডের গবেষণা কার্যক্রমের ২০১৫ - ২০১৬ অর্থ বছরের তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলোঃ

৩.১ বার্ড হতে প্রকাশিত ২০১৫ - ২০১৬ অর্থ বছরে গবেষণা ও অন্যান্য প্রতিবেদন

Sl. No.	Publications	Time of Publication
01.	Farm Level Poultry Rearing and Shrimp Culture: An Exploration into Market and Employment	December 2015
02.	Endangered and Promising Fruit Species in the Changing Context of Climate for Nutrition Security and Livelihood in Coastal Areas of Bangladesh	February 2016
03.	Farmers' Response to Natural Disasters in Chittagong Coastal Zone of Bangladesh	August 2015
04.	Role of ICTs in Agriculture/Rural Development and Governance in Taiwan: A Report on Study Visit	February 2016
05.	Farm Management and Livelihood of Rural Households: A Longitudinal Study	June 2015
06.	Annual Plan (2015-16)	July 2015
07.	Annual Report (2014-15)	July 2015
08.	Proceedings of the National Level Training Workshop on Sustainable Development Goals: Land Use, Food Security and Changing Pattern Agriculture in Bangladesh	February 2016
09.	Social Mobility and Changing Peasant Society: An Analysis of Institutional Dynamics of Rural Bangladesh	May 2016

৩.২ ২০১৫ - ২০১৬ অর্থ বছরের বার্ডের সম্পাদিত গবেষণাসমূহ

Sl. No.	Publications
1.	Revisiting Family Planning Activities in Bangladesh
2.	Access to e-Services at Upazila Level: Experience of Comilla and Moulavibazar Districts

Sl. No.	Publications
3.	Role of Rural Local Government in Service Delivery and Participatory Development: Case of Three Union Parishads
4.	Performance and Opportunities of Upazila Central Cooperative Association (UCCA): An Analysis of Selected UCCAs
5.	Effects of Extreme Events of Climate Change on the Livelihoods of Coastal Areas of Bangladesh
6.	A Situation Analysis of Water, Sanitation and Hygiene in Selected Areas of Bangladesh
7.	Cattle Rearing and Organic Farming: A Situational Analysis at Selected areas of Comilla
8.	Impact of Micro Credit Programme of DYD in Bangladesh
9.	Remittance Flow and Its Impact on Rural Society
10.	Trends of Socio-economic Change of Indigenous Fishermen Communities and their Potentialities in Selected Areas of Bangladesh
11	Quality Education and Gender Perspectives in Rural Schools: A Case Study of GoB Project

৩.৩ ২০১৫ - ২০১৬ অর্থ বছরের বার্ডের চলমান গবেষণাসমূহ

Sl. No.	Research Title
1.	Capital Mobilization and its Utilisation under "One House One Farm" Project: A Study in Selected Areas
2.	Agricultural Practices, Problems and Potentials of Farmers in Comilla
3.	Challenges and Prospects of Jute Cultivation: A Study on Farmer's Response in Selected Areas of Bangladesh
4.	Empowerment and Food Security among Vulnerable Women Group in Selected Districts of Bangladesh
5.	River Bank Erosion and its Effects on Rural Society in Bangladesh
6.	ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জনসন্তুষ্টি ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণ: চট্টগ্রাম বিভাগের উপর একটি সমীক্ষা
7.	বিলুপ্ত ছিটমহল এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিরুপণ।
8.	Education Safety Nets in Bangladesh: A Snapshot on Elite Capture

৩.৪ উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা বৃত্তি

সম্প্রতি গবেষণা বিভাগ "উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা" ফেলোশিপের আওতায় পিএইচডি/এম.ফিল ও প্রফেশনাল গবেষণার ক্ষেত্রে বৃত্তি প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে। পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আলোকে প্রফেশনাল গবেষণার ক্ষেত্র ৩৯টি এবং পিএইচডি/এমফিল শিক্ষার ক্ষেত্র ১৩টি প্রস্তাবনা পাওয়া যায়। গবেষণা বিভাগ ও পরবর্তিতে পর্যালোচকের মতামতের আলোকে প্রফেশনাল গবেষণার ক্ষেত্রে ৯টি ও পিএইচডি/এম.ফিল শিক্ষার ক্ষেত্র ৫টি প্রস্তাবনা কমিটি কর্তৃক মূল্যায়নের জন্য প্রাথমিকভাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

৩.৫ গবেষণা বিভাগ কর্তৃক কোর্স সংগঠন

বার্ডের গবেষণা বিভাগ প্রতি বছর নবীন গবেষক সৃষ্টি তথা আর্থ সামাজিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মকর্তাদের সামাজিক গবেষণায় বুৎপত্তি অর্জনের নিমিত্তে Research Methodology for Social Science Researchers শীর্ষক কোর্স সংগঠন করে থাকে। গবেষণা বিভাগ বিগত ২০১৫ - ২০১৬ অর্থ-বছরে উক্ত বিষয়ে একটি কোর্স সংগঠন করেছে। কোর্সটি বিগত ০৭-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ মেয়াদে সংগঠন করা হয়েছে।

৪. প্রকল্প কার্যক্রম

৪.১ এডিপিতে প্রস্তাবিত প্রকল্পসমুহ

৪.১.১ সমন্বিত কৃষি খামারকরণের মাধ্যমে কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ী এলাকার গ্রামীণ জনগণের জীবন মানের উন্নয়ন সাধন করা

প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৬- জুন ২০২০
প্রকল্পের বাজেট	:	৫৩০০.০০ লক্ষ টাকা
অর্থায়নকারী সংস্থা	:	জিওবি
প্রকল্প এলাকা	:	কুমিল্লা জেলার তিনটি উপজেলা (আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ এবং বুড়িচং), ৭টি ইউনিয়নের ৬৯টি গ্রাম
প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	:	সমন্বিত কৃষি কর্মকান্ডের মাধ্যমে কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ী এলাকার গ্রামীণ জনগণের জীবন মানের উন্নয়ন সাধন করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ :

১. কৃষি খামার পদ্ধতিসমূহের উন্নয়ন;
২. জৈব উপায়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি;
৩. ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির বিতরণ ও ব্যবহার উন্নত করা;
৪. বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছ চাষ বৃদ্ধিকরণ;
৫. গবাদি পশু/ডেইরি/পোল্ট্রি চাষের উন্নতিকরণ;
৬. কৃষিজাত পণ্যের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;
৭. কৃষি জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ:

১. গ্রামভিত্তিক সংগঠন তৈরি
২. বেইজ লাইন/মধ্যবর্তী/ চূড়ান্ত মূল্যায়ন
৩. কৃষি উপকরণ সরবরাহ: গরু-ছাগল/হাঁস-মুরগি, ভার্মিকম্পোস্টের জন্য কাঁচামাল, বীজ ও চারা
৪. প্রশিক্ষণ প্রদান
৫. সেচের জন্য নালা নির্মাণ
৬. পিআরএইচ সরবরাহ
৭. সৌর প্যানেল ভিত্তিক অগভীর নলকূপ এবং বারিড পাইপ স্থাপন।

বর্তমান অগ্রগতি: প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পটি "একটি বাড়ী একটি খামার" প্রকল্পের আওতায় পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় প্রকল্পের কার্যক্রম অদ্যাবধি শুরু হয়নি।

৪.১.২ Capacity Building of BARD Physical Facilities

প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৬ – জুন ২০১৯
প্রকল্পের বাজেট	:	৩৪৩৯.৬৫ লক্ষ টাকা
অর্থায়নকারী সংস্থা	:	জিওবি
প্রকল্প এলাকা	:	বার্ড ক্যাম্পাস
প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো বার্ডের ভৌত সুবিধাদি আধুনিকায়ন ও মান উন্নয়নের মাধ্যমে বার্ডের প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমসমূহের অধিকতর দক্ষতার সাথে পরিচালনার ক্ষেত্রে বার্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো সমূহকে শক্তিশালীকরণ।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টঃ

১। Automation of Research, Training, Project and Different Sections of BARD
২। প্রকল্পের আওতায় ১টি ৫তলা ক্লাস রুম কাম কনফারেন্স হল ভবন, ১টি ৫তলা সুপিরিয়র টাইপ হোস্টেল ভবন, ১টি ৩ তলা স্কুল ভবন ও ১টি সুইমিংপুল নির্মাণ।
৩। ১টি কোস্টার ও ১টি জীপ ক্রয়।
৪। ফটোকপিয়ার মেশিন এবং ফটো প্রিন্টার ক্রয়।
৫। কনফারেন্স ও পিএ সিস্টেম (০৩টি কনফারেন্স হল)।
৬। বার্ডের গবেষণা, প্রশিক্ষণবিভিন্ন শাখার অটোমেশন। প্রকল্প ও ,
৭। আসবাবপত্র ক্রয়।
৮। প্রস্তাবিত ভবনের অতিরিক্ত কাজ (সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনাসহ)।

বর্তমান অগ্রগতিঃ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য পিইসি সভা সম্পন্ন হয়েছে।

৪.২ বার্ডের রাজস্ব বাজেটভুক্ত প্রকল্পসমূহ

৪.২.১ মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন (মশিআপুউ) প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০০৪- জুন ২০১৮
প্রকল্প বাজেট	:	২০.৬০ লক্ষ টাকা (জুলাই ২০১৪- জুন ২০১৮)
প্রকল্প পরিচালকের নাম	:	নাছিমা আক্তার, যুগ্ম-পরিচালক, বার্ড

প্রকল্প এলাকাঃ বার্ডের রাজস্বখাতভুক্ত মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন (মশিআপুউ) প্রকল্পটি পরীক্ষামূলকভাবে জুলাই ২০১৪- জুন ২০১৮ মেয়াদে মোট ২০.৬০ লক্ষ টাকা লক্ষ টাকার বাজেট বরাদ্দ দিয়ে প্রকল্পটি পরিচালনা করার কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি কুমিল্লা জেলার কুমিল্লা সদর, সদর দক্ষিণ, বুড়িচং ও বরুড়া উপজেলার ১৯৯৯-জুন ২০০৪ পর্যন্ত ১২টি গ্রামে এবং বর্তমানে ২৪টি গ্রামে পূর্ববর্তী প্রকল্প কার্যক্রম পরিমার্জিত আকারে সম্প্রসারণ এবং আরও বেগবান করার কাজ চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের পটভূমিঃ বার্ডের প্রতিষ্ঠা লগ্নের পর থেকেই মহিলাদের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। বার্ড ১৯৬২ সনে গ্রামীণ নারীকে গৃহ থেকে বের করে আনা ও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে, মহিলা শিক্ষা ও গৃহ উন্নয়ন নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় মহিলাদের বিশেষ করে দরিদ্র্য মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং মা ও শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নসহ মৌলিক অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাস হতে বর্তমানে কুমিল্লা সদর, সদর দক্ষিণ, বরুড়া ও বুড়িচং উপজেলায় ২৪টি গ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন (মশিআপুউ- Women's Education, Income and Nutrition Improvement Project (WEINIP).

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

(ক) প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো পল্লী এলাকার জনগোষ্ঠির মহিলা বিশেষতঃ সুবিধা বঞ্চিত ও দারিদ্রপীড়িত পরিবারের নারীদের উন্নয়নের মূল-স্রোতধারায় সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং জীবন দক্ষতা উন্নয়নপূর্বক দারিদ্র বিমোচনের লক্ষে আয়, উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি মানবাধিকার ও আইনগত সুরক্ষা, মা ও শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নসহ মৌলিক অধিকারসমূহ সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের জীবনের সার্বিক মানোন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরুপঃ

- নারীদের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা, ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্বের উন্নয়ন সাধনে লাগসই প্রশিক্ষণ প্রদান;
- নারীদের আত্মনির্ভশীলতা অর্জনে পুঁজি গঠন, উদ্যোক্তা সৃজন, আয় উৎপাদন ক্ষমতাবৃদ্ধিতে ও মার্কেটলিংকেজ স্থাপনে সহায়তা প্রদান;
- গৃহ, পরিবার এবং কম্যুনিটি পর্যায়ে জেন্ডার বৈষম্য ও নির্যাতন প্রতিরোধ,অধিকার সুপ্রতিষ্ঠা, নিরাপদ মাতৃত্ব লাভ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যপুষ্টি ও পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা প্রদান; এবং
- সকল সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের পরিষেবা প্রাপ্তিতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার, তথ্যায়ন ও কার্যকর নেটওয়ার্ক স্থাপন।

প্রকল্পের বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রমঃ

এ প্রকল্পের কম্পোনেন্ট গুলোর মধ্যে রয়েছে মহিলা উন্নয়ন, আয় বৃদ্ধি, শিক্ষা উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়ন। এ সংক্রানত সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষ্যে গ্রামীণ নারী সমাজকে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং আইনগত সুরক্ষা ও অধিকার অর্জন করা সম্ভব এ ধারণা থেকেই এ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে । এ প্রকল্পের মাধ্যমে নারী মানব সম্পদ উন্নয়নের ধারণাটি সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়া হয় । মানব সম্পদ উন্নয়নের পরিমাপক যেমনঃ আয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং আয়ুস্কাল ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট উপাদনগুলোর সংগে সংগতি রেখে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হিসাবে মহিলাদের বিভিন্ন দলে (আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক) সংগঠিত করে তাদের নেতৃত্বের বিকাশ সাধনের জন্য প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মাধ্যমে তাদের জ্ঞান, দক্ষতা এবং তাদের নিজস্ব পুঁজি গঠন এবং উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদানপূর্বক যথাযথ প্রযুক্তি স্থানান্তরের ব্যবস্থা নেয়ার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। মহিলা সংগঠনের আওতায় গ্রামের মহিলাদের টিপসহি দেয়ার প্রচলন বন্ধ করে অক্ষর জ্ঞান, বর্ণ পরিচয়, দৈনন্দিন হিসাব নিকাশ ইত্যাদি শেখানোর মাধ্যমে মহিলাদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ব্যবহারিক শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং ছাত্র ছাত্রীদের বিশেষ করে মেয়েদের স্কুলে অন্তর্ভুক্তি এবং অবস্থানের হার বৃদ্ধিপূর্বক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম জোরদার করা হয। তাছাড়া গ্রামের মহিলাদের নিয়ে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্মেলন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয় উৎপাদনবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য পুষ্টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও সামাজিক অধিকার ও পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ে মহিলাদের প্রশিক্ষিত ও সচেতন করে তোলা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সার্ভিসের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়ার উপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

প্রকল্পের প্রভাব ও গুরুত্বঃ মশিআপুউ প্রকল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো গ্রামের দরিদ্র নারী। এ লক্ষ্যে মহিলাদের নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনায় ২৪টি গ্রামে সংগঠন সৃষ্টির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান লাভ, ১০৫২ জন সদস্য ও ৮৭৭টি পরিবার অন্তর্ভুক্তিপূর্বক পুজিঁ গঠন, আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম উন্নয়ন, শিক্ষা, সেনিটেশন, প্রশিক্ষিত দাই সার্ভিস প্রদান, গর্ভবতী মা ও নবজাতকের যত্ন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ গঠন ও সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। এ কর্মকৌশলকে আগ্রহী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কাজে লাগিয়ে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে নতুন মাত্রা সংযোজন করতে পারে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের মশিআপুউ প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক্রঃ নং	প্রকল্প কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন ২০১৬ পর্যন্ত
১।	মোট সংগঠনের সংখ্যা	২৪টি	২৪টি (১০০%)	২৪টি
২।	নতুন সদস্য ভুক্তি (জন)	৪০জন	১৬ জন (৪০%)	১০৫২জন

ক্রঃ নং	প্রকল্প কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন ২০১৬ পর্যন্ত
৩।	মোট পরিবার ভুক্তি (সংখ্যা)	৪০টি	১৫টি (৩৮%)	৮৭৭জন
৪।	ক) নিজস্ব সঞ্চয় (টাকা)	৫,২৬,১৫০/-	৬,৩৭,৩০৪/-(১২১%)	৩৯,৯৫,৮৮৪/-
	খ) নিজস্ব শেয়ার (টাকা)	১,৮৩,৮৫০/-	২,১৬,৪৩৬/-(১১৮%)	১৯,০১,৯৯৩/-
৫।	ক) নিজস্ব তহবিলের ঋণ প্রদান (টাকা/জন)	২০,০০,০০০/- (২১০ জন)	১৪,২৯,০০০/- টাঃ/ ১০৯ জন (৭১%)	১,২৩,২৩,৬০০/- (২১৫৫) জন
৬।	ক) নিজস্ব তহবিলের ঋণ আদায় (টাকা)	১৪,২৯,০০০/-	১০,৮২, ৮৭০/-(৭৫.৭%)	১,৪১,৬০,৮৭৫/- (২১৫২জন)
৭।	খ) আর্বতনিক ঋণ প্রদান (টাকা)	-	-	১৩,৭৬,০০০/- (১৩১জন)
	খ) আর্বতনিক ঋণ আদায় (টাকা)	-	-	১৩,৭৬,০০০/- (১৩১জন)
৮।	ক) নিয়মিত পাক্ষিক ক্লাস (সংখ্যা/জন)	২৪টি/১১৫২জন	২৪টি/ ১০৯১জন (১০০%)	৭০৫টি/ ১৬০২৬জন
	খ) বিষয় ভিত্তিক বিশেষ প্রশিক্ষণ (সংখ্যা/জন) (উদ্যোক্তা উন্নয়ন, আইনী সহায়তা, প্রজনন স্বাস্থ্য, তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত)	০৪টি/ ১২০জন	০৪টি/ ৯৮ জন (১০০%)	৬১টি (৫৯৯জন)
৯।	ক) স্বাক্ষর সংগ্রহ, প্রতিযোগিতা ও লোকজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (সংখ্যা/জন)	২২টি ১০০০জন	২৯টি /১৫৯৬ জন (১৩২%)	১৪৭টি (৪০২৬জন)
	খ) শিক্ষায় উদ্বুদ্ধকরণ	১২০জন	১১৬জন (৯৭%)	২১০৪ জন
	গ) সাপ্তাহিক সভা/ বিশেষ গ্রাম সভা	১২৯০টি	১৭৭৫টি (১৩৮%)	১৭৯২৯ জন
১০।	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা	১১০০জন	১০৯২ (৯৯%)	৪১৪২ জন
১১।	নলকূপ			
	ক) সংগঠনে	৬৬টি	৬০টি (৯১%)	১০৬০ টি
	খ) গ্রামে	১০০টি	১১৫ টি (১১৫%)	১৭৯৯ টি
২২।	জলাবদ্ধ পায়খানা			
	ক) সংগঠনে	১০০টি	৭৫ টি (৭৫%)	১০৮৫টি
	খ) গ্রামে	১০০টি	৮৫টি (৮৫%)	৪৮৫৩টি
১৩।	ক) ফলজ, ভেষজ ও কাঠ জাতীয় বৃক্ষরোপন	৯৭০০টি	৯৫০০টি ৯৮%	৭১৯২৮টি
	খ) শাক সবজি চাষ (খানার সংখ্যা)	৬০০টি	৬১০টি (১০২%)	৫৯৩৬টি
	গ) নার্সারী ও বীজতলা স্থাপন (সংখ্যা)	০৪টি	০৪টি (১০০%)	৩২টি
	ঘ) পুষ্টি উদ্যান	০৩টি	০৩টি (১০০%)	৩৩টি
১৪।	আবর্জনা ব্যবস্থাপন	০১টি	০১টি (১০০%)	৩৮টি
১৫।	ক) উঠান বৈঠক	২০টি	২০টি (১০০%)	১৩৯টি
	খ) দ্বন্দ নিরসন সভা	০৩টি	০৩টি (১০০%)	৪২টি
১৬।	প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা উপকরন তৈরী ও বিতরণ (IEC and BCC)	৪০০টি	৪০০টি (১০০%)	২৫৩৮টি
১৭।	বার্ষিক সাধারণ সভা (সংখ্যা/জন)	০৮টি (৬০০জন)	০৮টি /(৫২৬জন) (১০০%)	৯২টি /৫৫৬০জন
১৮।	জাতীয় ও আনতর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ দিবস ও কর্মশালা (সংখ্যা/জন)	০৩টি /৩১০জন	০৩টি /১৫৬জন (১০০%)	৬৫টি/২৩১৮জন

ক্রঃ নং	প্রকল্প কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন ২০১৬ পর্যন্ত
১৯।	র‍্যালী ও প্রদর্শনী মেলা	০৩টি	০৩টি (১০০%)	২৭টি
২০।	বার্ষিক মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা সম্মেলন	০১টি (২৫০)	০১টি/ ২৪০জন (১০০%)	১৭টি / ৩৫৪০জন



মানসম্মত শিক্ষাদান পদ্ধতি ও সৃজনশীল পদ্ধতি প্রয়োগে কর্মপত্র উপস্থাপন করছেন বেগম নাছিমা আক্তার, যুগ্ম-পরিচালক, বার্ড



নারীদের কারিগরী শিক্ষা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের সেশন পরিচালনা করছেন টিটিসি এর প্রশিক্ষক

৪.২.২ পল্লী এলাকায় উন্নত সেবা সরবরাহে ই - পরিষদ প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১২- জুন ২০১৭

প্রকল্পের বাজেট : ৪.২২ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য : এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তাদের নিকট অত্যাবশ্যকীয় সেবা সরবরাহ করা তথা স্থানীয় পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক (ICT) প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টির মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন সাধন করা।

প্রকল্প এলাকা : সদর দক্ষিণ উপজেলার জোড়কানন (পূর্ব) ইউনিয়ন

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বছরের প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক্রমিক নং	প্রকল্প কার্যক্রম	জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৬	
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
১	(UPMS) সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনা মনিটরিং করা	১০০%	১০০%
২	(টচগঝ) সফটওয়্যার-এর কার্যকারিতা মূল্যায়ন, সফটওয়্যার আপডেট এবং সমস্যা চিহ্নিতকরণ	১০০%	৮০%
৩	ইউনিয়ন পরিষদের সচিবের প্রশিক্ষণ প্রদান	১ টি	১ টি (১০০%)
৪	ইউনিয়ন পরিষদের ওয়েবসাইট উন্নয়ন করা	১	১ (১০০%)
৫	উপজেলা পরিষদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন	১০০%	৪০%



ই-পরিষদ প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত বেসিক কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের ক্লাসে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ



ই-পরিষদ প্রশিক্ষণ কোর্সের সদনপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করছেন বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক, জনাব সালাহউদ্দিন মাহমুদ

৪.২.৩ Management and Extension of BARD Dairy Demonstration Farm

প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৪- জুন ২০১৬
প্রকল্পের বাজেট	:	১৩.২২ লক্ষ টাকা
অর্থায়নকারী সংস্থা	:	বার্ড
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	১) গাভি পালনের বিজ্ঞানসম্মত বিষয়গুলো প্রদর্শন; ২) বার্ডের প্রাণি সম্পদ বিষয়ে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ৩) গাভি পালনে নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ।
প্রকল্প এলাকা	:	বার্ড ক্যাম্পাস

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বছরের প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক্রমিক নং	প্রকল্প কার্যক্রম	জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৬ অগ্রগতি
১	গ্যাস লাইন ও গ্যাস সিলিন্ডার স্থাপন	সম্পন্ন হয়েছে (অক্টোবর ২০১৫)
২	বার্ডের কর্মকর্তা কর্মচারী এবং বার্ড ক্যাফেটেরিয়ায় দুগ্ধ সরবরাহ	চলমান রয়েছে
৩	নেপিয়ার ও জাম্বো ঘাস এবং ভুট্টা উৎপাদন ও চাষ	চলমান রয়েছে
৪	গাভি ক্রয়	অর্থের অপ্রতুলতার কারণে ক্রয় করা হয়নি



প্রদর্শনী দুগ্ধ খামার প্রকল্পের দুগ্ধ খামার পরিদর্শন করছেন বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব সালাহউদ্দিন মাহমুদ



দুগ্ধ খামার প্রদর্শনী প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব সালাহউদ্দিন মাহমুদ

৪.৩ দ্বি-পাক্ষিক প্রকল্পসমূহ

Institutionalizing Local Level Poverty Monitoring System (LLPMS)

প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৩- জুন ২০১৬
প্রকল্পের বাজেট	:	গবেষণা- ৫০,০০০ ডলার, ৩৯ লক্ষ টাকা
অর্থায়নকারী সংস্থা	:	CBMS Network, ফিলিপাইন
প্রকল্প এলাকা	:	দাউদকান্দি উপজেলার মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের যুব সমাজের বৃহৎ অংশকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে দারিদ্র্যতার স্বরূপ নির্ণয় করে তার পরিবীক্ষণ ও দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি করা।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বছরের প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

১. ইনামুরেটার্স ম্যানুয়েল তৈরি করা হয়েছে এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২. Youth and Employment and Enterpreneurship বিষয়ক গবেষণার তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে হাউজহোল্ড ও রাইডার প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ট্যাব বেইজ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩. Computer Assisted personal Interview (CAPI) ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪. সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে খসড়া প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

৫. ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে।



ট্যাব বেইজ তথ্য সংগ্রহ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন প্রকল্প বিভাগের সম্মানিত পরিচালক ড. এ, কে শরীফউল্লাহ



ট্যাব বেইজ তথ্য সংগ্রহ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের ক্লাসে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

৪.৩ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

১.পটভূমি

সদ্য স্বাধীন দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিত করতে "সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি"-এর আওতায় বঙ্গবন্ধু দ্বি-স্তর সমবায়ভিত্তিক যে আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তারই ধারাবাহিকতায় পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে দেশের সর্ববৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) ১৯৭২ সাল থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ এর মূল উদ্দেশ্য 'পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন' এর মহতী কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে বিআরডিবি নিয়োজিত রয়েছে। বিআরডিবি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দ্বি-স্তর সমবায় তথা কুমিল্লা পদ্ধতির সমবায় ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দীর্ঘ ৪০ বছর যাবৎ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন সেবা প্রদান করে আসছে। বিআরডিবি'র কার্যক্রমের অন্যতম কৌশল হলো

পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষক, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলাদেরকে সমবায় সমিতি এবং অনানুষ্ঠানিক দলের মাধ্যমে সংগঠিত করে পুঁজি গঠন, আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান, আর্থিক স্বাবলম্বী ও স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে টেকসই প্রযুক্তি হস্তান্তর, উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ সাধন ইত্যাদি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নপ্রসূত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প দেশব্যাপী সফলভাবে বাস্তবায়নে লিড এজেন্সি হিসেবে বিআরডিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এছাড়া কুড়িগ্রামসহ উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিআরডিবি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত তিনটি বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক সংস্থার সেবা প্রদান প্রক্রিয়া অধিকতর ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদগুলোর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন 'লিংক মডেল' বিআরডিবি'র কার্যক্রমে বিশেষ মাত্রা যুক্ত করেছে, যা আন্তর্জাতিক পর্যায়েও প্রশংসিত হয়েছে।

২. বিআরডিবি'র পাঁচ দশক

ষাটের দশকের শেষ ভাগে অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলন সফল করার লক্ষ্যে গ্রামীণ জনশক্তিকে সংগঠিত করে উন্নত কৃষি ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক কৃষি পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ড. আকতার হামিদ খাঁন কর্তৃক উদ্ভাবিত বিশ্ব নন্দিত কুমিল্লা মডেলের "দ্বিস্তর সমবায় ব্যবস্থা" যা ১৯৭১ সনে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) নামে জাতীয়ভাবে চালু করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে কৃষকের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে সারা দেশে আইআরডিপি'কে সম্প্রসারিত করা হয়। সদ্য স্বাধীন দেশে আইআরডিপি'র গৃহিত কার্যক্রম দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। আইআরডিপি'র সফলতা লক্ষ্য করে পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে আরও গতিশীল করার জন্য ১৯৭৩ সনে আইআরডিপি'কে 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা' নামে সরকারের একটি উন্নয়ন সংস্থায় রূপান্তর করা হয়। পরবর্তীতে বিশ্ব ব্যাংকের এক প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সংস্থাকে পূনরায় আইআরডিপিতে পরিবর্তন করা হয়। সত্তর থেকে আশির দশক পর্যন্ত কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে একক নেতৃত্বের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের দ্বিস্তর সমবায় পদ্ধতিতে সংগঠিত করে তাঁদের প্রশিক্ষণ, পূঁজি গঠন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, ঋণ সহায়তা, কৃষি প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে আইআরডিপির ব্যাপক ভূমিকা পালনের কারনে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দিকে অগ্রসর হয়। কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি আইআরডিপি উন্নয়নের স্রোতধারায় মহিলাদের সম্পৃক্তকরণের জন্য ১৯৭৫ সালে মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি ও বেকার যুবকদের সৃজনশীল সামাজিক শক্তিতে রূপান্তরের জন্য ১৯৭৮ সালে যুব উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করে।১৯৮০ সালে বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকার যৌথভাবে আইআরডিপি'র সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়নে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে। এ যৌথ সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী আইআরডিপি'র সাফল্যকে আরও সুসংহত করার উদ্দেশ্যে ১৯৮২ সালে সরকারের এক অধ্যাদেশ বলে আইআরডিপি থেকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) গঠিত হয়।

আশির দশকে বিআরডিবি তার কার্যক্রমে বৈচিত্র্যতা আনয়ন করে দ্বিস্তর সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক পল্লী উন্নয়ন দলের মাধ্যমে পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দারিদ্র হ্রাস, মহিলা উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশ সাধনসহ বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। আশির ও নব্বই দশকে বিআরডিবি সেচযন্ত্র ঋণের মাধ্যমে সমবায়ী কৃষকদের সেচযন্ত্র বিতরন করে কৃষি উৎপাদনে নব বিপ্লব ঘটায়। আশির দশক থেকে সিডা, ডানিডা, ইউকে, এডিবি, ইউনিসেফ, ইফাদ, ফাও, বিশ্বব্যাংক, নোরাড, ইউএনডিপি, জাইকা ইত্যাদি দাতা সংস্থা বিআরডিবি'র সাথে উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে কাজ করে। ১৯৮৬-১৯৯৫ মেয়াদে বিআরডিবি, বার্ড, আরডিএ, বিএইউ, জাইকা ও জাপানের কিয়োটা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে পল্লী উন্নয়নে "লিংক মডেল" নামে একটি টেকসই উন্নয়ন মডেল উদ্ভাবন করা হয় যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নব্বই দশকে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) ক্ষুদ্র ঋণসহ পল্লী উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করায় বিআরডিবি কৌশলগত দিক থেকে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এর মুখোমুখি হয়। ১৯৯২ সালে তৎকালিন সরকার ৫০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফ করলেও দেশের সকল কৃষিঋণ গ্রহিতার মতো বিআরডিবি'র সমবায়ী সদস্যরা আইনের ঘোর

প্যাঁচে ঘোষনা অনুযায়ী কৃষিঋণ মওকুফ সুবিধা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। সমবায়ীগণ সরকারের কৃষিঋণ মওকুফের ক্ষেত্রে দ্বৈতনীতির প্রেক্ষিতে পূর্বের গৃহিত ঋণ পরিশোধে অনীহা প্রকাশ করে। ফলে ব্যাপকভাবে ঋণ খেলাপী প্রবণতা তৈরী হয় এবং অধিকাংশ ইউসিসিএ ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় সার্বিকভাবে ঋণ কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। অন্যদিকে সরকার প্রাইভেট সেক্টরকে গতিশীল করার লক্ষ্যেসেচযন্ত্র বাজারজাতকরণ বেসরকারী খাতের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ার ফলে বিআরডিবি-বিএডিসি-ব্যাংক এর সম্মিলিত উদ্যোগ "সেচযন্ত্র বিতরণ" কার্যক্রম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হওয়ায় বিআরডিবি নিজের অস্তিত্ব টিকে রাখার সংগ্রামে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে নব্বই দশকে এসে বিআরডিবি তাঁর ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে এবং মারাত্মক ইমেজ সংকটে পতিত হয়।

পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক আবর্তক (কৃষি) ঋণ খাতে প্রদত্ত মঞ্জুরী ৩২০.০০ কোটি টাকায় বিআরডিবি ব্যাপকভাবে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে বিআরডিবি সর্ববৃহৎ ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সরকারী সংস্থা এবং দারিদ্র হ্রাসে সরকারী মোট ঋণের ৬৭% ঋণ যোগান দিয়ে থাকে। সরকারী ও দাতা সংস্থার অর্থায়নে বিআরডিবি এ পর্যন্ত ১১৪ টি প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার গণতান্ত্রিক সরকার কর্তৃক গৃহিত রূপকল্প-২০২১ অনুসরণে গৃহিত কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে ০৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে উদকনিক, এমসিপিপিএম প্রকল্প", ইরেসপো, আইডিয়েল, সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প, পিআরডিপি-৩ ইত্যাদি প্রকল্প। এছাড়া দারিদ্র ও ক্ষুধামুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য পূরণে মাঠ পর্যায়ে "একটি বাড়ি একটি খামার" বাস্তবায়নে বিআরডিবি মূখ্য ভূমিকা পালন করছে।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং এর ভিশন ও মিশন

৩.১ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

১৯৮২ সালের ৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারিকৃত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ (অধ্যাদেশ নং-৫৩, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ) মূলে বিআরডিবি গঠিত হয় যা ২১ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। একজন করে পরিচালকের নেতৃত্বে বিআরডিবি'র মোট ৫টি বিভাগ রয়েছে।

বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ

• স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী;	চেয়ারম্যান
• সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ অথবা ঐ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব বা যুগ্ম-সচিব,	ভাইস-
• কৃষি বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগ, অর্থ বিভাগ, জ্বালানী বিভাগ, সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ এর যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহে, এমন একজন কর্মকর্তা, পদাধিকারবলে;	সদস্য
• চেয়ারম্যান , বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, পদাধিকারবলে; • মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা ও বগুড়া (পর্যায়ক্রমে এক বৎসর অন্তর অন্তর), পদাধিকারবলে; • মহাপরচিালক ও নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, পদাধিকারবলে; • চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা, পদাধিকারবলে; • থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসমূহের জাতীয় ফেডারেশন কর্তৃক নির্বাচিত পাঁচজন সদস্য; • থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসমূহকে আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী প্রধান প্রতিষ্ঠাসমূহ হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য; • বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য;	সদস্য
• মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, পদাধিকারবলে।	সদস্য-সচিব

৩.২ বিআডিবি'র ভিশন ও মিশন

ভিশনঃ গ্রাম উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

মিশনঃ পল্লীর জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে মানব ও বস্তুগত সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার, কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও মূলধন সহায়তা প্রদানসহ পল্লীর জীবনমান উন্নয়ন ও সামাজিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সামগ্রিক পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

৪. এক নজরে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বিআরডিবি'র কার্যক্রম

ক্রঃ নং	কার্যক্রমের ধরণ ও নাম	২০১৫-২০১৬ বছরে অগ্রগতি	মন্তব্য
	ক) সাংগঠনিক কার্যক্রম		
১	সমিতি/দল গঠন	৩,৫২৩ টি	
২	সদস্য ভর্তি	১,৩৫,১২৮ জন	
	খ) মূলধন গঠন ও ঋণ কার্যক্রম		
৩	শেয়ার জমা	১১০১.১৫ লক্ষ টাকা	
৪	সঞ্চয় জমা	৪১৯.৮৯ লক্ষ টাকা	
৫	ঋণ বিতরণ	১০৬৫১৩.৬৩ লক্ষ টাকা	
৬	ঋণ আদায়	৯৯৭৪৮.১৮ লক্ষ টাকা	
৭	ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা	৪৮৮২২১ জন	
৮	গ্রাজুয়েট সদস্য সংখ্যা	১৮৭২০ জন	
	গ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম		
৯	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	৬৬৭ জন	
১০	উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	৪.২০ জন	
	ঘ) সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম		
১১	মোট বৃক্ষ রোপন	৫০.৩৮ লক্ষ	
১২	হাঁস-মুরগী টিকাদান/প্রতিষেধক	২.৯৮ লক্ষ	
১৩	মৎস্য চাষ	১৯.৪০ লক্ষ	
১৪	নারিকেলচারা রোপন (সংখ্যা)	৪৩৮	
	ঙ) অন্যান্য কার্যক্রম		
১৫	ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মণ (পিআরডিপি-৩)	২৮১০ টি	
১৬	নলকূপ মেরামত	২৫০ টি	
১৭	স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন	৩৮০৯০ টি	
১৮	উন্নত চুল্লীর ব্যবহার	৮৯৮ টি পরিবার	

৫. বিভাগীয় কার্যক্রম

বিআরডিবি'র সামগ্রিক কার্যক্রম পাঁচটি বিভাগের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে; যথা- সরেজমিন বিভাগ, পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, প্রশিক্ষণ বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ এবং অর্থ ও হিসাব বিভাগ। প্রত্যেক বিভাগ একজন পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে থাকে।

৫.১. সরেজমিন বিভাগের কার্যক্রম

সরেজমিন বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবি'র মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকি হয়ে থাকে। সরেজমিন বিভাগের আওতাধীন ৭টি শাখা রয়েছে; যথা ১. সমবায় শাখা ২. ঋণ শাখা ৩. সেচ শাখা ৪. সম্প্রসারণ শাখা ৫. বাজারজাতকরণ শাখা ৬. বিশেষ প্রকল্প শাখা ও ৭. মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ। সরেজমিন বিভাগে একজন পরিচালক, তিনজন যুগ্মপরিচালক ও ছয়জন উপপরিচালক কর্মরত আছেন।

৫.২. পরিকল্পনা, গবেষণা ও মূল্যায়ন এবং পরিবীক্ষণ বিভাগ

বিআরডিবি'র ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও প্রকল্প/কর্মসূচির প্রস্তাবনা তৈরি, চলমান প্রকল্পসমূহের যথাযথ মনিটরিং এবং গবেষণা ও মূল্যায়ন করা এ বিভাগের প্রধান কাজ। এ বিভাগে একটি পরিচালক, দুইটি যুগ্মপরিচালক ও চারটি উপপরিচালকের পদ রয়েছে।

৫.৩ প্রশিক্ষণ বিভাগ

প্রশিক্ষণ বিভাগ বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। এছাড়াও বিআরডিবি'র তিনটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ চাহিদা অনুমোদনসহ উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সমন্বয় সাধন করা এ বিভাগের কাজ। এ বিভাগে একজন পরিচালক ও একজন উপপরিচালক কর্মরত আছেন।

৫.৪ প্রশাসন বিভাগ

বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেটের আওতাধীন কর্মী ব্যবস্থাপনা ও মানবসম্পদ পরিকল্পনা (Human Resource Planning) সহ মানবসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রশাসন বিভাগের দায়িত্ব। এ বিভাগ একজন পরিচালক, একজন যুগ্মপরিচালক ও দুইজন উপপরিচালকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। প্রশাসন বিভাগের আওতাধীন ৫ টি শাখা/উপশাখা রয়েছে; যেমন- (১) পার্সোনেল শাখা, (২) শৃঙ্খলা উপশাখা (৩) পেনশন (প্রশাসন) উপশাখা (৪) সাধারণ পরিচর্যা উপশাখা ও (৫) যানবাহন উপশাখা।

৫.৫ অর্থ ও হিসাব বিভাগ

বিআরডিবি'র আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি অর্থ, হিসাব ও নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এ বিভাগের আওতাধীন ৫টি শাখা/উপশাখা রয়েছে; যথা- (১) অর্থ ও বাজেট শাখা, (২) হিসাব শাখা, (৩) নিরীক্ষা শাখা, (৪) পরিদর্শন শাখা এবং (৫) পেনশন (অর্থ) উপশাখা। এ বিভাগ একজন পরিচালক, দুইজন যুগ্মপরিচালক এবং চারজন উপপরিচালকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

৬. এডিপিভূক্ত প্রকল্পসমূহ পরিচিতি

এক নজরে বিআরডিবি'র ২০১৫-২০১৬বছরের এডিপি

- প্রকল্প সংখ্যা ঃ ৭টি
- মোট সংশোধিত বরাদ্দ ঃ ১৩৫৬৩.০০ লক্ষ টাকা
- মোট ছাড় ঃ ১৩৫৩৯.০০ লক্ষ টাকা
- মোট ব্যয় ঃ ১৩৫০৫.৯৯ লক্ষ টাকা
- ব্যয়ের হার ঃ ৯৮.৯২% (বরাদ্দের বিপরীতে)

৬.১ এডিপিভূক্ত প্রকল্পসমূহের পরিচিতি

৬.১.১. অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (পিআরডিপি-৩)

- প্রকল্প ঃ দেশের ৬৪টি জেলার ২০০টি উপজেলার ৬০০টি ইউনিয়ন
- প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০২০
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস ঃ ২৩১৬৭.১৫ লক্ষ টাকা, জিওবি ও ইউনিয়ন পরিষদ

প্রকল্পের সফলতা অর্জনে করণীয় প্রস্তাব: লিংক মডেল কার্যক্রমের সফলতার জন্য বিআরডিবি'র ৪৫তম বোর্ড সভায় লিংক মডেলকে বিআরডিবি'র নিয়মিত কর্মকাণ্ড হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- লিংক মডেল হচ্ছে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যার উদ্দেশ্য গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন;
- জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপক ভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা;
- সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থার সকল সেবা ও সরবরাহ ফলপ্রসূভাবে সাধারণ জনগণের নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করা;
- জীবনমান উন্নয়নে ক্ষুদ্র অবকাঠামো মেরামত/নির্মাণ;
- স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও মানবসম্পদের উন্নয়ন

- সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা

৬.১.২. পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ)-২য় পর্যায়

- প্রকল্প এলাকা বিভাগের ঃ রাজশাহী, খুলনা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল ও রংপুর আওতায় নির্ধারিত ৪২টি জেলার ১৯০টি উপজেলা
- প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস ঃ ৩৩১৪২.০৭ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৯০৮৫.৪৫ লক্ষ এবং ইউবিসিসিএ'র নিজস্ব আয় হতে ১৪০৫৬.৬২ লক্ষ টাকা)।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- শেয়ার ও সঞ্চয় জমা করে পুঁজি গঠন;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষম করা;
- বিত্তহীনদের মাঝে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণপূর্বক তাদের কর্মসংস্থান ও আয় উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি;
- সক্ষম ও স্বয়ম্ভর প্রতিষ্ঠান তৈরি করে আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্যতা বিমোচন করা ।

৬.১.৩. দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়)

- প্রকল্প এলাকা ঃ ৬৪টি জেলার ২৫৬টি উপজেলা
- প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস ঃ ৬০৯৩.৬১ লক্ষ টাকা (বাংলাদেশ সরকার)

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- আমদানি নির্ভর অপ্রধান শস্য যেমন তৈলবীজ, আদা, রসুন, পিয়াজ ইত্যাদি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানো এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- অপ্রধান শস্যের আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ও দারিদ্র্য বিমোচনে অবদানসহ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি;
- উপকারভোগী সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে পুঁজি গঠন ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়তাকরণ;
- ২,৩০,৪০০ জন দরিদ্র চাষিকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সুবিধা প্রদান।

৬.১.৪. দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)

প্রকল্প এলাকা ঃ খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ১৫টি জেলার ৫৯টি উপজেলা।
প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জানুয়ারি ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত।
বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস ঃ ১৩১৩৯.৮২ লক্ষ টাকা, বাংলাদেশ সরকার।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ দরিদ্র ও অসহায় মহিলাদের দারিদ্র্য হ্রাস এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

৬.১.৫. ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এওয়ারনেস এন্ড লাইভলিহুড প্রজেক্ট কুড়িগ্রাম (আইডিইএএল)

- প্রকল্প এলাকা ঃ কুড়িগ্রাম জেলার ০৯টি উপজেলার (৭২টি ইউনিয়ন ও ৩টি পৌরসভা)
- প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ১২ থেকে জুন ১৬ পর্যন্ত
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস ঃ ২০৪৩.৭৫ লক্ষ টাকা (বাংলাদেশ সরকার)

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে অনুপ্রেরণা ও সচেনতা সৃষ্টি;
- সমাজ ও পরিবারের সম্ভাবনাময় শক্তি জাগরুক করা;
- যথার্থ উন্নয়ন ও সমন্বিত কার্যক্রমের জন্য মানব সম্পদ ও সাংগঠনিক অবকাঠামো সৃষ্টি;
- কর্মকাণ্ডভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি;
- প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তার আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড গ্রহণের মাধ্যমে জীবিকা ও জীবনযাত্রার মনোন্নয়ন।

৬.১.৬. সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প

- প্রকল্প এলাকা ঃ ৫টি বিভাগের ২০টি জেলার ৬১টি উপজেলা
- প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জানুয়ারি ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস ঃ ১৯৮৩.০৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৮৩৫.৯৬ লক্ষ এবং কৃষক সমবায় সমিতি ১৪৭.১০ লক্ষ টাকা)

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- বিআরডিবিভুক্ত ৫২৪টি অচল/অকেজো কিন্তু মেরামতযোগ্য গভীর নলকূপ মেরামত করে সেচ এলাকা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে দারিদ্র্য বিমোচন করা।

৬.১.৭ উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)

প্রকল্প এলাকা ঃ বৃহত্তর রংপুর বিভাগের ৫টি জেলার ৩৫টি উপজেলার ১০৫টি ইউনিয়ন।
প্রকল্পের মেয়াদ ঃ এপ্রিল, ২০১৪ হতে মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত।
বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস ঃ ৯৪৮৭.৫৯ লক্ষ টাকা, বাংলাদেশ সরকার।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প এলাকার দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনমূখী আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- উপকারভোগীদের জন্য কাঁচামাল প্রাপ্তি সহজলভ্য করা এবং Market Linkage গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভাগীয় শহরে প্রদর্শনী কাম বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন;
- স্বল্প সেবামূল্যের বিনিময়ে (বাৎসরিক মাত্র ৬% হারে) উপকারভোগী সদস্যদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;

৬.২ অবলুপ্ত কিন্তু বিআরডিবি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহ

৬.২.১. পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)

- প্রকল্প এলাকা ঃ ২২টি জেলার ১২৩ উপজেলা।
- প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই, ১৯৯৩ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত।
- বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস ঃ ১৭,০৬৬.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দলগতভাবে সংগঠিত করে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সার্বিক জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তাদানসহ স্থায়ীভাবে তাদের দারিদ্র্য বিমোচনের ব্যবস্থা করা;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষম জনশক্তিতে রূপান্তর;
- নারী ক্ষমতায়ন ও সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিত্তহীন জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নায়ন এবং জীবনযাত্রার গুণগত পরিবর্তন সাধন।

৬.২.২. পল্লী প্রগতি প্রকল্প (পপ্রপ্র)

- প্রকল্প এলাকা ঃ ৪৭৬টি উপজেলার ৪৭৬টি ইউনিয়ন।
- প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০০০ হতে জুন ২০০৮ পর্যন্ত।
- বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস ঃ ১৪৯৬৬.৭৮ লক্ষ টাকা (জিওবি)।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- ক্ষুদ্র ঋণ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে আয়বর্ধনের যোগ্যতা বৃদ্ধিকরণ;
- সামাজিক উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়ন;
- সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও প্রজনন; সামাজিক বনায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি।

৬.২.৩. উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)

- প্রকল্প এলাকা ঃ ৫টি জেলার ২৭টি উপজেলা
- প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ১৯৮৬ হতে জুন ২০০৩ পর্যন্ত
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস ঃ ৯০৪১.৭৮ লক্ষ টাকা (৩য় পর্যায়) সিডা ও জিওবি।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- ৫০ শতাংশের বেশি জমি নয় এমন জনগোষ্ঠীকে পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ;
- ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড;
- আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

৬.২.৪ সার বিতরণ ও ঋণ কার্যক্রম (এফএও প্রকল্প)

- প্রকল্প এলাকা ঃ ২০ জেলার ২২ টি উপজেলা
- প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ১৯৭৯ হতে জুন ১৯৮৭ পর্যন্ত
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস ঃ ১৭৩.৭২ লক্ষ টাকা (এফএও/ইউএনডিপি)
- বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা ঃ সরেজমিন বিভাগের বাজারজাতকরণ শাখা

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উন্নত সার ও বীজ সরবরাহ;
- নগদ অর্থের মাধ্যমে ঋণ প্রদান;
- গোডাউন নির্মাণ।

৬.২.৫ সরিষাবাড়ি পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসআরডিপি)

- প্রকল্প এলাকা ঃ জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলা
- প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৬ হতে ডিসেম্বর ১৯৯৮ পর্যন্ত
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস ঃ ২৬.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)
- বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা ঃ সরেজমিন বিভাগের বাজারজাতকরণ শাখা

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে প্রান্তিক চাষি ও বিত্তহীন মহিলাদের সংগঠন সৃষ্টি;
- পুঁজি গঠন, আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা প্রদান;
- আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

৬.২.৬ অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি

- প্রকল্প এলাকা ঃ বিআরডিবিভুক্ত দেশের সকল উপজেলা
- প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০০৯ পর্যন্ত
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস ঃ ৩৭৫০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)
- বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা ঃ সরেজমিন বিভাগের বাজারজাতকরণ শাখা

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান;
- পুঁজি গঠন, ঋণ সহায়তা প্রদান, আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা দান।

৬.২.৭ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য অঞ্চলের ৩টি জেলার ২৫টি উপজেলায় বিআরডিবি'র মাধ্যমে জুলাই ১৯৯২ থেকে জুন ১৯৯৬ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প শিরোনামে বিআরডিবির তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- প্রকল্প এলাকা ঃ দেশের ০৩টি পার্বত্য জেলার ২৫টি উপজেলা

- প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই'১৯৯২ থেকে জুন' ১৯৯৬ পর্যন্ত
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস ঃ ৪২৬.৩১ লক্ষ টাকা ও বাংলাদেশ সরকার
- বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা ঃ সরেজমিন বিভাগের সেচ শাখা

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পশ্চাদপদ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়ন;

৬.২.৮ টাঙ্গাইল জেলায় সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ প্রকল্পঃ

- প্রকল্প এলাকা ঃ টাঙ্গাইল জেলায় ১১টি উপজেলা
- প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ১৯৯৪ হতে জুন ১৯৯৯ পর্যন্ত
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস ঃ ২১৮.০০ লক্ষ টাকা ও বাংলাদেশ সরকার
- বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা ঃ সরেজমিন বিভাগের সেচ শাখা

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- ভূমিহীন কৃষক ও বর্গাচাষীদের সংগঠিত করে কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি ও সেচ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ;
- আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, পারিবারিক আয়বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন;

৬.২.৯ সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)

- প্রকল্প এলাকা ঃ দেশের ৬৪ টি জেলার ৪৪৩ টি উপজেলা
- প্রকল্পের মেয়াদ ঃ চলমান
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস ঃ ১৮৪.২৫ কোটি টাকা, রাজস্ব (অনুন্নয়ন) বাজেটের আওতায় ছাড়কৃত আবর্তক (Revolving) ঋণ তহবিল।
- বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা ঃ সরেজমিন বিভাগের সম্প্রসারণ শাখা

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য সংগঠনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রবাহ নিরবিচ্ছিন্ন রাখা;
- সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমার মাধ্যমে নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি;
- আর এল এফ প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে ঋণ তহবিল বৃদ্ধি।

৬.২.১০ গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প

- প্রকল্প এলাকা প্রকল্প এলাকা ঃ দেশের ৫৩টি জেলার ১৩৭টি উপজেলায় চালু রয়েছে
- প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস ঃ ১০৬৫.০০ লক্ষ টাকা (জেডিসিএফ)
- বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা ঃ সরেজমিন বিভাগের সম্প্রসারণ শাখা

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য অনানুষ্ঠানিক দলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রবাহ নিরবিচ্ছিন্ন রাখা;
- সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমার মাধ্যমে নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি;
- আরএলএফ প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে ঋণ তহবিল বৃদ্ধি;
- আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগের লক্ষ্যে জামানতবিহীন সহজ শর্তে ঋণ প্রদান।

৬.২.১১ গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি (গ্রামউকসক)

- প্রকল্প এলাকা ঃ বাংলাদেশের ৩টি জেলার ৩টি উপজেলা।
- প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত।

- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস ঃ ২৮.০০ লক্ষ টাকা (আফ্রো-এশিয়ান রুরাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন)
- বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা ঃ সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখার

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- গ্রামীণ মহিলাদের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন;
- অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আয়বর্ধন ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি;
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এর মাধ্যমে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য ঘুচানো।

৬.২.১২ গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (গ্রামউক)

- প্রকল্প এলাকা ঃ বাংলাদেশের ৩টি জেলার ৩টি উপজেলা।
- প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জানুয়ারি ২০০৪ হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত।
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস ঃ ২৯.১০ লক্ষ টাকা (আফ্রো-এশিয়ান রুরাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন)
- বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা ঃ সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- গ্রামীণ মহিলাদের দারিদ্র্যতা দূরীকরণ ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন;
- উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের বিপরীতে দলভুক্ত সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান;
- আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠন এবং সয়ম্ভরতা অর্জন
- পরিবার তথা সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি
- পরিবারের সদস্যদের সুস্থতার জন্য স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পুষ্টি সম্পর্কে সচেতন করা।

৬.২.১৩ দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প (দুএদাবি)

- প্রকল্প এলাকা ঃ বাংলাদেশের ১২টি জেলার ১২টি উপজেলা।
- প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০০০ হতে জুন ২০০৩ পর্যন্ত।
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস ঃ ৮৭০.০০ লক্ষ টাকা (ইফাদ)।
- বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা ঃ সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- দুর্যোগপূর্ণ এলাকার ক্ষতিগ্রস্তদের আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি;
- দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিহীন ও দুস্থ জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সারাদেশে নির্মিত ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৬.২.১৪ মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় উন্নয়ন সমিতি (মবিকেউস)

- প্রকল্প এলাকা ঃ ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী এই ০৬ টি জেলার ২০ টি উপজেলায় কর্মসূচির কার্যক্রম চলছে।
- প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ১৯৮৫ হতে জুন ১৯৯৩ পর্যন্ত।
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস ঃ ২৬৫৯.০৪ লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)।
- বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা ঃ সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- গ্রামীণ মহিলা জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে বিভিন্ন আয়বর্ধকমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত করা;
- কর্মসূচিভুক্ত মহিলাদেরকে বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কুটির শিল্পে নিয়োজিত করা;
- উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তাদেরকে নতুন নতুন প্রযুক্তি/ কৌশল ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা;
- বাড়তি আয়ের দ্বারা পরিবার ও সামাজিক উন্নয়ন তথা জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা।

৬.২.১৫ দুঃস্থ পরিবার উন্নয়ন সমিতি (দুপউস)

- প্রকল্প এলাকা ঃ বাংলাদেশের ২৩ টি জেলার ২২ উপজেলা
- প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ১৯৮২ হতে জুন ১৯৯৩ পর্যন্ত।
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস ঃ আরএলএফ সহ ১৭০.৭৭ লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)।
- বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা ঃ সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

- গ্রামীণ দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ও তাদের বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত করা;
- বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান ও ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা;
- বাড়তি আয়ের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা;

৬.২.১৬ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্প (ব্যান পিএইচ সি-০০৬)

- প্রকল্পের নাম ঃ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্প (ব্যান পিএএইচসি-০০৬)
- প্রকল্প এলাকা ঃ হাট হাজারী-চট্টগ্রাম, ফকিরহাট-বাগেরহাট, বাকেরগঞ্জ-বরিশাল (প্রতিটি উপজেলায় ২টি করে ইউনিয়ন)
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস ঃ ১৬.০২ লক্ষ টাকা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)
- বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা ঃ পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগের প্রোগ্রামিং শাখা

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ সঞ্চয় কার্যক্রম, ঋণ সেবা, নেতৃত্বের বিকাশ, আয়বৃদ্ধি ও স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।

৬.২.১৭ আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২

- প্রকল্প এলাকা ঃ ৩৯টি জেলার ১০৫টি উপজেলা
- প্রকল্পের মেয়াদ ঃ এপ্রিল ২০০৭ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত
- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও উৎস ঃ ৯.২৭ লক্ষ টাকা (জিওবি)
- বাস্তবায়নকারী বিভাগ/শাখা ঃ প্রশিক্ষণ বিভাগ

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের দারিদ্র্য বিমোচন ;
- অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর নাগরিক ও মানবিক অধিকার সংরক্ষণ এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যাদি এবং গৃহ সংস্থানের মাধ্যমে গরীব জনগণের জীবনমান উন্নয়ন;
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা।

৭. বিআরডিবি'র অধীনে পরিচালিত নিজস্ব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান	যোগাযোগ	মন্তব্য
১	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই)	খাদিমনগর, সিলেট	পরিচালক ০৮২১-৭৬০৪০৪ drbrdti@brdb.gov.bd	
২	নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এনআরডিটিসি)	মাইজদী, নোয়াখালী	০৩২১-৬১০৫৬	
৩	মহিলা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ডব্লিউটিসি)	টাঙ্গাইল	০৯২১-৬৩৬৯৭	

৮. প্রদর্শনী কাম সেলস্ সেন্টারসমূহ

ক্রঃ নং	ডিসপ্লে সেন্টারের নাম	ঠিকানা/অবস্থান	প্রতিষ্ঠার তারিখ	উদ্যোক্তা প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
১	কারুপল্লী	পল্লী ভবন ৫,কাওরান বাজার ঢাকা-১২১৫	২৭/০৪/৮৯	বিআরডিবি-জাইকা এর যৌথ উদ্যেগে	বিআরডিবি'র সমিতির সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যসমূহ কারুপল্লীর মাধ্যমে বাজারজাতকরণ করা হয়
২	প্রদর্শন ও পণ্য উন্নয়ন কেন্দ্র (কারুগৃহ)	রেড ক্রিসেন্ট মার্কেট আলীপুর, ফরিদপুর	০৪/০১/১৯৯৯	উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)	প্রশিক্ষণার্থীদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করা হয়
৩	ওমেন ফ্যাশন হাউজ "শান্তি"	ভালুকা, ময়মনসিংহ	০৩/০৯/২০১৩	বিআরডিবি-কোইকা যৌথ উদ্যেগে	
৪	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র	ধাপ ক্যান্ট রোড চেকপোষ্ট,রংপুর	১০/০২/২০১৩	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (উদকনিক) -২য় পর্যায়	
৫	বিক্রয়, বিপনন ও সেবা কেন্দ্র	আদর্শ পৌরবাজার ২য়তলা, কুড়িগ্রাম	০১/০১/২০১৫	আইডিইএএল প্রকল্প, কুড়িগ্রাম	
৬	পল্লী বাজার, ঢাকা	পল্লী কানন কমপ্লেক্স প্লট নং-০৯, সেক্টর-০৮ উত্তরা, ঢাকা	২৪/০৬/২০১৫	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)	
৭	পল্লী বাজার, যশোর	ড্রিমপ্লাজা, ৩৭ হাজী মোহাম্মদ মহসীন রোড, দড়াটানা, যশোর	৩০/০৬/২০১৫		
৮	পল্লী বাজার, খুলনা	হাজী এ মালেক চেম্বার ৮০ যশোর রোড, খুলনা	০৪/০৮/২০১৫		



বিআরডিবি'র কারুপল্লী, কাওরানবাজার, ঢাকা এর প্রদর্শণী ও বিক্রয়কেন্দ্র



বিআরডিবি'র ইরেসপো প্রকল্পের পল্লীবাজার, যশোর এর প্রদর্শণী ও বিক্রয় কেন্দ্র



বিআরডিবি'র উদকনিক প্রকল্পের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র, রংপুর।

৯. উপকারভোগীদের কিছু সফল কাহিনী

৯.১ কৃষক মোঃ নজরুল ইসলামের সাফল্যের কাহিনী

সাগর কন্যা কুয়াকাটার নৈসর্গিক সৌন্দর্য মন্ডিত দক্ষিণ অঞ্চলের সর্ববৃহৎ উপজেলা কলাপাড়া। এরই একটি গ্রামের নাম চরবালিয়াতলী। ঐ গ্রামে কলাপাড়া উপজেলার বিআরডিবি'র সর্ববৃহৎ সমিতি অবস্থিত, যার নাম চরবালিয়াতলী কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ। সমিতিটির নিবন্ধন নং-১৭০ পিডি, তারিখঃ ২৬/০৬/৭৪ ইং। এই সমিতির সদস্য সংখ্যা ২৭ জন। জনাব নজরুল ইসলাম, ঐ সমিতির ম্যানেজার ও একজন সফল কৃষক। ১৯৭৪ ইং সালে বিআরডিবি ইউসিসিএ লিঃ থেকে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করে কৃষিকাজ শুরু করেন। তাঁর সামান্য পরিমান জমি ছিল। তখন জমি ছিল এক ফসলী, সাগর পরিবেষ্টিত এলাকা হওয়ায় জমিটি লবনাক্ত ছিল এবং বন্যায় জমি প্লাবিত হতো সে কারণে এক ফসল উৎপাদন ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। তাঁর সংসারে অভাব অনটন ও দুঃখ কষ্ট ছাড়া আর কিছু ছিল না।

বিআরডিবি'র ইউসিসিএ লিঃ থেকে ঋণ গ্রহণ করে বর্তমানে তিনি মৎস্য চাষ,গাভী পালন, মহিষ পালন, হাঁসমুরগী পালন ও শাক সবজি বাগান করে একজন সফল কৃষক। বিআরডিবি থেকে কৃষি, মৎস্য ও গাভী পালনের উপর অনেকবার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তাঁর বর্তমান শেয়ার জমা ৪,৫০০/- (চার হাজার পাঁচশত) টাকা এবং সঞ্চয় জমা ৬,২০০/- (ছয় হাজার দুইশত) টাকা। এ বৎসর তিনি মাছ চাষ করে জমা ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মাছ বিক্রি করতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।





মোঃ নজরুল ইসলামের মৎস্য খামার ও গরুর খামার, চরবালিয়াতলী, কে এস এস, কলাপাড়া, পটুয়াখালী।

সর্বশেষ বিগত ২২/০৪/২০১৫ ইং তারিখ কলাপাড়া ইউসিসিএ লিঃ থেকে তিনি গাভী পালন খাতে ৩৪,০০০/- (চৌত্রিশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন। তাঁর গোয়ালে ১৮ টি গরু এবং ৫ টি মহিষ আছে। সংসারের প্রয়োজনীয় দুধের চাহিদা মিটিয়ে দুধ বিক্রি করেন ও গরু মহিষ পালন করে আনুমানিক বছরে আয় ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা। তিনি বাড়ির পুকুর পাড়ে এবং আঙ্গিনায় শাক সবজির চাষ ও বিভিন্ন প্রকার ফলজ, বনজ এবং ভেষজ গাছ রোপন করেছেন। নিজের চাহিদা মিটিয়ে বৎসরে ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা আয় করেন। সংসার জীবনে তিনি একজন সফল ব্যক্তি। তিনি আধাপাকা টিনসেড বাড়িতে স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন ও সোলার বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। গ্রামের স্বচ্ছল পরিবারে একসময় যেমন ছিল পুকুর ভরা মাছ, গোয়াল ভরা গরু, হাঁস মুরগীর খামার, শাকসবজির বাগান। জনাব নজরুল ইসলাম বর্তমানে তেমনি একটি স্বচ্ছল পরিবার। জনাব নজরুল ইসলাম একজন আত্মনির্ভর, সফল ও আদর্শ কৃষক সমবায়ী। তাঁর ভবিষ্যত জীবন সুন্দর স্বাছন্দ ও সুখময় কামনা করছি।

৯.২ তানজিলার পথ চলা

নরসিংদী সদর উপজেলার মেহেরপাড়া ইউনিয়নের ভগিরথপুর গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে তানজিলা। এস.এস.সি পাশ করার পর এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর সাথে বিয়ে হয় তার। স্বামীর ঘরে এসে ভাবতে থাকেন, স্বল্প আয়ে কিভাবে চলবে তাদের সংসার। বাংলাদেশ টেলিভিশনের এক অনুষ্ঠানে হস্তশিল্প উৎপাদন পদ্ধতির উপর একটি প্রতিবেদন দেখান। শিখে ফেলেন শো-পিছ ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্যী তৈরির পদ্ধতি। স্থানীয় মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় থেকেও এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। শুরু হয় তানজিলার পথ চলা। একদিন প্রতিবেশি রাহেলার পরামর্শে নরসিংদী সদর উপজেলায় বিআরডিবি'র মাধ্যমে পল্লী প্রগতী প্রকল্পের আওতায় ২০ জন মহিলা নিয়ে বিগত ০৮/০২/২০১১ তারিখ ভগীরথপুর বিত্তহীন মহিলা দল গঠন করে। ১ম পর্যায়ে প্রত্যেক মাথাপিছু ১০,০০০/- টাকা করে ২,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে।



তানজিলার হস্তশিল্প কার্যক্রম, নরসিংদী সদর।

তানজিলা নিজ নামে ১০,০০০/- টাকা এবং ব্যক্তিগত সঞ্চিত অর্থের সমন্বয়ে গঠিত পুঁজি নিয়ে সুই, পুথি, স্টোন, নকশা জড়ি কিনে শো পিছ সামগ্রী তৈরী শুরু করেন। স্থানীয় দোকান গুলোতে তানজিলার বানানো শো পিছ সামগ্যীর চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কিংবা সমিতি ভিত্তিক মেলা হলে তানজিলার বানানো দ্রব্য

সামগ্রী প্রদর্শন করা হয়। তার নিপুন হাতের কাজের বাহারি শো পিছ সামগ্রীর খ্যাতি দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে চাহিদা বাড়ানোর সাথে সাথে বিক্রিও বাড়ছে। এতে তার আয়ও বেড়ে চলেছে। স্বামী ও তাকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করছেন। তার মুখে হাসি ফুটে যায়। তিনি সঠিক ভাবে সাপ্তাহিক কিস্তি পরিশোধ করে ৪র্থ পর্যায়ে ২০ জন সদস্যের নামে ৪,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। তিনি মহিলা দলের ৮/১০ জন সদস্যকে হস্তশিল্পের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করেছেন। তার মাধ্যমে ভগিরথপুর বিত্তহীন মহিলা দলের অন্যান্য সদস্যরাও স্ববলম্বী হচ্ছেন। তার দলের ১০০% ঋণ পরিশোধ করেছেন। তানজিলার এক ছেলে ও এক মেয়ে স্কুলে পড়াশুনা করছেন। এ কাজ করে তানজিলা পরিবারের জন্য টিভি ,ফ্রিজ ও অন্যান্য গৃহ সামগ্রী কিনেছেন। তিনি এখন সন্তান নিয়ে সুখী। তানজিলা পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সচেতন। তার সফলতা প্রতিবেশীদেরও অনুপ্রেরণা দিচ্ছে। তানজিলা এলাকার বেকার মহিলাদের আদর্শ।

৯.৩ পল্লী প্রগতি প্রকল্প বদলে দিয়েছে রীতা রাণী মজুমদারের ভাগ্য

রীতা রাণী মজুমদার একজন সংগ্রামী মহিলার নাম। তেরখাদা উপজেলার সাচিয়াদাহ পল্লী প্রগতী প্রকল্প (মহিলা) দল নামের একটি দল গঠনের মাধ্যমে তার সংগ্রামী জীবনের শুরু। তার পরিবারে মোট ০৭(সাত) জন সদস্য। ০৪ (চার) টি মেয়ে ও ০১ (এক) টি ছেলে। রীতা রাণীর স্বামীর নাম দুলাল চন্দ্র মজুমদার। স্বামী একজন ক্ষুদ্র কৃষক। রীতা রানী ০৫(পাঁচ) সন্তান ও স্বামীকে নিয়ে অতি কষ্টে দিন যাপন করেছিলেন। এমন সময়ে পল্লী প্রগতী প্রকল্পের দল গঠন করে ভাগ্য পরিবর্তনের আসার আলো দেখায় গ্রাম সংগঠকের উপদেশ মোতাবেক সে ২০ জন সদস্য নিয়ে সাচিয়াদাহ পল্লী প্রগতি প্রকল্প মহিলা দল গঠন করে। প্রথমে দলের ২০ জন সদস্যে নামে ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহন করেন। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এই টাকা থেকে তিনি ৫ (পাঁচ) টি ছাগল ক্রয় করেন। ছাগল পালনের পাশাপাশি তিনি ৫০ কিস্তিতে সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করেন। পুঁজি হিসেবে থেকে যায় ৫টি ছাগল। ২য় দফায় তিনি দল থেকে ৮,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন । এই টাকা থেকে তিনি ৭ টি ছাগল ক্রয় করেন।


রীতা রাণী মজুমদার ছাগল পালনে ব্যস্ত, তেরখাদা, খুলনা।

পরবর্তি বছরে তিনি ১০ টি ছাগল বিক্রি করে দেন। যার বাজার মূল্য প্রায় ২০,০০০/-টাকা। বাকি দুটি ছাগল ২ টি করে বাচ্চা দেয় তখন তার ছাগলের সংখ্যা হয় ৬ টি। রীতা রাণী পরবর্তী বছর ঋণ নেয় ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা। রীতা রাণী তখন সাপ্তাহিক ১৫০০ টাকা করে কিস্তি ও ১০ টাকা করে সঞ্চয় দলে জমা করতো। রীতা রাণী এভাবে প্রতি বছর ঋণ নিয়ে পুঁজি গঠন করতে লাগলো। আর তার ঋণ ও পুঁজি মিলিয়ে ছাগল পালনের পাশাপাশি চিংড়ির ঘেরে ও টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন। তাতে করে রীতা রাণী এই দুই খাত থেকে প্রায় ৫০,০০০/- টাকা করে পুঁজি গঠন করেছিলেন। রীতা রানী তার সংসার ও ছেলে মেয়ের খরচ এর মধ্য দিয়েই করেছিলেন। দল থেকে ২৩,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। তিনি পুরা টাকা দিয়ে ছাগল ক্রয় করেন আর চিংড়ীর ঘেরে লাগান। বর্তমানে তিনি প্রতি বছর প্রায় ৬৫,০০০/- টাকা কর্মক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেন। রীতা রাণী প্রকল্পে ঢোকার পর চার মেয়ে ও এক ছেলেকে পড়াশুনা করিয়েছেন। তিনি তার তিন মেয়েকে বিবাহ দিয়েছেন। ছোট মেয়ে গ্রাজুয়েট পরীক্ষার্থী। ছেলে পড়াশোনার পাশাপাশি বাবা মায়ের কাজে সাহায্য করছেন। রীতা রাণী স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ও নিরাপদ পানি ব্যবহার করেন। তিনি তার সংসারের সুখ স্বাচ্ছন্দ ফিরিয়ে এনেছেন। তার এই ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য পল্লী প্রগতি প্রকল্প বিআরডিবি তেরখাদা খুলনা এর কাছে চিরঋণী।

১০. ফটো গ্যালারি (বিআরডিবি'র কার্যক্রমের কিছু চিত্র)



শস্য ঋণের সুদ মওকুফের ভর্তুকির চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র



শস্য ঋণের সুদ মওকুফের ভর্তুকির চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী



৪৬ তম বোর্ড সভায় বিআরডিবি'র পল্লী ভবনে মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের আগমন



বিআরডিবি'র ৪৬ তম বোর্ড সভায় মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিব, মহাপরিচালক সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ



দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণে প্রযুক্তিগত কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণের সনদপত্র বিতরণ



চালিতাতলা মহিলা সমিতির মিরা রাণী পাল,নড়াইল সদর, নড়াইল



মোবাইল সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ, বাপার্ড



হোগলা পাতার প্রশিক্ষণ,কচুয়া, বাগেরহাট



এম্বোডারিং প্রশিক্ষণে সমবায়ী



মুরগীর খামার, মেহেপুর সদর

৪.৪ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

বাঙ্গালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ পুনর্গঠন এবং ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে দেশের দারিদ্রপীড়িত উত্তরাঞ্চলে পল্লী উন্নয়ন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা অন্যতম। তিনি যথার্থই অনুভব করেছিলেন যে, গ্রামভিত্তিক বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার কোন বিকল্প নাই। তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ২.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে একাডেমী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯৯০ সালে ১০নং আইনের দ্বারা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। একাডেমীর মূল দায়িত্ব প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা ও এডভাইজারি সার্ভিসেস বা পরামর্শ সেবা প্রদান করা। একাডেমী প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে উল্লিখিত দায়িত্ব সফলভাবে পালন করে আসছে। বর্তমানে আরডিএ সুনির্দিষ্ট ভিশন ও মিশনকে সামনে রেখে কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

একাডমী ১৯৭৩-৭৪ হতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জুন ২০১৬ পর্যন্ত ৪,৩৭৮টি ব্যাচে মোট ৩,৮৯,৪৪২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে পুরুষ ১,৬৩,১৪০ জন এবং মহিলা ৬০,৪০৩ জন। ২০১৫-১৬ সালের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নিজস্ব, একাডেমীর বিভিন্ন প্রকল্প এবং বিভিন্ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে মোট ১৫৮ টি কোর্স পরিচালনা করে। এ সকল কোর্সে সর্বমোট ৬৪,০৩২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৪৫,৫৪৪ জন পুরুষ এবং ১৮৪৮৮ জন মহিলা।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সার-সংক্ষেপ (জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৬)

উদ্যোক্তা		কোর্স সংখ্যা	ব্যাচ সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			প্রশিক্ষণ জনদিবস
				পুরুষ	মহিলা	মোট	
১।	একাডেমীর নিজস্ব উদ্যোগে আয়োজিত প্রশিক্ষণ	২২	২৭	৯৯৩	৩৫৪	১৩৪৭	৫৫৩৩
২।	একাডেমীর প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের অর্থায়নে পরিচালিত প্রশিক্ষণ	৯	২১	৫৮৩	১১১	৬৯৪	৪৩৯৪
৩।	অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ	২৪	১৬৮	৩৫৬৮	২২৩৮	৫৮০২	৫০৪৭৮
৪।	বহিরাগত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ	৫৯	১০৫	৫৮৭১	১৬১৩	৭৪৮৪	১৬১৬৪
৫।	বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রী ও সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ একাডেমীর উদ্ভাবনীমূলক কর্মকান্ড পরিদর্শন	১৩	৩৯	১৮৭৩	১২৬৮	৩১৪১	৩৮১৬
৬।	আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা-২০১৫	১	১	৩২৬৫৬	১২৯০৮	৪৫৫৬৪	৪৫৫৬৪
	মোট	১৫৮	৩৫৭	৪৫৫৪৪	১৮৪৮৮	৬৪০৩২	১২৫৯৪৯

গবেষণা কার্যক্রম

একাডেমীর মূল কার্যক্রমের মধ্যে গবেষণা অন্যতম। পল্লীবাসীর জীবন জীবিকার মানোন্নয়ন, পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ, নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ, কৃষি ও পরিবেশবান্ধব টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়তা, গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে প্রায়োগিক গবেষণার কৌশল নির্ধারণ করা গবেষণার মূল লক্ষ্য। এছাড়া, প্রশিক্ষণ উপকরণ তৈরীতেও গবেষণার ফলাফল ব্যবহার করা হয়। জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি, দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে গবেষণা প্রকল্পসমূহ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এসব গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে শুধু পল্লী উন্নয়নই নয় পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত নীতি নির্ধারক ও গবেষকদেরকেও সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।

গবেষণার বিষয়সমূহ

- **সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goal):** চরম ক্ষুধা ও দারিদ্র দূরীকরণ, সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু মৃত্যুহার কমানো, মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি।
- **আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (Socio-economic Development):** ক্ষুদ্র ঋণ, দক্ষতা উন্নয়ন, সুশাসন, ই-গভর্ন্যান্স, জেন্ডার উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, সামাজিক ক্ষমতায়ন, নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটেশন, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, হিসাব, জন পরিসংখ্যান (Demography), লোক প্রশাসন, সমাজ বিজ্ঞান, সমাজকর্ম, এনজিও এর বিভিন্ন কর্মসূচি ও অন্যান্য।
- **কৃষি উন্নয়ন (Agricultural Development):** শস্য বহুমুখীকরণ, সেচ ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পোল্ট্রী, মৎস্য ও পশু সম্পদ, নার্সারী/হোম গার্ডেনিং, পশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, কৃষি যন্ত্রায়ন, হাইব্রিড প্রযুক্তি, বীজ প্রযুক্তি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি ব্যবসা, মৃত্তিকা ও ভূমি উন্নয়ন, প্রচলিত কৃষি, উদ্যান ফসল, কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি অর্থনীতি, ইত্যাদি।
- **পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (Environmental Protection and Development):** সামাজিক বনায়ন, নিরাপদ পানি, আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, জৈব কৃষি ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, পল্লী জ্বালানী, বায়োগ্যাস প্রযুক্তি, খরাসহিষ্ণু ফসলের বিভিন্ন জাত উপযোগীকরণ ও পরীক্ষণ, দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ত এলাকায় লবণ সহিষ্ণু জাতের উপযোগীকরণ ও পরীক্ষণ ইত্যাদি। উল্লিখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও অনুষদ সদস্যবৃন্দ গবেষণা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে পল্লী ও কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত যুগোপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতামূলক গবেষণা পরিচালনা করে থাকেন।

একাডেমীর গবেষণা কার্যক্রম

একাডেমী প্রতিষ্ঠাকাল থেকে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৪৩১টি গবেষণা প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৩২ টি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। নিচে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের তালিকা উপস্থাপন করা হলো।

সারণি – ১: প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের তালিকা ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে

Sl. No.	Title of the Research Project	Researcher(s)
1.	*Impact of Asset Transfer on the Livelihood of Char Dwellers*	M A Matin Dr. AKM Zakaria MN Islam Abdullah Al Mamun
2.	*Socio-Economic and Political Background of Women Vice-Chairs in the Upazila Parishad: A Study in Rajshahi and Rangpur Division*	*Salma Mobarek*
3.	"ক্লাবে সংগঠিত করে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে কিশোর- কিশোরীদের ক্ষমতায়ন" কর্মসূচির প্রভাব সমীক্ষা	তারিক আহমদ একেএম খায়রুল আলম সারাওয়াত রশীদ শেখ শাহরিয়ার মোহাম্মদ
4.	Women's Role in Cyclone Preparedness and Response: Experiences of the Cyclone Sidr in 2007 and Aila in 2009	Dr. Shaikh Mehdee Mohammad
5.	In Vitro Shoot Proliferation of Strawberry (*Fragaria ananassa Duch.*) through Micro propagation	Dr. Ranajit C. Adhikary Md. Mizanur Rahman Md. Asaduss Zaman
6.	The Effects of Gibberellic Acid (GA_3) on Table Grape Production (*Vitis vinifera* L.) (Journal)	Dr. Ranajit Chandra Adhikary Abdullah Al Mamun Md. Asaduss Zaman
7.	Growth Performance and Profitability of Mono-sex Tilapia Cultivation in Pond (Journal)	Md. Nurul Amin
8.	Business opportunity of *Trichoderma* Composting Technology (Journal)	Suvagata Bagchi
9.	Development of Climate Resilient Agricultural Technology suitable for Chars	Dr. AKM Zakaria

Sl. No.	Title of the Research Project	Researcher(s)
10.	Problems and Prospects of E-health services for Rural Areas in Bangladesh	Asim Kumar Sarkar Dr. Md. Rakibul Hoque
11.	Effects of Organic and Inorganic Seed Treatments on Quality of Vegetables Seed in Storage	Ms. Rebeka Sultana Md. Khalid Aurangozeb
12.	Social Vulnerability of Women Living in the Jamuna River Char: A Comparative Study between CLP Programme Area and Non CLP Area	Salma Mobarek
13.	Determination of Trichoderma Dose for Preparing Quality Bio fertilizer	Dr. AKM Zakaria Suvagata Bagchi
14.	The Impact of Modern Technology on Traditional Rice-based Cropping Systems: Climate Change Adaptation in different Agro-Ecological Settings	Dr. Md. Abdur Rashid
15.	Chandkarim Sarbik Gram Unnayan Samabaya Samity Limited: A case study (Journal)	Md. Habibur Rahman
16.	Fostering Community Based Waste Management Practice for Developing Sustainable Environment (Journal)	Samir Kumar Sarkar
17.	Role of Homestead Agro-forestry on Livelihood of Bangladesh: A new challenge to Agricultural Sustainability (Journal)	Rebeka Sultana
18.	Usages Pattern of Mobile Banking Services in Rural Areas: A Studies at Sherpur Upazila of Bogra District (Journal)	Asim Kumar Sarkar
19.	Local Environmental Exposure and Community Vulnerability to Climatic Hazards in Bangladesh (Journal)	Dr. Shaikh Mehdee Mohammad
20.	Mass Media, the Rights of Disabled People of Bangladesh: A critical Overview (Journal)	Dr. Mustak Ahmed Nusrat Jahan
21.	An Economic Study on Maize Production in some Selected Areas of Pabna District in Bangladesh (Journal)	Md. Moktar Hossain Md. Delwar Hossain Md. Saidur Rahman
22.	Changing pattern of rural livelihoods in Bangladesh: An impact study on the Hatikumrul–Bonpara Highway in Chalan Beel (Journal)	Dr. Shaikh Mehdee Mohammad Shaikh Shahriar Mohammad
23.	Evaluation of Capacity Development Course for Local Government Support Project: a Qualitative Study (Journal)	Tariq Ahmed Sarawat Rashid
24.	Project Risk Management in Housing Projects in Dhaka, Bangladesh (Journal)	M. R Jamal M. M Hossain M F H Khan
25.	Renewable Energy as a means of Rural Livelihood improvement in Bangladesh: An Experience of RDA (Journal)	M A Matin Md. Nazrul Islam Khan Samir Kumar Sarkar Md. Ferdous Hossain Khan
26.	Women's Empowerment through Seed Business under WISE project (Journal)	AKM Zakaria PhD Rebeka Sultana
27.	Socio-economic Impact Study of Micro Credit on Vulnerable Rural Poor at Sherpur Pouroshava: Experience from RDA-Credit Programme (Journal)	Md. Mazharul Anowar
28.	Problems and Prospects of Cattle Rearing: A Study in Ghordour Village of Sherpur Upazila (Journal)	Muhammad Riazul Islam Mashrufa Tanzin Sk Fazlul Bari Samir Kumar Sarkar
29.	A TCV Analysis on DPPIS Digitally Completion and Standardization of Plants Problems Identification System (Journal)	PushpitaSaha Md. NahidAlam AsimKumar Sarker Md. Abdul Malek Md. Abdul Aziz SarminAkterSimul
30.	Impact of Electronic Media on Rural Livelihood: A Micro level study on Two villages of Bogra District of Bangladesh (Journal)	Nusrat Jahan
31.	Feasibility Study on Establishment of Jamalpur Rural Development Academy	MA Matin and Others
32.	RDA Annual Report 2015-16	Dr. Md. Abdur Rashid

প্রায়োগিক গবেষণা

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া বিগত প্রায় তিন দশক ধরে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবনের নিমিত্ত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট ২৫টি প্রায়োগিক গবেষণা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এগুলির মধ্যে এডিপিভুক্ত ৫টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প, এডিপি বহির্ভূত ৩টি প্রকল্প এবং একাডেমীর স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত প্রদর্শনী খামারের ৮টি ইউনিট এবং ৭টি সেন্টার এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে ২টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ১২টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। চলমান প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমের উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

এডিপিভুক্ত চলমান প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

১. যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরাঞ্চলের মার্কেট চ্যানেল উন্নয়ন (M4C) কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।
২. আরডিএ খামার এবং ল্যাবঃ স্কুল এন্ড কলেজ আধুনিকায়ন প্রকল্প।
৩. ''গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট 'পল্লী জনপদ' নির্মাণ'' সংক্রান্ত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প
৪. পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প।
৫. পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।

এডিপি বহির্ভূত চলমান প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

১. ট্রাইকোডার্মা কম্পোষ্ট প্রযুক্তি সম্প্রসারন প্রকল্প।

২. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়া খরা প্রবণ এলাকায় পানি সাশ্রয়ী ধানের জাত উন্নয়ন ও বিস্তার প্রকল্প।

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত আরডিএ প্রদর্শনী খামারের প্রায়োগিক গবেষণা

(১) ফসল ইউনিট
(২) নার্সারী ইউনিট
(৩) পোলট্রি ইউনিট
(৪) ডেইরী ইউনিট
(৫) মৎস্য ইউনিট
(৬) টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি ইউনিট
(৭) বায়োগ্যাস, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিট
(৮) কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন (এপিএম) ইউনিট।

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত প্রায়োগিক গবেষণামূলক সেন্টারসমূহ (একাডেমীর বোর্ড অব গভর্ণরস কর্তৃক অনুমোদিত)

১) সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (সিআইডব্লিউএম)
২) গবাদিপশু গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র (সিডিআরসি)
৩) সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার (এসবিসি)
৪) রিনিউএ্যাবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার (আরইআরসি)
৫) চর ডেভলোপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (সিডিআরসি)
৬) সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভলোপমেন্ট (সিসিডি)
৭) পল্লী পাঠশালা গবেষণা সেন্টার (পিপিআরসি)।

সমাপ্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ

১। গবাদিপশু পালন এবং বায়োগ্যাস বোতলজাতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক প্রায়োগিক গবেষণা (সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প;
(২) সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি-২য় পর্যায় (সিভিডিপি), আরডিএ অংশ।

এডিপিভুক্ত চলমান প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পসমূহ

১| যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরাঞ্চলের মার্কেট চ্যানেল উন্নয়ন (M4C) প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকার ও এসডিসি'র অর্থায়নে পরিচালিত একটি কারিগরি সহায়তাধর্মী চলমান প্রকল্প। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জনজীবনে মারাত্বক হুমকীর সৃষ্টি হচ্ছে। চরাঞ্চলগুলো নদী বেষ্টিত এবং মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় যোগাযোগ ও উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। চরের এই ভৌগলিক বিপর্যয় এবং মূল-ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্নতা ব্যাপক প্রভাব ফেলে যোগাযোগ, বাজার ব্যবস্থাপনা তথা চরগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর। তদুপরি, চরগুলো অনেকগুলি কৃষি ভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সম্ভাবনাকে আঁকড়ে ধরে আছে। যার ফলে চরগুলো শস্যভান্ডার হিসেবে খ্যাত। উৎপাদিত খাদ্য শস্যই স্থানীয় বাসিন্দাদের আয়ের অন্যতম উৎস এবং কৃষিকাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের নিরাপদ ক্ষেত্র। কিন্তু চরাঞ্চলে টেকসই বাজার ব্যবস্থাপনা না থাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হচ্ছে না ফলে চরবাসী দিন দিন চরম দারিদ্রতা, অনিশ্চয়তা এবং বিপর্যয়সহ প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

M4C প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হলো আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের নির্দিষ্ট কিছু জেলার চরে বসবাসকারীদের দারিদ্রতা ও বিপর্যয় হ্রাস করা। Chars Livelihoods Programme (CLP)-এর সম্পদ হস্তান্তর কার্যক্রমের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে চর উৎপাদকদের কর্মকান্ডকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্প এলাকা	:	দেশের উত্তর ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের মোট ১০টি জেলার (বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, জামালপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, নীলফামারি, টাঙ্গাইল এবং পাবনা) চরাঞ্চল।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	৬৩০৮.৮৫ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য-৫৫৫৯.৮৫ লক্ষ; জিওবি-৭৪৯.০০ লক্ষ)
জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৬০৫৬.৪৮ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য-৫৩৭৭.২৩ লক্ষ; জিওবি-৬৭৯.২৫ লক্ষ)
চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	১৭০০.০০ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য-১৫২.০০ লক্ষ; জিওবি-১৫৪৮.০০ লক্ষ)
চলতি অর্থ বছরের জুন/১৬ পর্যন্ত ব্যয়	:	১৬৭৮.৪৫ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য-১৫২৬.৪৫ লক্ষ; জিওবি-১৫২.০০ লক্ষ)

প্রকল্পের কার্যক্রম

- চরাঞ্চলে উৎপাদিত পণ্যের (ভূট্টা, মরিচ, পাট) উৎপাদন ও উৎর্ষতা সাধনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে উন্নত জাত, উৎপাদন পদ্ধতি, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ।
- নদীর উভয় তীরে ভাসমান ঘাট সম্প্রসারনের সুযোগ সৃষ্টি ও তা উন্নয়নে স্থানীয় উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং
- চরের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করে পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- M4C প্রকল্পের ''চরের দৃশ্যপট পরিবর্তন'' শীর্ষক এক কর্মশালা বিগত ৫ জুন, ২০১৬ ঢাকায় আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় M4C প্রকল্পের ফলাফল এবং এর মাধ্যমে চরে বসবাসরত মানুষের অর্থনৈতিক পরিবর্তনে সরকারী ও বেসরকারী, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সেবাদানকারীদের অবদান উল্লেখ করা হয়। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব আনন্দ চন্দ্র বিশ্বাস প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালায় উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন। কর্মশালায় সরকারী উচ্চ পযায়ের কর্মকর্তা, দাতাসংস্থার প্রতিনিধি ও বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।
- চরাঞ্চলে M4C প্রকল্পের উদ্যোগে ৩টি কৃষি উপকরণ বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভূট্টা ও বাদামের ক্ষেতে মানসম্পন্ন উপকরণ ব্যবহারের ফলাফল প্রদর্শণের জন্য ১৩টি কৃষক মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয় যেখানে ১,৩১৬ জন কৃষক-কৃষাণী উপস্থিত ছিল।

- M4C প্রকল্পের উদ্যোগে ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় ২,৭১৩ জন কৃষকের মাঝে চর উপযোগী উন্নত পদ্ধতিতে বাদাম চাষের ফলাফল প্রদর্শনের জন্য ২৩টি মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। এছাড়া এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালারও আয়োজন করা হয়।
- M4C প্রকল্পের সহযোগিতায় প্রান কোম্পানী চরের বাদামের নমুনা চীন, মালয়েশিয়া ও ওমান এ পাঠিয়েছে। এছাড়া প্রান এ পর্যন্ত ২৫৯ মেট্রিক টন আলু ও ৭৫ মেট্রিক টন মরিচ চর থেকে ক্রয় করেছে।
- M4C প্রকল্পের সহযোগিতায় চরাঞ্চলে ১৪ জন চুক্তিবদ্ধ ব্যবসায়ীর মাধ্যমে ৮৩৪ জন বাদাম চাষীকে ৩৪টি গ্রুপে চাষ পরবর্তি ব্যবস্থাপনার উপরে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই ব্যবসায়ীরা ২১০৫ জন চর কৃষকের কাছ থেকে ১,৭২,৮৭,২০০ টাকা মূল্যে ৩৩০ মেট্রিক টন বাদাম ক্রয় করেন। অনুরুপভাবে ৬৫ জন চুক্তিবদ্ধ ভূট্টাব্যবসায়ী ২৯,৯৬০ জন চরের কৃষকের কাছ থেকে ৩৮ কোটি ১২ লাখ ৮৫ হাজার টাকা মূল্যে ভূট্টা ক্রয় করে।
- চরাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ৫টি ফ্লোটিং ষ্টেশন তৈরী কাজ সমাপ্তির পথে। এছাড়া ২৮ টি মডেল নৌকা ও ২টি ঘোড়ার গাড়ী হস্তান্তর সম্পন্ন হয়েছে। চরের মানুষ উৎসাহ ও আগ্রহের সাথে নিরাপদে এই সুবিধাগুলো ব্যবহার করছেন।
- পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে স্থাপিত চর উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্রকে (CDRC) একটি চর ভিত্তিক নলেজ সেন্টারে পরিনত করার লক্ষ্যে M4C ও আরডিএ'র যৌথ কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।



চরাঞ্চলে ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা

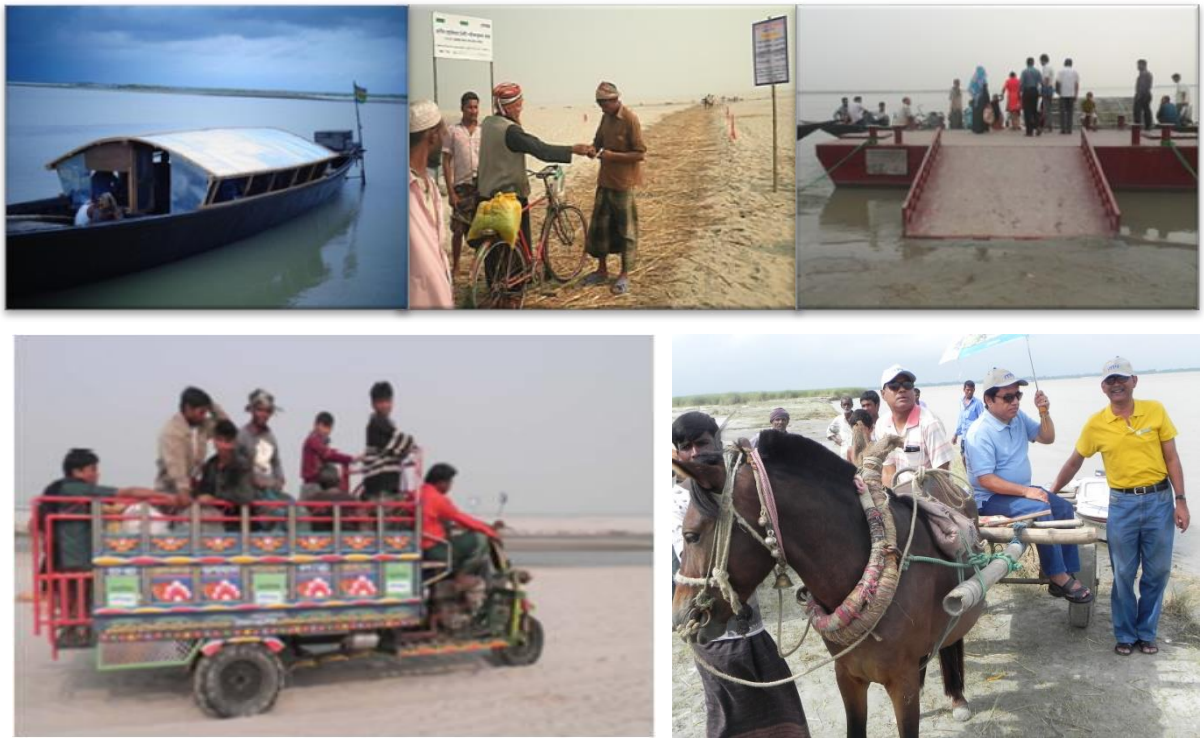

চরাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন



চরের মহিলাদের হস্তশিল্প কার্যক্রম

২| আরডিএ খামার এবং ল্যাবঃ স্কুল এন্ড কলেজ আধুনিকায়ন প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে জানুয়ারি ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে ইহা একটি চলমান প্রকল্প। গ্রামবহুল বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন ব্যতিরেকে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বগুড়া ১২০ একর জমির উপর সবুজ শ্যামল ক্যাম্পাস গড়ে উঠেছে। যেখানে ৮০ একর জমিতে একটি প্রদর্শনী খামার রয়েছে। প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ প্রশিক্ষণ ও ফলাফল প্রদর্শনের মাধ্যমে দ্রুত সম্প্রসারণ/বিস্তারের জন্য এ প্রদর্শনী কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কৃষি ও পল্লী উন্নয়নের সকল উপাদানের সমন্বয়ে সজ্জিত একাডেমী প্রদর্শনী খামারকে ভারতের হায়দ্রাবাদে অবস্থিত NIRD এর আদলে একটি Technology Park হিসেবে গড়ে তোলা। পাশাপাশি ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে গ্রামীণ জনপদের গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের এবং একাডেমীর সর্বসরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের সন্তানদের লেখাপড়ার সুবিধার্থে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা ও আধুনিক শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিত করণে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

আরডিএ, বগুড়া'র প্রদর্শনী খামারের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নসহ একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষা প্রযুক্তিসহ শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন করে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	আরডিএ ক্যাম্পাস।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	৩৪২০.৯০ লক্ষ টাকা।
জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১১০১.২০ লক্ষ টাকা।
২০১৫-১৬ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৮০৩.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৫-১৬ অর্থবছরে ব্যয়	:	৮০২.৮৬ লক্ষ টাকা।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- প্রকল্পের আওতায় ল্যাবঃ স্কুল এন্ড কলেজের প্রশাসনিক ভবন (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৩ তলা পর্যন্ত, মহিলা হোষ্টেল (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৩ তলা পর্যন্ত ও সেলফ্ হেলপ্ গ্রুপের জন্য (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ২ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ চলছে।
- প্রকল্পের আওতায় প্রদর্শনী খামারে ডেইরি ইউনিটে উন্নত জাতের ১১ দুগ্ধবতী গাভী বাছুরসহ সংগ্রহ করা হয়েছে;
- প্রকল্পের আওতায় মোট ৫০০ জনের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এ পর্যন্ত ১০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- আরডিএ খামারের ৩টি ইউনিটের অবকাঠামোগত সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের কতিপয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে।



প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন আরডিএ ল্যাব: স্কুল এন্ড কলেজের একাডেমীক ভবনের নক্সা অনুযায়ী ভিউ (১০ তলা ফাউন্ডেশন) এ পর্যায়ে ৩ তলা পর্যন্ত নির্মিত হবে



প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত দুগ্ধবতী গাভি ও বাছুর



প্রকল্পের আওতায় এপিএ ইউনিটের জন্য পানির বোতলিং প্ল্যান্ট

৩। ''গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট 'পল্লী জনপদ' নির্মাণ'' সংক্রান্ত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

কৃষি জমি অপচয় রোধ ও ''পল্লীবাসীর জন্য উন্নত আবাসন'' ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া ''গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট **'পল্লী জনপদ'** নির্মাণ'' সংক্রান্ত প্রায়োগিক গবেষণা শীর্ষক চলমান প্রকল্প। প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।



প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য পল্লী জনপদ

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নত আবাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কৃষি জমি অপচয়রোধ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনমানের উন্নয়ন করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	দেশের সাত বিভাগে একটি করে মোট ০৭টি এলাকায় পাইলাট আকারে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	মোট ৪২৪৩৩.৭৮ লক্ষ টাকা (বাংলাদেশ সরকার- ৩৬,২৯৮.০০ লক্ষ টাকা ও সুবিধাভোগী- ৬,১৩৫.৭৮ লক্ষ টাকা)
জুন ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৬২১০.৬৪ লক্ষ টাকা
২০১৫-১৬ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৩৭৫০.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৫-১৬ অর্থবছরে ব্যয়	:	৩৭৩৭.৯২ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ

ক) বহুতল বিশিষ্ট (৪ তলা) ৭টি ভবন নির্মাণ;
খ) গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনসহ উৎপাদিত কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত ৭টি ভবন নির্মাণ (৩ তলা);
গ) সৌর প্যানেল স্থাপন;
ঘ) নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা;
ঙ) পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ আধার নির্মাণ;
চ) অগ্নিনির্বাপকের সুযোগ এবং পরিবেশ উন্নয়নে জলাধার (লেক) নির্মাণ;
চ) রন্ধনকাজে বিকল্প জ্বালানী শক্তি ব্যবহারে কমিউনিটি ভিত্তিক বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণ;
ছ) বায়োগ্যাস প্লান্ট হতে উৎকৃষ্টমানের জৈব সার উৎপাদন এবং বিপণন;
জ) সুফলভোগীদের জন্য বিভিন্ন প্রকার আয়বর্ধনমুলক প্রশিক্ষণ পরিচালনা; এবং
ঝ) উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ নির্ভর আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

বিভাগের নাম	প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতি
রংপুর	রংপুর জেলার সিটি কর্পোরেশনভূক্ত নিয়ামতপুর গ্রামে প্রকল্প এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। রংপুর পল্লী জনপদ প্রকল্পের ড্রইং, ডিজাইন চূড়ান্ত হয়েছে এবং অবকাঠামো নির্মানের কাজ চলছে। গত ১৪/০১/২০১৬ তারিখে উক্ত সাইটের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ এমপি এবং গত ২৯/০৪/২০১৬ তারিখে প্রতিমন্ত্রী মহোদয় প্রকল্পের অবহিতকরণ কোর্স ও ফ্ল্যাট বুকিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। গত ১১/০৭/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ৪৭০ জন আগ্রহী স্থানীয় অধিবাসী ফ্ল্যাট বুকিং-এর জন্য আবেদন করেছেন।



পল্লী জনপদ ভবনের নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ এমপি

বিভাগের নাম	প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতি
ঢাকা	গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার আড়পাড়া ও হরিদাসপুর মৌজার হরিদাসপুর গ্রামে প্রকল্প এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের চাহিদা অনুযায়ী ৪.১৫ একর (৪১৫ শতক) জমি জেলা প্রশাসন, গোপালগঞ্জ কর্তৃক অধিগ্রহণপূর্বক গত ২৬/০৪/২০১৬ তারিখে আরডিএ, বগুড়াকে বুঝিয়ে দেয়া হয়। ইতোমধ্যেই প্রকল্পের সাইট ম্যাপের কাজ সম্পন্ন এবং সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়াও মাটি পরীক্ষার কাজ ও অধিগ্রহণকৃত জমির ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ভবন নির্মাণের লে-আউট কাজ চলছে।
রাজশাহী	বগুড়া জেলার শাজাহানপুর উপজেলার জামালপুর গ্রামে প্রকল্প এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে এ নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিল্ডিং তৈরীর উপযোগিতার বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ইতোমধ্যেই বিল্ডিং এর লে-আউট দেয়া হয়েছে এবং মাটি পরীক্ষার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সীমানা প্রাচীরের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অচিরেই ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হবে।
খুলনা	খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার খোলাবাড়ীয়া গ্রামে প্রকল্প এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। মাটি পরীক্ষার কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং লে-আউট প্রদানপূর্বক কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যেই প্রকল্প এলাকায় এপ্রোচ রোড নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে এবং প্রকল্প এলাকার অস্থায়ী সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
সিলেট	সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলার বদুহাজি গ্রামে প্রকল্প এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। সিলেটে ইতোমধ্যেই প্রকল্পের প্রয়োজনীয় জমি (৩৭৮ শতক) ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। খুব শীঘ্রই মাটি পরীক্ষা এবং অস্থায়ী সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ শুরু হবে।
চট্টগ্রাম	কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলার খুরুশকুল গ্রামে প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত টিম ও আরডিএ'র মহাপরিচালক যৌথভাবে সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। কক্সবাজার জেলার দরিদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য আশ্রয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কক্সবাজার সদর উপজেলার খুরুশকুল এলাকায় বাঁকখালী নদীর তীরবর্তী ২৫২ একর জমি চিহ্নিত করে ভূমি উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে এবং ইতোমধ্যে বাঁকখালী নদী হতে ড্রেজিং এর মাধ্যমে ৪২ একর জমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের বিশেষ সভায় চট্টগ্রাম বিভাগের জন্য নির্ধারিত পল্লী জনপদ ভবনটি প্রস্তাবিত খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ন প্রকল্প এলাকায় নির্মাণের বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রস্তাবিত এলাকায় পল্লী জনপদ প্রকল্পের জন্য ৪ একর জমি বরাদ্দের বিষয়ে পরবর্তীতে জানানো হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বরিশাল	পল্লী জনপদ প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের জন্য বরিশাল জেলার বিভিন্ন এলাকা মহাপরিচালক, আরডিএ ও প্রকল্প পরিচালক ইতোমধ্যেই পরিদর্শন করেছেন। খুব শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে প্রকল্প এলাকা নির্বাচন করা হবে।

৪। পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প।

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এপ্রিল ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদি একটি চলমান প্রকল্প। জবলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় ধান, দানা জাতীয় শষ্য এবং বিভিন্ন সব্জি উৎপাদনে সেচের পানি, উৎপাদন উপকরণ ও জ্বালানী সাশ্রয়ী পরিবেশ বান্ধব রেইজড বেড, এসআরআই, এডব্লিউডি এবং ট্রাইকো কম্পোস্ট প্রযুক্তির বহুল প্রচলন, জনপ্রিয়করণ ও মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসরণের নিমিত্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।



প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

আধুনিক পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা করাই প্রস্তাবিত প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	দেশের ৭টি বিভাগের মোট ২০০টি এলাকায় এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	৩৯০২.০০ লক্ষ টাকা।
জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৯০২.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৫-১৬ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৯৬১.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৫-১৬ অর্থবছরে ব্যয়	:	৯০২.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিমণরূপ:

- আধুনিক পানি সাশ্রয়ী কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ধানের ফলন বৃদ্ধি;
- সেচের পানির ব্যবহার দক্ষতা বৃদ্ধি;
- ট্রাইকোডার্মার মাধ্যমে কম্পোষ্ট উৎপাদন ও ব্যবহার করে মাটি উর্বরতা বৃদ্ধি করা;
- আধুনিক পানি সাশ্রয়ী ধান চাষ প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকের জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধি;
- খামার পর্যায়ে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ও খামারের উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লী জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানন্নোয়ন করা।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

ক) প্রযুক্তিসমূহ সম্প্রসারণের জন্য একাডেমী খামারসহ ২০০টি এলাকায় ফসল উৎপাদনে পানি সাশ্রয়ী মডেল (AWD, RB and SRI) প্রদর্শনী করা হবে এবং দেশের ৭টি বিভাগের ৭টি জেলায় ৭টি মাদার ট্রায়েল করা।

খ) একাডেমীর প্রদর্শনী খামারে (AWD, RB and SRI) প্রধান গবেষণা ল্যাবঃ স্থাপন।

গ) খামার যান্ত্রিকীকরণে উৎসাহ প্রদানের অংশ হিসেবে পাওয়ার টিলারের সাথে প্রয়োজনীয় এ্যাটাচমেন্ট (বেড ফর্মার) ইত্যাদি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও প্রকল্প এলাকায় কৃষকের মাঝে বিতরণ করা।

ঘ) ৮০০ জনকে মডেল সম্পর্কে অবহিতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান। ৮০০০ জন কৃষককে ফার্মার্স ফিল্ড স্কুল এবং ৩২০ জনকে মেশিনারী অপারেশন শীর্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনশক্তিতে রূপান্তরের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে;

ঙ) প্রযুক্তিসমূহ বহুল জনপ্রিয়করণ ও প্রসারের জন্য ৫৬০টি মাঠ দিবস আয়োজনের ব্যবস্থা করা;

চ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিদর্শনের ব্যবস্থা;

ছ) প্রকল্পের সুফলভোগীদের বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রতি প্রকল্প এলাকায় গড়ে ২.৫০ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র ঋণের (সীড ক্যাপিটাল) ব্যবস্থা।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- প্রকল্পের আওতায় নির্ধরিত প্রকল্প এলাকায় জরিপ পরিচালনা করে ৩০টি উপ-প্রকল্পে গ্রুপ নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর পরিমাপ, সেচ পানির দক্ষতা নিরূপন ও ব্যবহার সম্পর্কীত জরিপ চলমান;
- ২০০টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে জুন-২০১৬ পর্যন্ত ৩০টি উপ-প্রকল্পে প্রদর্শনী ব্লক তৈরি হয়েছে। প্রদর্শনী ব্লকগুলিতে খরিপ-২ মৌসুমের প্রদর্শনী চলছে।
- মাদার ট্রায়েলের জন্য ৭বিভাগের ৭টি এলাকা জরীপ পরিচালনা করে ৭টি মাদার ট্রায়েল ফিল্ড তৈরী করা হয়েছে।
- আরডিএ প্রদর্শনী খামার গবেষণার মূল কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলে প্রযুক্তিসমূহের প্রদর্শনী ব্লক তৈরী করা হয়েছে।

- ইতোমধ্যে ১টি প্রারম্ভিক পরিকল্পনা ওয়ার্কসপ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- প্রযুক্তিসমূহ জনপ্রিয় ও প্রসার/সম্প্রসারণের জন্য ৬০টি মাঠ দিবস, ৩০টি ফার্মস ফিল্ড স্কুল প্রশিক্ষণসহ ২টি মেশিনারী অপারেশন এবং ৭টি অবহিতকরণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পকরা হয়েছে।
- খামার যান্ত্রিকিকরণের জন্য পাওয়ার টিলার ব্রেড ফার্মারসহ, রোপন ও মাড়াই যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে বিতরণ প্রক্রিয়া চলমান।

পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তিসমূহ

পর্যায়ক্রমে ভিজানো ও শুকানো পদ্ধতি (Alternate Wetting and Drying -AWD):




রেইজড বেড (Raised Bed (RB):




সিস্টেম অব রাইচ ইনটেনসিফিকেশন (SRI)




৫। পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে অক্টোবর- ২০১৪ হতে সেপ্টেম্বর- ২০১৮ মেয়াদী একটি চলমান প্রকল্প। প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্প। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের (গাইবান্ধা, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাঁকুরগাও, পঞ্চগড়, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে তাদের দারিদ্র বিমোচন করা নিমিত্ত আরডিএ, বগুড়া'র অধীনে রংপুরের তারাগঞ্জ জেলায় বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর আদলে একটি স্বতন্ত্র একাডেমী স্থাপনের উদ্দেশ্য গত ১৮/১০/২০১৫ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

রংপুর বিভাগের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবন যাত্রার মানন্নোয়নের জন্য আরডিএ, বগুড়া'র আদলে আরো একটি পূর্নাঙ্গ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলাধীন ইকরচালী, কাচনা ও জগদীশপুর মৌজা।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	১১১৩২.০০ লক্ষ টাকা
জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১০৮৩.৩০ লক্ষ টাকা।
২০১৫-১৬ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	১৪০০.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৫-১৬ অর্থবছরে ব্যয়	:	১০৮৩.৩০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের মূল কর্মকান্ড

ভূমি অধিগ্রহণ

- প্রকল্পের বিভিন্ন ভবন, স্থাপনাদীসহ একটি প্রদর্শনী খামার স্থাপনের জন্য ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ করা।

নির্মাণ কাজ

অফিসের জন্য বিভিন্ন ধরনের ভবনাদি নির্মাণ

- প্রশাসনিক ভবনঃ (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৫ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ
- অনুষদ ভবনঃ (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৪র্থ তলা পর্যন্ত নির্মাণ
- খামার ভবনঃ (৬ তলা ফাউন্ডেশন) ২য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ
- ক্যাফেটেরিয়াসহ বিনোদন কেন্দ্র ও গেষ্ট হাউস ভবন (৬ তলা ফাউন্ডেশন ৪র্থ তলা পর্যন্ত নির্মাণ): গ্রাউন্ড ফ্লোর ও ১ম তলা- ক্যাফেটেরিয়া, ২য় তলা- বিনোদন কেন্দ্র, ৩য় তলা গেস্ট হাউস

আবাসিক ভবনাদি নির্মাণ

- মর্ডান হোষ্টেলঃ (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৩য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ
- সাধারণ হোষ্টেল (মহিলা ও পুরুষ) (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৬ষ্ঠ তলা সম্পন্ন
- পরিচালকের বাংলোঃ (২য় তলা ফাউন্ডেশন) ২য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ
- ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টারঃ (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৪র্থ তলা পর্যন্ত নির্মাণ
- ষ্টাফ কোয়ার্টার (এ, বি, সি টাইপ) (১০তলা ফাউন্ডেশন) ৩য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ
- মেইন গেট ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।

প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা ফিল্ড হিসেবে আরডিএ, রংপুর ক্যাম্পাসে আরডিএ, বগুড়ার আদলে সাতটি সতন্ত্র ইউনিট গড়ে তোলা যেমন- (১) কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিট; (২) ফসল ইউনিট; (৩) ডেইরী ইউনিট; (৪) পোল্ট্রি ইউনিট; (৫) মৎস্য ইউনিট (৬) উদ্যান ও নার্সারী ইউনিট; (৭) টিস্যু কালচার ও হাইড্রোফোনিক ইউনিট গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- ইতোমধ্যে রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলাধীন ইকরচালী, কাচনা ও জগদীশপুর মৌজা ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- নির্মাণ কাজ নিবিড় তদারকী ও পরিকল্পনা মাফিক সম্পন্ন করার সুবিধার্থে ইতোমধ্যে পরামর্শক ফার্ম নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- ভূমি উন্নয়নের কাজ চলছে।
- নির্মাণ কাজ সঠিক ও সময়মত সম্পন্নকরণসহ কাজের গুনগতমান বজায় রাখার স্বার্থে বিভিন্ন ধরনের ভবন ও স্থাপনাদী নির্মাণানের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহীনির নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ ডিজেল পম্প্যান্ট (বিডিপি) লিমিটেডকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
- প্রকল্পের কর্মকান্ড নিবিড়ভাবে তদারকী ও মনিটরিং এর সুবিধার্থে প্রকল্পের আওতায় ১টি জীপ ও ১টি পিক-আপ ক্রয় সম্পন্ন করা হয়েছে।

এডিপি বহির্ভূত চলমান প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

১। ট্রাইকোডার্মা কম্পোষ্ট প্রযুক্তি সম্প্রসারন প্রকল্প

যে কোন জীবন্ত উৎস থেকে যে বস্তু পাওয়া যায়-তার নামই জৈব পদার্থ। যেমন গরু থেকে গোবর, গাছ থেকে পাতা, ধান গাছ থেকে খড় ইত্যাদি। এই সব জৈব পদার্থই মাটির জীবন। যে মাটিতে জৈব পদার্থ থাকেনা - তা মরা মাটি, সহজ কথায় মরুভূমি। মাটির জৈব পদার্থের মধ্যে বসবাস করে লক্ষ-কোটি অনুজীব যাদের খালি চোখে দেখা যায় না। এই অণুজীবেরাই মাটির প্রাণশক্তি। মাটির জৈব পদার্থের আশ্রয়ে থেকে এরা গাছের খাদ্যকে গাছের গ্রহন উপযোগী করে তৈরী করে দেয়। এর পর গাছ তা শিকড় দিয়ে শুষে নিয়ে নিজের খাদ্য তৈরী আর আমাদের জন্য তৈরী করে ফুল, ফল, শাক, সবজি দানা-শস্য সেই সাথে সকল প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান- অক্সিজেন। তাই অনুজীব ছাড়া আমাদের এবং পৃথিবীর অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না।

মাটিতে যত বেশী পরিমাণে জৈব পদার্থ যোগ হবে অনুজীবের আবাসস্থল তত বড় হবে, অনুজীবের সংখ্যাও বেড়ে যাবে আনুপাতিক হারে। ফলাফলে মাটি ফিরে পাবে প্রাণশক্তি আর পানি ধারণ ক্ষমতা, ফসলের খাদ্য তৈরী হবে বেশী, উৎপাদনও বেড়ে যাবে একই তালে। মাটির এই অবস্থার নাম উর্বরতা গাছের পরিপূর্ণ বৃদ্ধির জন্য সঠিক মাত্রায় প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান যে মাটিতে উপস্থিত থাকে সেই মাটিকে উর্বর মাটি বলে। মাটির উর্বরা শক্তির প্রধান উৎস হল জৈব পদার্থ।



চিত্রঃ একাডেমী'র ট্রাইকোডর্মা ল্যাবে ছত্রাক জীবনু তৈরি করা হচ্ছে।

আদর্শ উর্বর মাটিতে সাধারণতঃ শতকরা ৫ ভাগ জৈব পদার্থ থাকা প্রয়োজন, কিন্তু দূর্ভাগ্যবশতঃ ক্রমাগত চাষাবাদ আর মাটির প্রতি অবহেলার কারণে বাংলাদেশের মাটিতে জৈব পদার্থ কমতে কমতে গড়ে শতকরা ১ ভাগের নিচে নেমে মাটির উর্বরতা হ্রাসের পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। মূমুর্ষ মাটিকে বাঁচাতে তাই দরকার জরুরী চিকিৎসা।

প্রানশক্তিহীন মাটির চিকিৎসা একটাই। বেশী বেশী জৈব পদার্থ (বা জৈব সার) প্রয়োগ করে মাটির প্রাণ শক্তি বা উর্বরতা ফিরিয়ে আনা। কিন্তু সেখানেও রয়েছে বাধা। জনসংখ্যার চাপে গোবর, খড়-নাড়া, গাছের পাতা, ফসলের অবশিষ্টাংশ এসবের বেশিরভাগই চলে যায় জ্বালানী খাতে। গ্রাম পর্যায়ে গোয়াল ঘর আর গৃহস্থালীর আবর্জনা দীর্ঘ দিন

জড় করে পাউশ হিসেবে যে জৈব সার তৈরী হয় তাকে সার না বলে অসার বলাই ভাল। খোলা আকাশের নিচে রোদ, বৃষ্টিতে আর চোয়ানীতে ক্ষয়ে শেষ পর্যন্ত ঐ পাউশে খুব একটা সার বস্তু থাকে না বললেই চলে।

প্রকল্পের মুল উদ্দেশ্য

- ট্রাইকোডার্মা একটিভেটরের উৎপাদন ও জনপ্রিয়করন
- ট্রাইকোডার্মা কম্পোষ্ট প্রযুক্তি কৃষকের দোরগোড়ায় পৌছে দেওয়া ও বাণিজ্যিকভাবে সম্প্রসারণ ঘটানোর উদ্যোগ নেয়া।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- ট্রাইকোডার্মা কম্পোষ্টিং টেকনোলজী এর মাধ্যমে আরডিএ ল্যাব. থেকে ৭২০ লিটার সাসপেন্সন ও ২৪০০ কেজি বায়ো-পেষ্টিসাইড তৈরী করা হয়েছে যা ১১টি জেলার ৩৮৭৪ জন কৃষকের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে। গ্রামীণ নারীর বীজ ব্যবসা প্রকল্পের অধীনে ১২৫০ জন নারী বীজ ব্যবসায়ী ১০টি বীজ কোম্পানীর মাধ্যমে ৭,৫৫,০০০ কেজি বীজ বিপনন করেছে।
- নয় ব্যাচে ২৭০ জনকে ট্রাইকোডার্মা কম্পোষ্টিং টেকনোলজীর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।



২। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়া খরা প্রবণ এলাকায় পানি সাশ্রয়ী ধানের জাত উন্নয়ন ও বিস্তার

এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) ও আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (IRRI) অর্থায়নে প্রকল্পটি পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া বাস্তবায়ন করে থাকে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ও আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (IRRI) কর্তৃক খরা প্রবণ এলাকার জন্য খরা সহিষ্ণু জাত ব্রিধান-৫৬, ব্রিধান-৫৮ এবং Advance Yield Trail (AYT) বোরো ২০১৬-২০১৭ IR93856-10-2-3-3, IR92526-1-1-1-2, IR95781-15-1-1-4, IR93822-9-2-3-1, IR93857-94-2-1-3, BRRI dhan28 (Ck), BRRI dhan29 (Ck), BRRI dhan58 (Ck) জাতগুলো আমন- ২০১৬ মৌসুমে আরডিএ প্রদর্শনী খামারে ও বিভিন্ন উপজেলায় গবেষণা কার্যক্রম চলছে।

উদ্দেশ্যে:

১. ছিটিয়ে (এরোবিক) ও ভেজা-শুকনা (AWD) প্রযুক্তির মাধ্যমে পানি সাশ্রয়ী ধান উৎপাদন ও বিস্তার ঘটানো।

২. আরডিএ'র প্রদর্শনী খামারে বিভিন্ন জাতের ধান, বীজ উৎপাদন।

৩. ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পানি সাশ্রয়ী ধান উৎপাদনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বিস্তার পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- **প্রকল্পের আওতায় পানি সাশ্রয়ী বিষয়ক ভারতে ২৪-২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ তে একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।**
- **একাডেমীর খামারে (প্রধান গবেষণা ফিল্ড) বোরো মৌসুমে (২০১৫-১৬) ধান ফসলের ট্রায়েল (প্রদর্শনী) করা হয়েছে।**
- **একাডেমীর খামারে আমন মৌসুমের (২০১৬) উপযোগী বীজ প্রচলনের গবেষণা করা হয়েছে।**





পরবর্তী কর্মসূচি:

- কৃষক ও কৃষাণীর মাঝে ব্রিধান-৫৬ ১০ (দশ) টন ধান বীজ যা ১০ হাজার কৃষকের মাঝে ব্রি-ধান-৫৬ বীজ বিতরণ করা।
- মাঠ পর্যায়ে পাঁচ হাজার কৃষক ও কৃষাণীকে ছিটিয়ে (এরোবিক) ও ভেজা-শুকনা (AWD) প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- ১০০ পার্টনার নির্বাচন করা হয়েছে যার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- নতুন জাতের ধান বিস্তারের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত সেন্টারসমূহ

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া জন্মলগ্ন থেকে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবন করেছে। মডেলসমূহের অর্জিত সাফল্যসমূহ মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা তথা প্রাতিষ্ঠানিক ও টেকসই করার লক্ষ্যে ২০০৩ সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (সিআইডব্লিউএম) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে সিআইডব্লিউএম- এর সফলতার উপর ভিত্তি করে ২০১২ সালের জুলাই মাসে একাডেমীর বোর্ড অব গভর্ণরস (বিওজি) আরডিএ'র প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে সিআইডব্লিউএম এর আদলে নিম্নবর্ণিত আরো নতুন ৬টি কেন্দ্র একাডেমীতে প্রতিষ্ঠার অনুমোদন প্রদান করে। সাতটি সেন্টারের প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

১। পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (CIWM)

একাডেমী উদ্ভাবিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তি সমগ্র দেশে মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য একাডেমীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে সরকারের আর্থিক সহযোগিতা ছাড়াই নিজস্ব আয় থেকে ২০০৩ সাল হতে কেন্দ্রটি পরিচালিত হয়ে আসছে।

বিসিক ট্যানারী, সাভার, ঢাকায় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন

সাভার, ঢাকায় দেশের প্রথম পরিবেশ বান্ধব চামড়া শিল্প নগরী স্থানান্তরের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। উক্ত ট্যানারী শিল্প নগরীতে ধলেশ্বরী নদী/ভূ-গর্ভস্থ পানি পরিশোধন পূর্বক ট্যানারী ও খাবার পানির গুনগতমানে পানি সরবরাহের দায়িত্ব

আরডিএ, বগুড়াকে প্রদান করা হয়। যেখানে একাডেমী'র সিআইডব্লিউএম ওভারহেড ট্যাংক ব্যতিরিকে Pressurized পদ্ধতিতে ঘন্টায় ৯৫০ ঘনমিটার পানি সরবরাহের জন্য ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন স্থাপন করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি একাডেমীর সেচ প্রকৌশলীদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করায় মাত্র তিন ভাগের একভাগ ব্যয়ে (মোট টাকা ২৪৬২.৮৪ লক্ষ) কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।





একাডেমীর সিআইডব্লিউএম কর্তৃক বিসিক ট্যানারী, সাভার, ঢাকায় স্থাপিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট

এছাড়াও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়েছে।

Sl. No	Name of Project	Nature of Work	Funded by
1	660 MW X 2 Coal Based Power Station, Rampal, Bagerhat	DTW	Go
2	Bangladesh Agriculture University, Mymenshing-DTW No-1	DTW	GO
3	Bangladesh Power Development Board,Bagabaria, Sirajgonj	WFP/GR	GO
4	Fenchugonj Combined Cycle Power Station, Fenchugonj, Sylhet	DTW,PH	GO
5	Ghorashal Thermal Power Plant, Narsingdhi	DTW	GO
6	Gopalgonj 100 MW Peaking Power Plant, BPDP, Gopalgonj	DTW,WFP,GR	GO
7	Horipur 360 MW Combine Cycle Power Station, Horipur, Siddirgonj, Narayongonj	DTW	GO
8	Institute of Marin Technology, PWD, Sirajgonj	DTW/WFP	GO
9	Palli Biddut Samity, Narayongonj	DTW,WTP	GO
10	Palli Biddut Samity, Manikgonj	WFP	GO
11	Palli Biddyut Sammiyte, Bhola	DTW	GO
12	RAB-12, Batelian Campas,Sirajgonj	DTW/WFP	GO

Sl. No	Name of Project	Nature of Work	Funded by
13	Shiddergonj Thermal Power Station, Narayangonj (2nd Phase)	DTW	GO
14	Sylhet Agricultural University, Sylhet	DTW	GO
15	Technical Training Centre (TTC), Gopalgonj	DTW/WFP	GO
16	BSCIC State Pabna	DTW	GO
17	Sheikh Fajilatunnesa Mujib Eye Hospital, Gopalgonj	DTW/WFP	GO
18	GMD, PGCB Sub-station, Shahjadpur, Sirajgonj	DTW/WFP	GO



একাডেমীর সিআইডব্লিউএম কর্তৃক ১০০ মেঃ ওঃ পাওয়ার প্লান্টে, গোপালগঞ্জে স্থাপিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট



একাডেমীর সিআইডব্লিউএম কর্তৃক পাওয়ার গ্রিড কোম্পানী, সিরাজগঞ্জে স্থাপিত গভীর নলকূপ ও ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট



একাডেমীর সিআইডব্লিউএম কর্তৃক টিটিসি, গোপালগঞ্জে স্থাপিত গভীর নলকূপ ও ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট

সিআইডব্লিউএম পরিচালিত আরডিএ-ঋণ কার্যক্রম

পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আরডিএ ঋণ কার্যক্রম একটি প্রায়োগিক গবেষণাধর্মী কর্মকান্ড। সাধারণত দেখা যায় দেশের পৌর এলাকায় ভূর্তকী প্রদানের মাধ্যমে পানি সরবরাহ সম্ভব হলেও দেশের পল্লী এলাকায় সরকারীভাবে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে পানি সরবরাহের বিল পরিশোধের ক্ষমতা/মানসিকতা নেই। এ লক্ষ্যে পল্লীর মানুষের জীবন জীবিকা উন্নয়নের জন্য আরডিএ, বগুড়া'র পানির বহুমুখী ব্যবহারের সাথে আরডিএ ঋণ কার্যক্রম একটি যুগোপোযোগী পদক্ষেপ। গ্রামের মানুষের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণোত্তর সহজ শর্তে ঋণের

ব্যবস্থা করা হয়। ফলে তাদের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও বাড়তি আয় নিশ্চিত হওয়ায় পানির বিল পরিশোধের সক্ষমতা ও মানসিকতার পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

সিআইডব্লিউএম কর্তৃক জুন ২০১৬ পর্যন্ত মোট ২৬৭টি উপ-প্রকল্প এলাকায় আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সীড ক্যাপিটাল বাবদ বিভিন্ন প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত মোট ৪৫৭৬.৩১ লক্ষ টাকা যাহা দেশের বিভিন্ন উপ-প্রকল্পে ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে মোট ৯৫৬২.৬২ লক্ষটাকা ইতোমধ্যে ২১২৬০ জন সদস্যের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে পুরুষ সদস্য ***১১৪৮০*** জন (***৫৪%***) এবং মহিলা সদস্য **৯৭৮০** জন (***৪৬%***) । এ যাবৎ সার্ভিস চার্জ সহ আদায়যোগ্য **৯২৮৩.৭৭** লক্ষ টাকার মধ্যে **৭৮১২.৪১** লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে, আদায়ের হার ৯১.২৩%।



সুফলভোগী সদস্যদের মাঝে আরডিএ ঋণ বিতরণ কার্যক্রম

২। সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার

আরডিএ সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্ন জাতের রোগমুক্ত বীজআলু উৎপাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে। এ সেন্টার আরডিএ বায়োটেকনোলজি ইউনিটের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণার্থীদের উন্নত পদ্ধতিতে, আলু চাষ, টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে রোগ মুক্ত অনুচারা উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কারিগরী সহায়তাও প্রদান করে আসছে। ইতোমধ্যে USAID, PRICE এর আর্থিক সহায়তায় প্রায় শতাধিক এবং একাডেমীর রাজস্ব বাজেট হতে প্রায় তিন শতাধিক বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ এবং কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। আলু চাষের বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তির দেশব্যাপী সম্প্রসারণের জন্য সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও মাঠদিবসের আয়োজন করা হয়ে থাকে। দেশী-বিদেশী বিষেশজ্ঞ ও বিজ্ঞানীদের সহায়তায় এবং নিজস্ব গবেষণার মাধ্যমে আমাদের দেশে বিরাজমান আলু চাষের সমস্যা সমাধানে এ সেন্টার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

রোগমুক্ত আলুর অনুচারা ও বীজ আলুর পাশাপাশি এই সেন্টার তার নিজস্ব লোকবলের সহায়তায় আঙ্গুর, কলা, স্ট্রবেরী, স্টেভিয়া ও অর্কিডের রোগমুক্ত অনুচারা উৎপাদনে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা এই গবেষণার সাফল্যের ব্যাপারে

আশাবাদী। উক্ত গবেষণা সফল হলে একদিকে যেমন দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে তেমনি গরীব কৃষক হবে সাবলম্বী।



টিস্যুকালচারের মাধ্যমে আলু উৎপাদন

৩। ক্যাটল গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রমের অগ্রগতি

- আরডিএ কর্তৃক রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত ক্যাটল গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসুচির মাধ্যমে একাডেমীর প্রদর্শনী খামারে ক্যাটল গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিসহ একটি অত্যাধুনিক কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবরেটরী ও একটি ক্ষুদ্রাকার Diagnostic ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে।
- এ কেন্দ্রের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ ও পিরোজপুরে ক্যাটল গবেষণা ও উন্নয়ন উপকেন্দ্র দু'টির কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- জুন-২০১৬ পর্যন্ত আরডিএ'র কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবে মোট ৫৪,২২১ ডোজ Semen উৎপাদন হয়েছে।
- জুন-২০১৬ পর্যন্ত আরডিএ'র প্রকল্প এলাকা যেমনঃ বায়োগ্যাস প্রকল্প, IWM প্রকল্প ও চরাঞ্চলে ৫০,৪৮৩ ডোজ Semen বিতরণ করা হয়েছে।
- প্রকল্প এলাকায় খামারিদের এবং আরডিএ'র নিজস্ব খামারে ব্যবহৃত Semen থেকে উন্নত ও স্বাস্থ্যবান নতুন ৫০০টি বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করেছে এবং আরডিএ'র প্রকল্প এলাকা যেমনঃ বায়োগ্যাস প্রকল্প, IWM প্রকল্প, চরাঞ্চলে ২০,৪০০টি গর্ভবতী গাভী রয়েছে যারা খুব শীঘ্রই বাচ্চা প্রদান করবে।



- সেন্টারের কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে সিআরডিসি মাধ্যমে দু'টি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

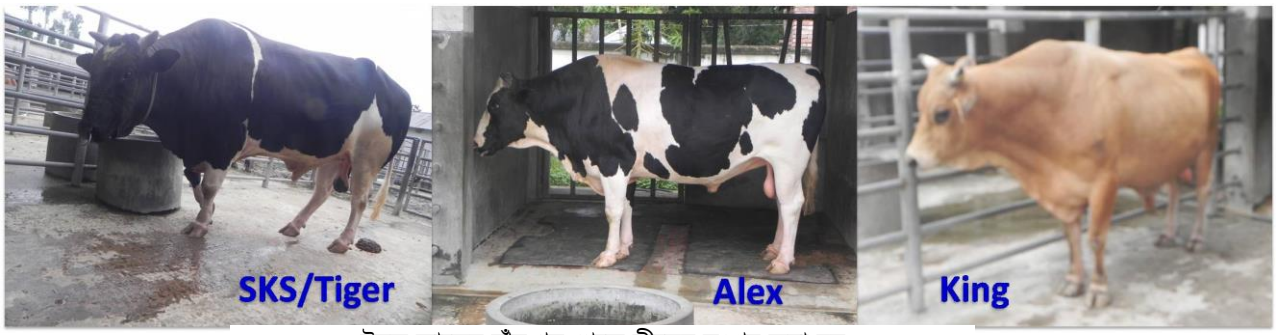

উন্নত জাতের ষাঁর গরু থেকে সীমেন সংগ্রহ করা হয়

৪। রিনিউএবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার (আরইআরসি)

একাডেমীর রিনিউএবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার এর আওতায় একাডেমী খামারে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি ও সৌর শক্তি নির্ভর সেচ প্রযুক্তির মাধ্যমে সৌরশক্তিকে সরাসরি ব্যবহার করে দিনের বেলায় সেচ পাম্প চালু রেখে ১৬-২০ একর জমিতে সেচ দেয়া হচ্ছে এবং দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে খুব সহজেই ফসলের নিবিড়তাকে দুই-তিন গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। জমির অপচয় রোধসহ বেড পদ্ধতিতে ফসল চাষের ফলে উৎপাদনের উপকরণ সাশ্রয় করে অতিরিক্ত ১১%-১৪% উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। এক মৌসুমে ধানের জমিতে দ্বি-স্তর পদ্ধতি ব্যবহার করে একই সাথে ধান ও মাচায় লাউ চাষের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি অতিরিক্ত ১,১১,২৫০ টাকা আয় করা সম্ভব হয়েছে। সেন্টারের কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে CDRC মাধ্যমে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।



দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি ও সৌর শক্তি নির্ভর সেচ কার্যক্রম উদ্বোধন করছেন সরকারের জ্বালানী বিদ্যুৎ উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-লাহী।



উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- এ সেন্টারের আওতায় সদ্য সমাপ্ত কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্রকল্পের ১১২টি উপ-প্রকল্প এলাকার বাস্তবায়িত কর্মকান্ড নিবিড়ভাবে তদারকী করা হচ্ছে।
- সৌর শক্তি নির্ভর সেচ ব্যবস্থা ও দ্বি-স্ত র কৃষি প্রযুক্তি জনপ্রিয়করণ ও সম্প্রসারণের জন্য চলতি অর্থবছরে এডিপি'তে একটি প্রকল্প বাস্ত বায়নের জন্য চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
- একাডেমী উদ্ভাবিত কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্রযুক্তি সার্কভূক্ত দেশ বাস্তবায়নের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এ সেন্টার উক্ত প্রযুক্তি সার্কভূক্ত দেশে সম্প্রসারণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
- এ সেন্টারের মাধ্যমে আরডিএ, বগুড়া'র কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য জিওবি অর্থায়নে কমিউনিটি ভিত্তিক গবাদিপশু পালন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জীবিকা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এডিপি'তে নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।
- বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) অর্থায়নে আরডিএ উদ্ভাবিত অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক ও দক্ষ সৌর শক্তি নির্ভর সেচসহ দ্বি-স্ত র কৃষি প্রযুক্তি এবং সেচ পানির বহুমুখী ব্যবহার শীর্ষক আরইআরসি মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য বিবেচনাধীন রয়েছে।

৪। চর উন্নয়ন ও গবেষণা সেন্টার

এ সেন্টারের আওতায় সিএলপি এবং এম৪সি প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়িত কর্মকান্ড নিবিড়ভাবে তদারকী করা হচ্ছে। সেন্টারের কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে CDRC মাধ্যমে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।



চর উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম

৬। সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভলোপমেন্ট (সিসিডি)

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার প্রায় তিন দশক ধরে অর্জিত সাফল্যসমূহ দেশব্যাপী মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ ও ধারাবাহিকতা রক্ষার মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত উন্নয়নে গবেষণার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রেও একাডেমী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে খ্যাতি অর্জন করেছে।

গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে—গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়ন, পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ, নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ, তৃণমূল পর্যায়ে সামাজিক ক্ষমতায়ন, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার তৃণমূল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশ, সামাজিক বনায়ন, পল্লী এলাকার শিশুদের উন্নয়ন, স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরুপণ, পল্লী এলাকায় বিশেষতঃ যুবসমাজের নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা, পল্লী শিক্ষা, গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য, যৌতুক ও নারী নির্যাতন, এবং মাদকাশক্তির বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক সচেতনতা, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র উদ্যোগ সৃষ্টি, সরকারী/এনজিও এর বিভিন্ন কর্মসূচী/প্রকল্প মূল্যায়ন, ইত্যাদি। এছাড়া, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG), বার্ষিক পরিকল্পনা, Perspective Plan-এ দারিদ্র বিমোচন কৌশলের আলোকে সরকারের অগ্রাধিকার বিষয়সমূহকে বিবেচনায় রেখে গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। আর্থ-সামাজিক গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে শুধু পল্লী উন্নয়নই নয় পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত নীতি নির্ধারক ও গবেষক পর্যায়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়।



এ কেন্দ্রটি পরিচালনা করার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা করা ও মডেল উদ্ভাবনে সচেষ্ট থাকা;
- বিগত দিনের আর্থ-সামাজিক প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম সচল রাখা;
- দেশে এবং দেশের বাইরে অবস্থিত বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ স্থাপন;
- দেশে এবং বিদেশে পল্লী উন্নয়নে নিয়োজিত এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ;
- আর্থ-সামাজিক গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফল অবহিতকরনের জন্য দেশে এবং বিদেশে সেমিনার/কর্মশালা পরিচালনা;
- সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান;
- সরকারী বাজেটের উপর আরডিএ'র নির্ভরশীলতা পর্যায়ক্রমে হ্রাসকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকরণ; আর্থিকভাবে আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ;
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে দেশে ও বিদেশে এ জাতীয় কার্যক্রম পরিদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ; এবং

- সরকারী/বেসরকারী/আন্তজাতিক সংস্থার অর্থে পরিচালিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা।

৭। পল্লী পাঠশালা গবেষণা সেন্টার (পিপিআরসি)

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র কৃষক মাঠ স্কুল, ফসলের ডাক্তার ইত্যাদি মডেল থেকে অর্জিত সাফল্যসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা তথা প্রাতিষ্ঠানিক ও টেকসই করে পল্লীর মানুষের আর্থ-সামাজিক ও জীবন জীবীকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ''Palli Patshala Research Centre (PPRC)'' শিরোনামে একটি বিশেষায়িত সেল খোলার প্রস্তাব করা হলে একাডেমী ২০১২ সালে একাডেমী ৪১তম বোর্ড সভা পল্লী পাঠশালা গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়।মূলতঃ এ সেন্টারটি তার নিজস্ব আয়ে পরিচালিত হচ্ছে।





সেন্টার পরিচালনা উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ

- পল্লী পাঠশালা কমিউনিটি ভিত্তিক তথ্য ভান্ডার এবং গ্রামবাসীর মিলন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে। সর্বস্তরের গ্রামবাসী এ কেন্দ্র থেকে খুব সহজে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ হাতের নাগালে নিশ্চিতকরণ;
- অংশগ্রহণমূলক শিক্ষন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে গ্রামবাসীর মধ্যে পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের অফুরন্ত সুযোগ সৃষ্টি করা;
- পল্লী পাঠশালায় গ্রামবাসীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সমৃদ্ধ তথ্য ভান্ডার হিসেবে গড়ে তুলে সকল শ্রেণীর মানুষকে জ্ঞান নির্ভর ক্ষমতায়নে আকৃষ্ট করা;
- সরকারী উন্নয়নমূলক তথ্য প্রবাহের চ্যানেল হিসেবে পাঠশালাকে ব্যবহার করার মাধ্যমে গ্রামের মানুষ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন;
- পাঠশালা প্রচলন কার্যক্রমের সফলতা ও ব্যর্থতা বিষয়ক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা;
- হালনাগাদ তথ্য গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে সরবরাহ করে সঠিক সময়ে এর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ;
- পল্লী পাঠশালার অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে দেশে ও বিদেশে এ জাতীয় কার্যক্রম পরিদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ;
- সরকারী/ বেসরকারী/ আন্তজাতিক সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত পল্লী পাঠশালা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা।

আরডিএ প্রদর্শনী খামার

প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ প্রশিক্ষণ ও ফলাফল প্রদর্শনের মাধ্যমে বিস্তারের লক্ষ্যে একাডেমী ক্যাম্পাস সংলগ্ন ৮০ একর জমিতে আটটি ইউনিটের (ফসল, নার্সারী; পোলট্রি; ডেইরী; মৎস্য; টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি; বায়োগ্যাস, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি এবং কৃষিপণ্য

প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন ইউনিট) সমন্বয়ে সরকারী পর্যায়ে একমাত্র Self Sustainable Farm গড়ে তোলা হয়েছে। নিম্নবর্ণিত আটটি ইউনিটের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে প্রদর্শনী খামারের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছেঃ (১) ফসল ইউনিট (২) নার্সারী ইউনিট (৩) পোলট্রি ইউনিট (৪) ডেইরী ইউনিট (৫) মৎস্য ইউনিট (৬) টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি ইউনিট (৭) বায়োগ্যাস, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিট (৮) কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন (এপিএম) ইউনিট।

এক নজরে আরডিএ প্রদর্শনী খামারের আয়-ব্যয়ের বিবরণী (২০১৫-১৬)

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট আয় (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)	নীট লাভ (টাকা)
ফসল ইউনিট	২৪.৩৫	১৫.৯৬	৮.৩৯
নার্সারী ইউনিট	১০.১১	৭.৪২	২.৬৯
পোলট্রি ইউনিট	৭.৩৭	৪.৩৯	২.৯৮
ডেইরী ইউনিট	৪০.৪৮	৩৮.২৯	২.১৮
মৎস্য ইউনিট	১৫.৫৪	১২.২৩	৩.৩১
টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি ইউনিট	৪৪.২১	৩১.৮৮	১২.১৩
বায়োগ্যাস, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিট	৭.৪৭	৫.২৩	২.২৪
মোট	**১৪৯.৫৩**	**১১৫.৪**	**৩৩.৯২**



আরডিএ প্রদর্শনী খামারের ফসল ইউনিট



আরডিএ প্রদর্শনী খামারের নার্সারী ইউনিট



আরডিএ প্রদর্শনী খামারের পোল্ট্রি ইউনিট



আরডিএ প্রদর্শনী খামারের ডেইরী ইউনিট



আরডিএ প্রদর্শনী খামারের মৎস্য ইউনিট



আরডিএ প্রদর্শনী খামারের টিসুক্যালচার ইউনিট





কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন ইউনিট




বায়োগ্যাস, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিটে কার্যক্রম

সরকারী বে-সরকারী অংশিদারিত্বে (পিপিপি) মডেল

সরকারী গবেষণা কর্মকান্ডের পাশাপাশি ''সরকারী বে-সরকারী অংশিদারিত্বে (পিপিপি)'' আরডিএ এর সাথে কামাল মেশিন টুলস্ যৌথভাবে ওয়ার্কসপে আট ধরনের (মাড়াই, ঝাড়াই ও নিড়ানী যন্ত্র, চোপার মেশিন, বেড ফর্মার ইত্যাদি) ২৩৩২টি কৃষি যন্ত্রপাতি ও চার ধরনের ৩২০০ খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া অপর একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ''কৃষক ফুড এন্ড বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড'', ঢাকা এর সাথে পিপিপি মডেলে কার্যক্রম চলছে যা একাডেমীর বিভিন্ন উপ-প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন উৎপাদিত কৃষি পণ্য ও দ্রব্য (২৮ রকমের আম, বরই পেয়ারা, কাঁঠাল, মাশরুম, তেঁতুলের আচার, টমেটো ও তেঁতুলের সস, কমলার জেলি, সরিষার তেল, কোলেস্টেরল ফ্রি রাইস ব্রান তেল, ঘি, মধু ইত্যাদি) পল্লী ব্রান্ডে প্যাকেটিং, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাত করা হচ্ছে। আরডিএ-লিমরা প্রাঃ লিঃ, ঢাকা এর যৌথ উদ্যেগে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা আয়োজন করে আসছে । আরডিএ এবং এসিআই লিঃ যৌথ উদ্যোগে একাডেমী প্রদর্শনী খামারে হাইব্রীড বীজ গবেষণা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।












পিপিপি মডেলে পরিচালিত কার্যক্রম

দেখে বিশ্বাস 'Seeing is Believing' এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে সরকারী বে-সরকারী অংশিদারিত্বে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া ও LIMRA Trade Fairs & Exhibitions Pvt. Ltd. এর যৌথ উদ্যোগে প্রতি বছর আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের কৃষি সেক্টরের উন্নয়নে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি, কৃষিপণ্য ও বীজ উৎপাদনকারক, আমদানীকারক, ব্যবসায়ী, নীতিনির্ধারক, কৃষি বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, সম্প্রসারণ কর্মী, গবেষক, এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী ও ভোক্তার মিলন ক্ষেত্র সৃষ্টির মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি ও প্রয়োগ সম্পর্কে সকলের আগ্রহ সৃষ্টি করায় মেলার মূল উদ্দেশ্য।





আন্তজাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৬ এর উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি-২য় পর্যায় (সিভিডিপি), আরডিএ অংশ

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত একটি গবেষণাধর্মী প্রকল্প। বার্ড ও আরডিএ ৮০টি গ্রামে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সরকার কর্তৃক 'পল্লী উন্নয়ন মডেল' হিসাবে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করে। বর্তমানে বার্ড ও আরডিএ'র সাথে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) ও সমবায় অধিদপ্তর বাস্তবায়নের সাথে জড়িত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বর্তমান সরকার জুলাই ২০০৯ থেকে কর্মসূচিটি আরো বৃহত্তর পরিসরে সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সে মতে ৬৪টি জেলার ৬৬টি উপজেলায় ৪২৭৫টি গ্রামে সিভিডিপি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তন্মধ্যে আরডিএ ১৬টি উপজেলায় ১০২০টি গ্রামে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। গ্রামের সকল শ্রেণীর ও পেশার জনগোষ্ঠীকে একটি সমবায় কাঠামোর আওতায় সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক তথা সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। সিভিডিপি'র উল্লেখ্যযোগ্য কর্মকান্ড হলোঃ সমবায় সমিতি গঠন, সদস্য ভর্তি, মূলধন সৃষ্টি ও বিনিয়োগ এবং সমবায়ীদের ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড গ্রহনে সমিতিগুলোকে উৎসাহিত করা। প্রকল্পের ২য় পর্যায় সমাপ্ত হয় ডিসেম্বর ২০১৫। চার বছর মেয়াদি সিভিডিপি-৩য় পর্যায় সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। নিচে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রদর্শন করা হল।

বাস্তব অগ্রগতিঃ

কর্মকান্ড	জুন '১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ অর্থবছর		ক্রমপুঞ্জিত সর্বমোট অগ্রগতি (ডিসেম্বর'১৫)
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
সমিতি গঠন (সংখ্যা)	১০২০	-	-	১০২০
পরিবার অন্তর্ভুক্তি (সংখ্যা)	৯৩০৬১	২০০০	১৬৫০	৯৪৭৯১
সদস্য ও উপকারভোগী (জন)	১৩৪৫৬৫	৩০০০	২৪৭০	১৩৭২০১
পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকা)	২৬২৬.১৫	১০০.০০	২১৭.৮১	২৮৪৩.৯৬
প্রশিক্ষণ (জন)	৫১০৫২	৪৪৯০	৪৫৩০	৫৫৫৮২
মাসিক যৌথ সভা (জন দিবস)	১০১৮২৩	১২২৪০	১১৯০০	১১৩৭২৩
সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে ঋণ প্রদান (লক্ষ টাকা)	৩৪৯১.৫৪	৫০০.০০	৪৩২.২২	৩৯২৩.৭৬

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকা)

খাত	এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
রাজস্ব	৩০৭.৬০	৩০৭.৬০	২৯৭.৭৭
মূলধন	-	-	-
মোট	৩০৭.৬০	৩০৭.৬০	২৯৭.৭৭

নোটঃ অব্যয়িত ৯.৮৩ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

এডিপিভুক্ত (২০১৫-১৬ অর্থ বছরে) অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পসমূহ (এক নজরে):

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদন পর্যায়/বর্তমান অবস্থা
১।	সৌরশক্তি ভিত্তিক সেচের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও এর বহুমুখী ব্যবহার শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প। Action Research Project on Disseminating Two-storied Agriculture with Solar Power Irrigation Technology and its Multipurpose Uses.	চূড়ান্ত অনুমোদের জন্য বিবেচনাধীন রয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদন পর্যায়/বর্তমান অবস্থা
	(বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারি ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০২০	
২।	সমবায় ভিত্তিক কৃষি উদ্যোক্তা/গ্রুপ উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প Action Research Project on Livelihood Improvement through Cooperative/Group based Agribusiness Entrepreneurship Development. (বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৫ - জুন ২০২০)	পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে।
৩।	জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প Establishment of Rural Development Academy at Jamalpur (বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৯)	প্রকল্পের উপর আগামী ২৮ জুলাই পিইসি সভার অনুষ্ঠিত হবে।
৪।	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার চর এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প । Livelihood Improvement of the Poor People in the Char Islands of Sariakandi and Sonatola Upazilas under Bogra District. (বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২১)	আন্তমন্ত্রণালয় প্রকল্প এ্যাপাইজল সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে।
৫।	গ্রীন প্রযুক্তি ব্যবহার করে মৎস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণনের মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনমানের টেকসই উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প। Action Research Project on Sustainable Improvement of Rural Livelihood through Production, Processing, Preservation and Marketing of Fish through Low Cost Green Technology. (বাস্তবায়নকালঃ এপ্রিল ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০২০)	প্রকল্প যাচাই কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে।
৬।	আরডিএ উদ্ভাবিত গ্রামীন নারীর বীজ ব্যবসা মডেল সম্প্রসারণের মাধ্যমে টেকসই জীবিকায়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প। Action Research Project on Sustainable Livelihood Improvement and Women Empowerment through RDA-Developed Women in Seed Entrepreneurship (WISE) Model. (বাস্তবায়নকালঃএপ্রিল ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০২০)	প্রকল্প যাচাই কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে।
৭।	আরডিএ-উদ্ভাবিত মডেলসমূহ সম্প্রসারণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ছিটমহলবাসীদের উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প Mainstreaming the Chitmahal Dwellers through Socio-economic Development and Improvement of Livelihood by Replication RDA Models. (বাস্তবায়নকালঃএপ্রিল ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০১৮)	প্রকল্প যাচাই কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে।
৮।	আরডিএ, বগুড়া'র আওতায় ক্যাটেল গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের জোরদারকরণ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প। Action Research Project on Strengthening and Expansion of Cattle Research and Development Centre under RDA, Bogra (বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৫ - জুন ২০২০)	প্রকল্প যাচাই কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে।
৯।	নিরাপদ মাংস এবং দুধ উৎপাদনের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প। Action Research Project on Livelihood Improvement through Safe Beef and Milk Production in Bangladesh. (জুলাই ২০১৫ - জুন ২০২০)	প্রকল্প যাচাই কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদন পর্যায়/বর্তমান অবস্থা
১০।	সরকারী বেসরকারী অংশীদারিত্বে পল্লী পর্যটন মডেল উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লী জনগনের জীবনমানের উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প। Action Research Project on Model Development of Rural Ecotourism for Rural Livelihood Upliftment through Public Private Partnership (PPP). (বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৮)	প্রকল্প যাচাই কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে।
১১।	সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আরডিএ কৃষি যন্ত্রপাতি ওয়ার্কসপ স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প Establishment of RDA Agricultural Equipment Workshop at RDA (বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৫ - জুন ২০২০)	পিডিপি ইআরডিতে দাখিল করা হয়েছে।
১২।	কমিউনিটি ভিত্তিক গবাদিপশু পালন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জীবিকা উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প । Action Research Project on Community Based Livestock and Waste Management for Better Livelihood. (বাস্তবায়নকালঃ ১ জানুয়ারি, ২০১৬ - ৩০ ডিসেম্বর, ২০২০)	পিডিপি ইআরডিতে দাখিল করা হয়েছে।

৪.৫ বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনে ১৯৯৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প হিসেবে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলায় বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স যাত্রা শুরু করে। দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গঠনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অবদানের স্মরণে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় ‘‘বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স’’। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৩ জুলাই ২০০১ তারিখে কমপ্লেক্সের শুভ উদ্বোধন করেন। পরবর্তীতে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা রাখার স্বার্থে কমপ্লেক্সটিকে পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে উন্নীত করা হয় এবং এটির নামকরণ করা হয় ‘বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) (Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation and Rural Development (BAPARD)]। ১৬ নভেম্বর, ২০১১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি(বাপার্ড) এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ২০১২ সালের ৮ মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১২ প্রণীত হয়।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাপার্ড-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করছেন ।


বাপার্ড-এ বঙ্গবন্ধু’র ম্যুরাল ।

ভিশনঃ গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লী উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন।

মিশনঃ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ, গবেষণার মাধ্যমে কৃষি, শিক্ষা ও ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রে নতুন নতুন কৌশল, তত্ত্ব, জ্ঞান ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা, কর্মশালা, সেমিনার আয়োজন করে চিরাচরিত দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন, আধুনিক ধ্যান-ধারণা লাভে গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে সহায়তা করা এবং উপকূলীয় জোয়ার ভাটা ও জলবায়ুর প্রভাব বিবেচনায় টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর।

একাডেমি'র উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীঃ

পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গবেষণার জন্য Centre of Excellence হিসেবে গড়ে তোলা, দেশের জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদি পরিচালনা, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলা, বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও অকৃষি খাতের বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃষি, শিক্ষা, উপকূলীয় ও জোয়ারভাটা এলাকার আর্থ-সামাজিক বিষয়ে প্রায়োগিক গবেষণা করা, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষায় নিয়োজিত দেশী ও বিদেশী শিক্ষার্থীদের গবেষণা কার্য পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা বা গবেষণা কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান, কৃষি কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রম নিরসন বিষয়ক গবেষণা ও কৃষি শিশু শ্রমিকদের শিক্ষার মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে গবেষণা, গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা, নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের জন্য গবেষণা করা এবং পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন নীতিমালা প্রণয়নে সরকারি নীতি নির্ধারকগণকে সহায়তা প্রদান করা।

একাডেমি'র জনবলঃ

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এর মূল কাজ প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন। একাডেমির অনুমোদিত জনবল ১০০ জন । বর্তমানে ১জন মহাপরিচালক, ১জন উপ পরিচালক ও ২ জন সহকারী পরিচালকসহ ৩৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন। ৮ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে বাপার্ড এর কর্মকর্তা ও কর্মচারি চাকুরি প্রবিধানমালা-২০১৫ প্রণীত হয়। উক্ত চাকুরি প্রবিধানমালার আলোকে অবশিষ্ট জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলছে।

একাডেমি'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকবৃন্দের সহায়তায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলা এবং বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে একাডেমিতে ১০টি ট্রেডে প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে। তন্মধ্যে কম্পিউটার, পোশাক তৈরী, কৃষি, মৎস্য, পশু পালন ও হাউজ ওয়্যারিং বিষয়ক কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, জেন্ডার উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ক সাধারণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

একাডেমি'র প্রশিক্ষণ অগ্রগতিঃ

একাডেমিতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৩০টি ব্যাচে ৮৮০ জন সুফলভোগী, ১১টি ব্যাচে ৯৭৬জন সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৫৫৫জন সুফলভোগী, বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে ৯টি কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।



আইএমইডি এর সচিব জনাব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার বাপার্ড-এর চলমান প্রকল্প পরিদর্শন করছেন।



মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন।

বঙ্গবন্ধু পিএটিসি-ইআরএম (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের তথ্যঃ

১। প্রকল্পের নামঃ বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (বর্তমানে বাপার্ড) কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প।

২। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)। কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

৩। অবকাঠামোসমূহের নকশা প্রণয়নঃ স্থাপত্য অধিদপ্তর

৪। অবকাঠামো নির্মাণঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।

৫। বাস্তবায়নকালঃ মার্চ/২০১০- জুন/২০১৮খ্রিঃ।

৬। প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩২৬৮৪.৭১ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের অগ্রগতিঃ.

১। বর্তমান জমির পরিমাণ ৩৭.২৮ একর। অতিরিক্ত ৩.১১ একর ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে।

২। ১০তলা প্রশাসনিক ভবনের ৭ম তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে এবং হোস্টেল ভবনের ৪র্থ তলার কাজ চলছে।

৩। প্রকল্পের আওতায় অফিস সরঞ্জাম, আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত করা হয়েছে।

৪। প্রকল্পের ৫৮ জন জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

৫। ভিআইপি রেস্ট হাউজ সংস্কার ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

৬। প্রকল্পের অর্থায়নে ৫৭১জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৭। জুন-২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক ব্যয় ১০৪৫৩.০৩ লক্ষ টাকা, অগ্রগতি ৩২%, বাস্তব অগ্রগতি ৩৬%।



স্থাপত্য অধিদপ্তর কতৃক ডিজাইনকৃত বাপার্ড-এ নির্মাণাধীন ১০ তলা প্রশাসনিক ভবনের ত্রিমাত্রিক চিত্র



স্থাপত্য অধিদপ্তর কতৃক ডিজাইনকৃত বাপার্ড-এ নির্মাণাধীন ১০ তলা হোস্টেল ভবনের ত্রিমাত্রিক চিত্র





বাপার্ড প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২টি ১০ তলা ভবনের চলমান কার্যক্রম

৪.৮ পল্লী দারিদ্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গ্রামীণ দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর, উৎপাদনমূখী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ০৮টি প্রশাসনিক বিভাগের ৫১টি জেলার ৩৫১টি উপজেলার ৩৯৬টি কার্যালয়ের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচীর আওতায় সরকারী অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ''দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ" প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২০টি জেলার ১০০টি উপজেলায় ২,০৫,২৫২টি গ্রামীণ পরিবারের ১০.৬০ লক্ষ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। পিডিবিএফ-এর সুফলভোগীদের মধ্যে প্রায় ৯৬ শতাংশ মহিলা।

বিগত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পিডিবিএফ এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরুপঃ

১। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমঃ

পিডিবিএফ গ্রামীণ দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে সয়ম্ভর ও উৎপাদনমূখী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৯৫৬ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের হার ৯৮%। এ কার্যক্রমে ১০ লক্ষ ৬০ হাজার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড যেমন- গাভীপালন, মৎস চাষ, শাকসবজি চাষ, নার্সারী, মুরগী পালন ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এতে প্রায় ৫২ লক্ষ উপকারভোগীদের সরাসরি আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিত বিতরণঃ ৭৩৬৩ কোটি টাকা।

২। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম (SELP):

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তারা নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুরু বা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তা' সংগ্রহ করতে সক্ষম হন না। পিডিবিএফ যেহেতু আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিয়োজিত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, তাই এই সব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ধরণের ঋণ সুবিধা প্রদান সহ অন্যান্য কারিগরি সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অধিক আয় এবং আত্ম কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কার্যক্রমে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩৫১ কোটি ৯২ লক্ষটাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণের (SELP) মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম (SELP) এর ক্রমপুঞ্জিত বিতরণঃ ১৮০৭ কোটি টাকা।

৩। সঞ্চয় কার্যক্রমঃ

পিডিবিএফ এর সুফলভোগীদের জন্য ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি সঞ্চয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে। পিডিবিএফ সমিতির সাপ্তাহিক সভার মাধ্যমে সঞ্চয় আদায় করে সদস্যদের পুঁজি গঠনে সহায়তা করে। পিডিবিএফ এ সাধারণ সঞ্চয়, সোনালী সঞ্চয়, মেয়াদী সঞ্চয় নামে ৩টি ভিন্ন ভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্প আছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পিডিবিএফ-এর সুফলভোগীদের মোট সঞ্চয় জমার পরিমান ৪৬৬ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ।

৪। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

(ক) সদস্য প্রশিক্ষণঃ দরিদ্র ও অদক্ষ জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্ঠির লক্ষ্যে ঋণ প্রদানের পাশাপশি নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রদান করা হয়ে থাকে। পিডিবিএফ এর সকল সুফলভোগীদের নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন এর জন্য সারা বছর ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

এরই ধারাবাহিকতায় সমগ্র বাংলাদেশে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে পিডিবিএফ মোট ৫৪৭ ব্যাচে ১৩,৮২৫ জন সুফলভোগী সদস্যদের ২৭,৬৫০ জনদিবস নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে আসা সুফলভোগীগণ পিডিবিএফ থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধি মূলক কর্মকান্ডে নিজেদের সম্পৃক্ত করে সংসারের দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। প্রশিক্ষণে রিসোর্স পারসন হিসেবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ পিডিবিএফ এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পিডিবিএফ শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট ৩,৩০,২৮৪ জন সুফলভোগী সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

(খ) প্রশিক্ষণ ফোরাম/উঠান বৈঠকঃ সমিতির সকল সদস্যকে সপ্তাহে একবার ফোরাম/উঠান বৈঠকের মাধ্যমে বছরের ৫২ সপ্তাহে ৫২টি বিষয়ের উপরে প্রদানের মধ্য দিয়ে প্রায় সকল সদস্যকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, প্রাথমিক চিকিৎসা, স্যানিটেশন, পরিবেশ, বনায়ন, সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম, নারীর আইনগত অধিকার ও ক্ষমতায়ন, জেন্ডার, সামাজিক সচেতনতা ইত্যাদি বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা প্রদানসহ সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।



পিডিবিএফ নেত্রকোনা অঞ্চলের খালিয়াজুরী কার্যালয়ে ২দিন ব্যাপি নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন জনাব বদরুল হাসান (লিটন), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, খালিয়াজুরী, নেত্রকোনা

(গ) কর্মী প্রশিক্ষণঃ পিডিবিএফ দক্ষ কর্মী বাহিনী সৃষ্টির জন্য ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ২,৮১৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পিডিবিএফ এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনা ও নিজস্ব প্রশিক্ষক দ্বারা এবং বাইরের বিভিন্ন খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় মানব সম্পদ উন্নয়নের এই মহান কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করছে। এছাড়া পিডিবিএফ এর বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সকল পর্যায়ের প্রতিটি সহকর্মীর উপস্থিতিতে অঞ্চলভিত্তিক বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ও যোগাযোগ কর্মশালা করে থাকে। সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ কর্মশালায় পিডিবিএফ এর সকল করণীয় নির্ধারণ করা হয়। এতে সহকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ কর্ম পরিবেশের সৃষ্টি হয় এবং পিডিবিএফ সহজেই কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়ে থাকে।



উঠান বৈঠকে সাপ্তাহিক ফোরাম পরিচালনা করছেন পিডিবিএফ মাঠ কর্মী।



পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ হলে "স্মল এন্টারপ্রাইজ ঋণ" কার্যক্রমের উপর মাঠকর্মীদের মৌলিক প্রশিক্ষণের বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ ।

(৫) পল্লী রঙঃ

পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠির ভাগ্য উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে পিডিবিএফ । ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পিডিবিএফ গ্রামীণ জনগোষ্ঠির উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বাজারজাত করে আসছে। পিডিবিএফ ইতোমধ্যে আগারগাঁওয়ে সমবায় ভবনে পল্লী রঙ নামে একটি প্রদর্শনী ও বিপণন কেন্দ্র পরিচালনা করে আসছে । বাংলাদেশের

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ও বিপণনে মধ্যস্বত্বভোগীর হাত বাদ দিয়ে সরাসরি গ্রাহকের হাতে উৎপাদিত পন্য পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে পিডিবিএফ পল্লী রঙ নামে বিপণন কেন্দ্রটি চালু করে। পল্লী রঙ চালুর ফলে বাজার সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠির পণ্য সামগ্রী সরাসরি বাজারে প্রবেশাধিকার পেল। পিডিবিএফ এর সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বড় বড় শো-রুমে প্রবেশাধিকার পেল। এতেকরে গ্রামীণ ক্ষুদ্র কুটিরে তৈরী বিভিন্ন হাতের কাজের শাড়ী, লুঙ্গি, থ্রি-পিছ, পাঞ্জাবী, ছোট ছেলে-মেয়েদের পোষাক, বিভিন্ন গৃহসামগ্রী, কাঠের তৈরী শো-পিছ, পাপোষ, ওয়ালমেট, পোড়ামাটির দ্রব্যাদি, সুলভ মূল্যে ক্রেতা সাধারণের হাতে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। পল্লী রঙ চালুর ফলে সারা বাংলদেশে পিডিবিএফ এর ১০ লক্ষাধিক গ্রামীণ সদস্য ও তাদের পরিবার উপকৃত হচ্ছে। ক্রেতা সাধারণ সুলভ মূল্যে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী কিনতে পেরেও ভীষণ খুশি ।



প্রকল্প-১ - পিডিবিএফ সৌর শক্তি প্রকল্প।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত এলাকায় বর্তমান সরকারের ‘ভিশন-২০২১’ অনুযায়ী “সবার জন্য বিদ্যুৎ” এই সুবিধা পৌঁছে দেয়ার লক্ষে পিডিবিএফ কাজ করে যাচ্ছে। পিডিবিএফ ইতোমধ্যে দেশের ২৩টি জেলার ১৩০টি উপলোয় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সৌর বিদ্যুৎ কার্যক্রমের মাধ্যমে ৯,৭৪৩টি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করে প্রায় ৪৯ হাজার জনগোষ্ঠীকে প্রত্যভাবে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করছে। সৌর বিদ্যুৎ এর-মাধ্যমে দৈনিক গড়ে ৯.২ mwh বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। সৌর বিদ্যুৎ এর আলো ব্যবহারের ফলে দরিদ্র মানুষের সামাজিক মর্যাদা ও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁদের ছেলেমেয়েরা বিদ্যুতের আলোতে লেখাপড়া করে উন্নত জীবন গঠনের সুযোগ পাচ্ছে। সেই সাথে পিডিবিএফ জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে।



প্রকল্প-২ "দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ" প্রকল্প।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় "দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ" প্রকল্পটি ২৮৮.৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০টি জেলার ১০০টি উপজেলায় ২,০৫,২৫২টি গ্রামীণ পরিবারের প্রায় ১০ লক্ষ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি সন্তোষজনক ভাবে বাস্তবায়নের ফলে ৩৩৪.২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৮ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।



পিডিবিএফ সম্প্রসারণ প্রকল্পের হরিণাকুন্ডু উপজেলার শিতলা মহিলা সমিতির সদস্যদের সাথে মত বিনিময় করছেন জনাব আশরাফুল মোসাদ্দেক, যুগ্ম সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বেগম মনিরা পারভীন।

প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

(ক) ঋণ সহায়তা প্রদান, পুজি গঠন, নারী উন্নয়ন ও নারী পুরুষের সমতা বিধান
(খ) সুফলভোগী সদস্যদেরকে দতা উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধিমূলক প্রদান
(গ) সামাজিক উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রদান
(ঘ) প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ঋণ এবং কারিগরি প্রদান
(ঙ) কর্মীদের দক্ষতা ও সমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রদান
(চ) সুফলভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান এবং
(ছ) সুফলভোগী সদস্যদেরকে সরকারী, বেসরকারী অন্যান্য জাতি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে লিংকেজ স্থাপনের মাধ্যমে সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।

প্রকল্প ৩:- পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এর আইসিটি কার্যক্রম ও ই-সেবা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।

বাংলদেশ সরকারের অর্থায়নে ১৭.১০ কোটি টাকা ব্যয়ে পিডিবিএফ এর ই-সেবা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ০৮টি বিভাগের ৫২টি জেলায় ৩৯৬টি উপজেলা/কার্যালয়ে উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সম্পুর্ন সরকারী অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মোট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে ১৮.৮০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। প্রধান কার্যালয় ঢাকা সহ সারা দেশে ১১টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে পিডিবিএফ এর সহকর্মী ও সুফলভোগীদের বিনামূল্যে আইসিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকগণ এ সকল আইসিটি ল্যাব পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন।



পিডিবিএফ, খুলনা অঞ্চলের আইসিটি ল্যাব পরিদর্শন করছেন জনাব এ কে এম বদরুল মজিদ, অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

প্রকল্প- ৪:- সোলারের মাধ্যমে পানি বিলবণীকরণ/বিশুদ্ধকরণ প্রকল্প।

জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় দক্ষিণাঞ্চলের ৬টি জেলার ১১টি উপজেলায় সোলারের মাধ্যমে পানি বিলবণীকরণ/বিশুদ্ধকরণ প্রকল্প (পাইলটিং) কার্যক্রম নভেম্বর, ২০১৩ মাসের মধ্যে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, এর ফলে ১৫৮টি স্পটে ২৯১টি সোলার বিলবণীকরণ/বিশুদ্ধকরণ প্যানেল স্থাপন করে দরিদ্র জনপদে সুপেয় পানির চাহিদা মেটানো হচ্ছে। অনুরুপভাবে ২য় পর্যায়ে ৯টি জেলার ১৮টি উপজেলায় সোলার পানি বিলবণীকরণ প্যানেলের মাধ্যমে ২,১৬০টি প্যানেল স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রকল্প-৫:- পিডিবিএফ সোলার সেচ প্রকল্প।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিদেশনা বাস্তবায়নের পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) IDCOL এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় সোলারের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলায় ১টি সোলার সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে নবায়ন যোগ্য শক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে প্রায় ৫০ একর জমিতে সারা বছর সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে এক বা একাধিক ব্যক্তি মিলে এই সেচ প্রকল্পের সর্বমোট মূল্য পরিশোধ করে ক্রয় করতে পারবেন। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে প্রায় ২০ বছর নিরবিচ্ছিন্ন সেচ সুবিধা পাওয়া যাবে।



পিডিবিএফ সোলারের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম, ঘোড়াঘাট,দিনাজপুর

৪.৯ ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)

ভূমিকাঃ

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) কর্তৃক ১৯৭২ সালে এশিয়া অঞ্চলের কতিপয় দেশের ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীনদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাদের উন্নয়নে সুপারিশমালা প্রণয়ণের উদ্দেশ্যে "Asian Survey on Agrarian Reforms and Rural Development (ASARRD)" শীর্ষক একটি ষ্টাডি প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশসহ আটটি দেশে পর্যবেক্ষণ শেষে ১৯৭৪ সালে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সরকারের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করা হয় । প্রতিবেদনে গ্রাম পর্যায়ে দরিদ্রদের নিয়ে একটি 'গ্রহণকারী ব্যবস্থা' গড়ে তোলা এবং 'প্রদানকারী ব্যবস্থা'কে ঢেলে সাজানোর সুপারিশ করা হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে উল্লিখিত সুপারিশ অনুসারে ১৯৭৫-৭৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় "Action Research on Small Farmers and Landless Labourers Development Project (SFDP)" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্পটির পরীক্ষামূলক কার্যক্রম বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা; বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ), ময়মনসিংহ এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া-এর মাধ্যমে কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলার সদর উপজেলাসমূহে বাস্তবায়ন শুরু হয় । এ প্রকল্পটির মাধ্যমেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সরকারি খাতে 'জামানত বিহীন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি'র সূচনা হয়। পল্লী উন্নয়ন সমবায় বিভাগের আওতায় পর্যায়ক্রমিকভাবে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পটিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন প্রথম আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৯-২০০৪ পর্যায়ের মেয়াদ শেষে একটি ফাউন্ডেশনে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্পটিকে উল্লিখিত সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের বিধানমতে যৌথ মূলধন কোম্পানী ও ফার্মস্সমূহের পরিদপ্তর হতে 'নিবন্ধন' গ্রহণের মাধ্যমে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন' নামে একটি সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তর করা হয়।

রূপকল্প

সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণ।-পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের আর্থ

অভিলক্ষ্য

পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের সদস্যদেরকে কেন্দ্রভুক্ত করে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন-এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড ও ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের নারীদেরকে সম্পৃক্তকরণ ।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।
২. দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি।
৩ . কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র কৃষকদের উন্নয়নে যুগোপযোগী কৌশল উদ্ভাবন ও বিস্তৃতকরণ।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

.১ দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।
২ . দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন।
৩. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন।
৪. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মান্নোন্নয়ন।
৫ . আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

কার্যাবলি

১। ;মহিলাদেরকে সংগঠিতকরণ/গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের পুরুষ

২। সংগঠিত পুরুষ কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে-আত্ম ,মহিলাদেরকে তাদের উৎপাদন/ জামানত বিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;

৩। ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত জমার মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ;

৪। সুফলভোগী সদস্যএবং ;সদস্যাদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন/

৫। সুফলভোগী সদস্যসদস্যাগণকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমনঃ / জনসংখ্যা ন ,পুষ্টি-স্বাস্থ্য ,মেয়েদের শিক্ষা-ছেলেিয়ন্ত্রণপরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ ,ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগিতা প্রদান।

ফাউন্ডেশনের কর্ম-এলাকাঃ

ফাউন্ডেশনের 'Memorandum and Articles of Association' অনুসারে দেশের সমগ্র এলাকায় কার্যক্রম সম্প্রসারণের ব্যবস্থা রাখা হয় । ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা পূর্বে গঠিত 'টাস্ক ফোর্স' প্রাথমিকভাবে ফাউন্ডেশনের জন্য ৫০.০০ কোটি টাকা তহবিল সংস্থানের সুপারিশ করা হয়। ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ফেবুয়ারি ২০০৭ সালে মাত্র ৫.০০ কোটি টাকা 'আবর্তক ঋণ তহবিল' নিয়ে শুরু হয়। কিন্তু তৎকালীন সরকার কর্তৃক পরবর্তীতে 'টাস্ক ফোর্স' সুপারিশ অনুসারে তহবিল সংস্থানের অভাবে কার্যক্রম জোরদার ও সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়নি।

মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় দফা আওয়ামী লীগ সরকারের ২০০৯-২০১৪ মেয়াদে মোট ২৪.৪৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা প্রকল্প' গ্রহণের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, পটুয়াখালী, বরগুনা, বরিশাল, ভোলা ও চাঁদপুর জেলার ৬০টি উপজেলায় জোরদারকরণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে ২০১৩-২০১৬ মেয়াদে মোট ৫৪.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প-এর মাধ্যমে গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, শরিয়তপুর, পিরোজপুর, বরিশাল, খুলনা, সাতক্ষীরা, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও পঞ্চগড় জেলার ৫৪টি উপজেলায় সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বর্তমান সরকারের সময়ে ২০১৬-২০১৮ মেয়াদে মোট ৬৪০৯.৫৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প-এর মাধ্যমে বরিশাল, ফরিদপুর, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, পঞ্চগর, রংপুর, গাজীপুর, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ, খুলনা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলার ৬০টি উপজেলায় সহায়তা প্রকল্পের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বর্তমানে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ৪৮টি জেলার ১৭৪টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

ব্যবস্থাপনাঃ

সার্বিক নীতি নির্ধারণ ও দিক নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে ফাউন্ডেশনের ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'সাধারণ পর্ষদ' রয়েছে। সাধারণ পর্ষদে ৮ জন পদাধিকার বলে এবং ৩ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য রয়েছেন। সকল প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যাদি পরিচালনার বিষয়ে ফাউন্ডেশনের ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'পরিচালনা পর্ষদ' রয়েছে। পরিচালনা পর্ষদে ৫ জন পদাধিকার বলে ও ২ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য রয়েছেন।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব পদাধিকারবলে উভয় পর্ষদ-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করে থাকেন। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদাধিকারবলে উভয় পর্ষদ-এর সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

ফাউন্ডেশনের তহবিল প্রাপ্তি

(টাকার অংকঃ লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	তহবিল প্রাপ্তির বিবরণ (জুন ২০১৬ পর্যন্ত)				উৎস
	আবর্তক ঋণ তহবিল	জনবল ও পরিচালন ব্যায়	সম্পদ সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণ	মোট (২+৩+৪)	
১	২	৩	৪	৫	৬
২০০৫-২০০৬	৫০০.০০	৩৫০.০০		৮৫০.০০	অনুন্নয়ন বাজেট
২০০৬-২০০৭	-	-		-	-
২০০৭-২০০৮	-	-		-	-
২০০৮-২০০৯	৫০০.০০	১০০.০০		৬০০.০০	অনুন্নয়ন বাজেট
২০০৯-২০১০	৫০০.০০	-		৫০০.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১০-২০১১	৯২০.০০		৮০.০০	১০০০.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১১-২০১২	৯২২.০০		১৭.০০	৯৩৯.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১২-২০১৩	-		৮.০০	৮.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১৩-২০১৪	১০৪২.৩৬		৬৩৩.৬৮	১৬৭৬.০৪	উন্নয়ন বাজেট
২০১৪-২০১৫	১২৫০.০০		৫৭৫.০০	১৮২৫.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১৫-২০১৬	-	৩০০.০০	-	৩০০.০০	অনুন্নয়ন বাজেট
২০১৫-২০১৬	১৫০২.০০	-	৬৮৩.৮২	২১৮৫.৮২	উন্নয়ন বাজেট
মোট	**৭১৩৬.৩৬**	**৭৫০.০০**	**১৯৯৭.৫০**	**৯৮৮৩.৮৬**	-

আবর্তক ঋণ তহবিল ব্যবহারের বিবরণ

(টাকার অংকঃ লক্ষ টাকায়)

তহবিলের উৎস	প্রাপ্ত আবর্তক ঋণ তহবিল	ঋণ বিতরণ	ঋণ ও সার্ভিস চার্জ আদায়			মাঠে বিনিয়োগকৃত ঋণ স্থিতি (আসল)
			আসল	সার্ভিস চার্জ (১১% হারে)	মোট	
১। অনুন্নয়ন বাজেট	১০০০.০০	১০৯৭০.৪০	৯৭২৯.৯৭	১০৭০.৩০	১০৮০০.২৭	১৩৭৬.৮৭
২। উন্নয়ন বাজেট	৬১৩৬.৩৬	২৯৩৮৫.৭৪	২২৫৫০.৯৯	২৪৮০.৬১	২৫০৩১.৬০	৬৮৮৫.৫৫
মোট	**৭১৩৬.৩৬**	**৪০৩৫৬.১৪**	**৩২২৮০.৯৬**	**৩৫৫০.৯১**	**৩৫৮৩১.৮৭**	**৮২৬২.৪২**

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ফাউন্ডেশনের অনুকূলে আবর্তক ঋণ তহবিল বাবদ ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি টাকার মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি ২০০৭ মাসে কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তী ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি এবং ২০০৯-২০১৬ সময়ে প্রদত্ত ৬১.৩৬ কোটি মোট ৭১.৩৬ কোটি টাকার 'আবর্তক ঋণ তহবিল' মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জুন ২০১৬ পর্যন্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নে উপস্থাপিত হলোঃ

কেন্দ্র গঠন ও সদস্যভুক্তি

ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের ২০-৩০ জন পুরুষ/মহিলাকে নিয়ে ০১ (এক)টি করে কেন্দ্র গঠন করা হয়ে থাকে। ২০১৫–১৬ অর্থ বছরে ৩৫০টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ১২৯৭২ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়। জুন'১৬ পর্যন্ত ৩৮৮০টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ১১৬৯২০ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

ফাউন্ডেশনের আওতায় সদস্য/সদস্যাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর মেয়াদী ঋণ প্রদান করা হয়। মোট ৪৮টি সমান কিস্তিতে ঋণের আসল ও সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৮৮৬৩.৮৯ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ৮৪৭৮.৯৫ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। জুন'১৬ পর্যন্ত ৪০৩৫৬.১৪ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ৩৫৮৩১.৮৭ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের শতকরা হার ৯৩.২১ ভাগ।



মুরগী পালন খাতে ঋণ নিয়ে সুফলভোগী সদস্যের খামার পরিচর্যা



ঋণ নিয়ে কচু চাষের মাধ্যমে সুফলভোগী সদস্যের সাফল্য

পুঁজি গঠন

ফাউন্ডেশনের উপকারভোগীদের 'নিজস্ব পুঁজি' গঠনের লক্ষ্যে ঋণ কার্যক্রমের আয় হতে সাপ্তাহিক ন্যূনতম ২০.০০ টাকা হারে 'সঞ্চয় আমানত' জমা করার ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৮০০.৯৯ লক্ষ টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় জুন'১৬ পর্যন্ত ৩২৭৮.৫২ লক্ষ টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয়।



উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি আদায়ের কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ

ফাউন্ডেশনের আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন এবং সুফলভোগীদেরকে বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে । ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৩৮২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । জুন'১৬ পর্যন্ত ১২১৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ৭৫৭৫ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

নারীর ক্ষমতায়ন

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। সুতরাং নারী সমাজকে উৎপাদন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করা ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীর ক্ষমতায়ন সে সকল বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় উপার্জন। ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ। এ সকল কর্মসূচির অধিকাংশ সুবিধাভোগী হচ্ছে নারী । ফাউন্ডেশনের আওতাভুক্ত সদস্যদের মধ্যে ১১২২৪৩ জন নারী সদস্য রয়েছে। নারী সদস্যের শতকরা হার ৯৬%। সদস্যভুক্ত এ সকল নারীকে আত্ম-কর্মসংস্থানের নিমিত্ত বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ৩৮৭১১.৫৮ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এ সকল নারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে ৩১৪৭.৩৮ লক্ষ টাকা নিজস্ব পুঁজি গঠনে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য নারী সদস্যদের ঋণ পরিশোধের মাত্রা পুরুষ সদস্যদের চেয়ে অধিক। এছাড়া নারী সদস্যদেরকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমনঃ ছেলেপরিবার কল্যাণ ,জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ,পুষ্টি-স্থ্যস্বা ,মেয়েদের শিক্ষা- ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগিতাপ্রদানে অধিকতর সাড়া পাওয়া যায়। এ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়নে যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

এক নজরে ফাউন্ডেশনের মাঠ কার্যক্রমের অগ্রগতি (প্রকল্পসহ)

কার্যক্রম	কার্যক্রমের অগ্রগতি (জুন ২০১৬ পর্যন্ত)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট
১। কেন্দ্র গঠন	১৫৬	৩৭২৪	৩৮৮০
২। সদস্যভুক্তি	৪৬৭৭	১১২২৪৩	১১৬৯২০
৩। সঞ্চয় আমানত (লক্ষ টাকায়)	১৩১.১৪	৩১৪৭.৩৮	৩২৭৮.৫২
৪। ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)	১৬১২.৯৯	৩৮৭১১.৫৮	৪০৩২৪.৫৭
৫। ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	১৩৩৫.৭৪	৩২০৫৭.৬৬	৩৩৩৯৩.৪০
৬। সার্ভিস চার্জ আদায় (লক্ষ টাকায়)	১৩২.৩৭	৩১৭৬.৮৮	৩৩০৯.২৫
৭। ঋণ আদায়ের হার (%)	৮৮	৯৩	৯৩
৮। সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ (জন)	৬৪৭	৭৩১০	৭৯৫৭



পরিচালনা পর্ষদের ৩৫তম সভা অনুষ্ঠান

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের সাফল্য

ফাউন্ডেশনের আওতায় জুন ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে ১১৬৯২০ পরিবার হতে ০১ (এক) জন পুরুষ/মহিলাকে সংগঠিত করে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁদের কৃষি উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংসহান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে। সুফলভোগীদের শতকরা ৯৬ ভাগই মহিলা। ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম মহিলাদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতনভাতা ও অন্যান্য পরিচালন ব্যয় নির্বাহে সরকার হতে কোন অনুদান বরাদ্দ প্রদান করা হয় না। সরকার প্রদত্ত মোট ৭১.৩৬ কোটি টাকার 'আবর্তক ঋণ তহবিল'এর মাধ্যমে পরিচালনাধীন ঋণ কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত ১১% সার্ভিস চার্জের ১০% অর্থের মাধ্যমে পূর্ণকালীন ৩০২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনভাতা ও অন্যান্য পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে।

ফাউন্ডেশনের সম্প্রসারণ কার্যক্রম

'দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প ২০১৩-২০১৬ মেয়াদে ৫৪.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৮টি জেলার ৫৪টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা

সাংগঠনিক ও জনবল কাঠামো

ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়, পল্লী ভবন (৭ম তলা), ৫, কাওরান বাজার, ঢাকায় প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত । ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সার্বিক দিক নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণে প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে । মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে ৫টি প্রশাসনিক বিভাগে স্থাপিত ৫টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও তদারকি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রয়েছে । প্রকল্পের তৃণমুল পর্যায়ের কার্যক্রম ৫৪টি উপজেলায় স্থাপিত উপ-আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । প্রতিটি উপ-আঞ্চলিক কার্যালয়ে ০১ জন উপ-আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও ০২ জন মাঠ সংগঠক সংশ্লিষ্ট উপজেলার কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছেন ।

প্রকল্প এলাকা

প্রকল্পটির কার্যক্রম গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, শরিয়তপুর, পিরোজপুর, বরিশাল, খুলনা, সাতক্ষীরা, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজর, কিশোরগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও পঞ্চগড় জেলার ৫৪টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ।

মাঠ কার্যক্রম

প্রকল্প অনুমোদন পরবর্তীতে সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পাদন শেষে মার্চ, ২০১৪ হতে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হয় । জুন ২০১৬ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের অর্জিত অগ্রগতি নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

কার্যক্রম	কার্যক্রমের অগ্রগতি (জুন ২০১৬ পর্যন্ত)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট
১। কেন্দ্র গঠন	৩৯	৯৩০	৯৬৯
২। সদস্যভুক্তি	১০৬৩	২৫৫১৫	২৬৫৭৮
৩। সঞ্চয় আমানত (লক্ষ টাকায়)	৩৭.৫৮	৯০১.৭২	৯৩৯.৩০
৪। ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)	৩২৩.৭০	৭৭৬৮.৮০	৮০৯২.৫০
৫। ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	২৩৫.৫১	৫৬৫২.২১	৫৮৮৭.৭২
৬। সার্ভিস চার্জ আদায় (লক্ষ টাকায়)	২৩.৩৪	৫৬০.১৩	৫৮৩.৪৭
৭। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের হার (%)	৯৭.৭৯	৯৭.৭৯	৯৭.৭৯

ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ

ফাউন্ডেশনটি সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হলেও সরকার এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদান করে না। ফাউন্ডেশনকে নিজের আয় থেকে ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। প্রতিষ্ঠানটির কর্মকতা–কর্মচারীদের বেতন-ভাতাসহ প্রতিমাসে সংস্থাপন ও পরিচালন খাতে প্রায় ৫২.০০ লক্ষ টাকা মাসিক ব্যয় হয়ে থাকে।

সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণ ও ঋণের কিস্তি আদায়ের জন্য ১১% সার্ভিস চার্জ নেয়া হয়। এর ১ ভাগ অংশ প্রবৃদ্ধির জন্য রেখে ১০ ভাগ থেকে ৩০২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনভাতা ও পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ করতে হচ্ছে।

'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্যায়)' শীর্ষক একটি প্রকল্প জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮ মেয়াদে ৬৪০৯.৫৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২১টি জেলার ৬০টি উপজেলায় বাস্তবায়নের কাজ ইতোমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে আঞ্চলিক, উপআঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন ও আবর্তক ঋণ তহবিল প্রেরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জনবল নিয়োগের কাজ চলমান রয়েছে।

এছাড়া (১) ৩৯৯২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ শীর্ষক ১টি, (২) ২৯০৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি' শীর্ষক ১টি, এবং (৩) ৬৫৬২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'নৃ-তাত্ত্বিক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়নসহ' শীর্ষক ১টিসহ মোট ৩টি প্রকল্প ২০১৬–১৭ অর্থ বছরে এডিপি'তে প্রস্তাবিত বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ ৩টি প্রকল্পের প্রকল্প প্রস্তাব ইআরডি'তে প্রেরণ করা হয়েছে।

উপসংহারঃ

এসএফডিএফ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে এ দেশে পথিকৃৎ সংগঠন হলেও পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে এ সংগঠনের ঋণ কার্যক্রম সীমিত হয়ে পড়ে। বর্তমান সরকারের সময়ে মোট ০৩টি প্রকল্প সহায়তার মাধ্যমে এ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম আগের চেয়ে বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে ফাউন্ডেশন দেশের মোট ১৭৪টি উপজেলায় দরিদ্র কৃষক পরিবারের দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করে যাচ্ছে। ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে এ সংগঠনের কার্যক্রম ইপ্সিত সুফল বয়ে আনবে বলে আশা করা যায়।

চিত্রে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম



স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ এপিএ স্বাক্ষর করছেন



একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং সদস্যবৃন্দ



স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব এবং দপ্তর/সংস্থার প্রধানদের সহিত মতবিনিময় সভা



স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে নবযোগদানকৃত ভারপ্রাপ্ত সচিব ড.প্রশান্ত কুমার রায় কে বরণ করে নেয়া হচ্ছে



সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক অর্জিত ইনোভেশন সনদ



"বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের সমবায়" শীর্ষক আলোচনা সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ





মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব কর্তৃক সমবায় অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী উদ্যোগ সমূহের পাইলটিং ও রেপ্লিকেশন কার্যক্রম পরিদর্শন





কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত প্রধান অতিথির অংশগ্রহণ ও কর্মকর্তাদের উদ্ভাবন কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সম্মাননা প্রদান



মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব কর্তৃক সমবায় অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী উদ্যোগ সমূহের পাইলটিং ও রেপ্লিকেশন কার্যক্রম পরিদর্শন



"এখন সময় সমবায়ের" এবং "নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন কি, কেন এবং কিভাবে" শীর্ষক উদ্ভাবনী উদ্যোগ সম্পর্কিত ০২(দুই)টি বই এর মোড়ক উন্মোচন







পঞ্চগড় জেলার সদর উপজেলার উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা জনাব মোঃ মামুন কবীর এর জেলা পর্যায়ে সাধারণ (ব্যক্তিগত) শ্রেণিতে জনপ্রশাসন পদক'২০১৬ অর্জন।



বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. প্রশান্ত কুমার রায়



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. প্রশান্ত কুমার রায় বিআরডিবির কর্মশালাতে বক্তব্য রাখছেন



ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এর বোর্ড সভায় বক্তব্য রাখছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. প্রশান্ত কুমার রায়



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. প্রশান্ত কুমার রায় এসএফডিএফ এর বার্ষিক পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা সম্মেল ২০১৬ এ বক্তব্য রাখছেন



পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. প্রশান্ত কুমার রায়



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. প্রশান্ত কুমার রায় পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর বোর্ড সভাতে বক্তব্য রাখছেন



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ই-গভার্নন্সে উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মাক্রোসফট অফিস ২০০৭ প্রশিক্ষণে কর্মকর্তাগণ



ই-গভার্নন্সে উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় iBas++ প্রশিক্ষণে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণ

কৃতজ্ঞতাস্বীকার .....

জনাব মোহাম্মাদ আব্দুল কাইউম
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা

জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম
মহাপরিচালক / নিবন্ধক (অতিরিক্ত সচিব)
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা

জনাব সালাউদ্দিন মাহমুদ
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব),
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা

জনাব আবদুল মতিন
ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

জনাব মোঃ শওকত আকবর
মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব)
বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ

জনাব আকবর হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

জনাব এ এইচ এম আবদুল্লাহ্
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

জনাব মাহবুবর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন